পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 222 Friday, 12 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২২ সংখ্যা ❋ ২৭ আষাঢ় , ১৪৩১ শুক্রবার, ১২ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আম্বানিপুত্রের বিয়েতে গিয়েও রাজনৈতিক কর্মসূচি মমতার

আজ বৈঠক পাওয়ার-ঠাকরেদের সঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ আম্বানিদের আমন্ত্রণে দুদিনের সফরে মুম্বই যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেখানে শুধুই বিয়েবাড়ির আমন্ত্রণ রক্ষাই নয়, একগুচ্ছ রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে তাঁর বলে জানতে পারা গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বই উড়ে যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিস্তারিত সূচি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। শুক্রবার, অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে যোগ দেওয়ার আগে সকালে উদ্ধব ঠাকরে ও শরদ পওয়ারের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, আম্বানিরা অনেকবার আমাকে ছেলের বিয়েতে যাওয়ার জন্য বলছে। ছেলেও বলেছে, নীতাজিও বার বার বলেছেন। তা সত্ত্বেও আমি হয়ত যেতে পারতাম না। কিন্তু নিমন্ত্রণ তো, তাই সেখানে যাচ্ছি। তবে শুধু বিয়েবাড়িতেই যাব না, আগামিকাল আমি উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছি। ভোটের পর থেকে ওঁর সঙ্গে আর দেখা বা কথা হয়নি কোনও। আর শরদজির (শরদ পাওয়ার) বাড়িতেও যাব, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। তার পর বিকেলে

অখিলেশও চলে আসবে, ওর সঙ্গেও কথা হয়ে যাবে। সন্ধেবেলা বিয়েবাড়ি অ্যাটেন্ড করে আমি পরশু (শনিবার) ফিরে আসব।১২ জুলাই মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ডে মুকেশ ও নীতা আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়ের এলাহি আয়োজন। হীরক ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে রাধিকার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন অনন্ত। সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত বহু হেভিওয়েট, নামীদামি ব্যক্তিত্ব। যে তালিকায় রয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক নেতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থেকে উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব-আম্বানি পরিবারের আমন্ত্রণ পেয়েছেন সকলে। আর এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুম্বই যাচ্ছেন প্রায় সকলেই। লোকসভা নির্বাচনের পরে, আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎও হবে এবং রাজনৈতিক আলোচনা হবে। অখিলেশ যাদবও সেখানে পৌঁছবেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এনিয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর প্রতিক্রিয়া, চারজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আলোচনা তারা তো নিশ্চয়ই ইউরো কাপ বা লুডো নিয়ে আলোচনা করবেন না। রাজনৈতিক কথাই আলোচনা করবেন। কথাবার্তা বলবেন যত বলবেন তত ভালো, সংঘবদ্ধ বিরোধী শক্তি থাকুক। যতই আলোচনা করুক তাঁরা, ভোট বাড়বে বিজেপির।

দেশে ফিরেই কাজ শুরু প্রধানমন্ত্রীর, বাজেট নিয়ে বৈঠক অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ দেশের ফিরেই কাজ শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে মতবিনিম? করেছেন। তিনি আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য তাঁদের মতামত ও পরামর্শ শোনেন। আগামী ২৩ জুলাই পেশ হবে কেন্দ্রীয় বাজেট। তার আগে বৃহস্পতিবার অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ শুনলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া, দুই দেশের সরকারি সফর শেষ করে এদিন সকালেই নতুন দিল্লি পৌঁছেন। তিনি সোমবার রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ায় তিন দিনের সরকারি সফর শুরু করেন। সফরের প্রথম পর্বে মস্কো এবং দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ে ভিয়েনায় যান। তিনি বলেন, তাঁর অস্ট্রিয়া সফর ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মূল কাঠামোর অঙ্গ ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে মুছে ফেলা হোক ‘সমাজবাদ’ এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দদুটি। শীর্ষ আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তাঁর আর্জির শুনানি আগামী আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিল, ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের সংবিধানের মূল কাঠামোর অঙ্গ। সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর আর্জি খারিজ করার আগে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যে সংবিধানের মূল কাঠামোর অন্তর্গত তা একাধিক রায়ে আগেই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি সম্পর্কে শীর্ষ আদালতের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, সমাজতান্ত্রিক শব্দের অভিধানগত অর্থ মেনে আমরা চলছি না। সম্ভবত আমরা শব্দটির নিজস্ব সংজ্ঞা তৈরি করেছি। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনী হিসেবে ২(এ) ধারা অনুযায়ী প্রস্তাবনায় এই শব্দদুটি যোগ করা হয়েছিল। তার আগে থেকেই অবশ্য ভারত সব ধর্মের মানুষকে সমানাধিকার দেওয়ার চল ছিল। সংবিধানে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা এই দেশের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মামলাকারী সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর দাবি, সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘ এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দদুটি যোগ করাটা আসলে সংবিধানেরই একাধিক অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সংবিধানপ্রণেতারা কখনওই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ‘সমাজবাদ’ ও ‘ শব্দগুলি যোগ করতে চাননি। তাছাড়া সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন করা সংসদের এক্তিয়ারের বাইরে।

বৈঠকে অমিত শাহের কাছে অভিযোগের পাহাড় শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ ২৪-এর লোকসভা ভোট মিটতেই দিল্লিতে টানা বৈঠক হল বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহে-র। দুজনের মধ্যে টানা ৪৫ মিনিট মতো বৈঠক হয়েছে। আর এই বিষয়ে বড় তথ্য দিলেন শুভেন্দু নিজেই। লোকসভা ভোটের বাংলার ফল নিয়েও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। রাজ্যে একের পর এক জিংসা নিয়ে নালিশ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু লেখেন, ‘ মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ৪৫ মিনিট সময় দেওয়ার জন্য। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধৈর্য সহকারে পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়া জনহিংসা এবং চোপড়ায় তৃণমূল নেতা তাজিমুল ওরফে জেসিবি এবং কামারহাটি-আরিয়াদহে জয়ন্ত সিংয়ের মহিলাদের উপর অত্যাচারের কথা ধৈর্য সহকারে শোনেন।’ শুভেন্দু আরও বলেন, ‘অমিত শাহজি ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং তা প্রশমনের বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন জানান। চোপড়াকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের ঘটনার ভিডিও থাকা ইউএসবি ড্রাইভটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। কোচবিহারে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা বিবস্ত্র করার ঘটনা, মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে বাঁকড়া গ্যাং-এর সংঘর্ষ, তাজা বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং আরিয়াদহ ঘটনার বিষয়েও তাঁকে জানাই।’

সড়কপথে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিকিমের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ আশঙ্কা সত্যি হল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে অবশেষে বন্ধ ঘুরপথে যাতায়াতের রাস্তাও। পরিণতি সড়কপথে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিকিম। শিলিগুড়ি-সিকিম যোগাযোগের ‘লাইফ লাইন’ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ভূমিধসে অবরুদ্ধ গত ১২ দিন ধরে। এতদিন আলগাড়া-লাভা হয়ে ঘুরপথে সিকিমে যাতায়াত চলছিল। সেটাও বৃহস্পতিবার বন্ধ করে দেওয়া হল প্রশাসনের তরফে। ফলে সিকিম কার্যত সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ভূমিধসে বিধ্বস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক কবে খুলবে কেউ জানে না। চলতি বছরের ২৩ মার্চ থেকে ১১ বার অবরুদ্ধ হয়েছে ওই জাতীয় সড়ক। শেষবার বারো দিন ধরে তা বন্ধ। কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেল্লি বাজার, রবিঝোরা, লিকুভির, ২৭ মাইল, সেলফিডারা-সহ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ভয়াবহ পরিস্থিতি কালীঝোরা থেকে মেল্লি পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার রাস্তার। এখানে রবিঝোরা, লিকুভির, ২৯ মাইল, গেইলখোলায় অবিরাম ধস নেমে চলেছে। ওই পরিস্থিতিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক কবে স্বাভাবিক হবে, বলতে পারছেন না কালিম্পং জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

জয়ন্ত ‘পুরানো গুন্ডা’, আগেও গ্রেপ্তার হয়েছে, জানাল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ জমি লুট থেকে খুন। তোলাবাজি। কিংবা স্থানীয় ক্লাবে তুলে নিয়ে এসে নির্মম অত্যাচার সবই করত। আড়িয়াদহের ‘ পুরানো জয়ন্ত সিংয়ের কীর্তিতে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চলছে জোর আলোচনা। এত অপরাধমূলক কাজে যার নাম জড়িয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ। তবে রাজ্য সরকারের তরফে সে অভিযোগ খারিজ করা হল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা সাফ জানান, জয়ন্ত পুরনো গুন্ডা। আগেও তাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আড়িয়াদহ কাণ্ডের যে ভিডিও নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে, সেটি ২০২১ সালের মার্চের। নিগৃহীত কোনও মহিলা নন। তিনি একজন পুরুষ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। জয়ন্ত সিং ২০১৬ সাল থেকে কমপক্ষে ৫টি পৃথক মামলায় কমপক্ষে ৫ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিন বছরের পুরনো ঘটনা নিয়ে অপপ্রচার করা হয়েছে। পুরনো ভিডিও ভাইরাল হলেও তা নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছে জয়ন্তকে। আড়িয়াদহ কাণ্ডে ভাইরাল হওয়া দুটি ভিডিওর মধ্যে প্রথমটিতে ৬ জন এবং দ্বিতীয়টিতে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এডিজি আইনশৃঙ্খলা আরও জানান, খাতড়া থানায় গাছ কাটা নিয়ে অশান্তি হয়। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত অশান্তি ঘটে। তাতে একজনের প্রাণহানি হয়। তাতে তিনজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এছাড়া চোপড়া কাণ্ডেও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

এদিকে, এই সাংবাদিক বৈঠকের আগেই আড়িয়াদহ কাণ্ডে মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা ঘটনায় বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে তোপ দাগেন। বলেন, ২০২১ সালের ঘটনা নিয়ে ভোট ড্যামেজের জন্য গত ৭২ ঘণ্টা ধরে একই খবর দেখানো হচ্ছে।। সেই সময় অর্জুন সিং সেখানকার সাংসদ ছিলেন। যারা ওই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা এখন জেলে। ২৯ জন গ্রেপ্তার। চোখ নেই, কান নেই। দেখতে পান না? পুলিশের কাছ থেকে তথ্য জানুন। এখন আবেদন জানাচ্ছি। কাজ না হলে আইনি ব্যবস্থা নেব। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বলেন, কামারহাটি বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে না। মিথ্যা দোষারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানিকতলায় কোনও পুনর্নির্বাচন নয়, বিজেপির দাবি খারিজ নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ বিজেপির পুর্নর্নির্বাচনের দাবি খারিজ করল শীর্ষ আদালত। উপনির্বাচনেও একপ্রস্থ কারচুপি, ভোট লুটের অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপি। বুধবার রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন শেষ হতেই বিজেপি মানিকতলার বেশ কয়েকটি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলে। নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে-সহ রাজ্য নেতাদের বেশ কয়েকজন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই দাবি খারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই খবর জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডের জয় হবে রেকর্ড ভোটে। বুধবার রাজ্যের চার বিধানসভা কেঃ দ্রর উপনির্বাচন হয়েছে বিক্ষিপ্ত

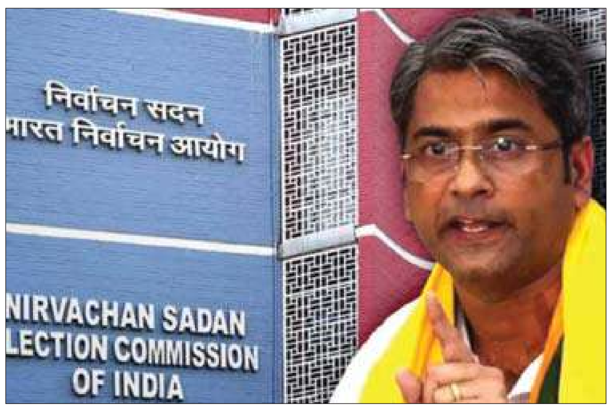

অশান্তির মধ্যে দিয়ে। সকাল থেকে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে ভোটদানে স্বচ্ছতা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন। বেলার দিকে কাঁকুড়গাছিতে ভুয়ো ভোটার ধরতে তিনি নিজেই দৌড়ন। বুথ পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। কোথাও কোথাও ‘ স্লোগানও তোলা হয়। এসবের জেরে বিকেলে ভোট শেষ হতেই তিনি এবং বিজেপির রাজ্য নেতাদের কয়েকজন নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন। সন্ধে নাগাদ মানিকতলার ৮৯ টি বুথে পুনর্নির্বাচন দাবি করেন তাঁরা। কিন্তু বিজেপির সেই দাবি খারিজ হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। মানিকতলার স্ক্রুটিনি শেষ করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কোনও বুথে কোনও পুনর্নির্বাচন হবে না। এনিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, কল্যাণ চৌবে যে নম্বরের বুথ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন গতকাল, সেই নম্বরের কোনও বুথই মানিকতলায় নেই। সবাই হাসাহাসি করল। তৃণমূলের সুপ্তি পাণ্ডের রেকর্ড ভোটে জয় হবে।

আড়িয়াদহ কাণ্ডে মমতার নিশানায় অর্জুন সিং

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ আড়িয়াদহের ‘কীর্তিমান’ জয়ন্ত সিংয়ের একের পর এক ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার মুম্বই রওনার আগে প্রথমবার মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা ঘটনায় বারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকেই দুষলেন তিনি। বিমানবন্দরের ঢোকার আগে তিনি বলেন, ২০২১ সালের ঘটনা নিয়ে ভোট ড্যামেজের জন্য গত ৭২ ঘণ্টা ধরে একই খবর দেখানো হচ্ছে।। সেই সময় অর্জুন সিং সেখানকার সাংসদ ছিলেন। যারা ওই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা এখন জেলে। ২৯ জন গ্রেপ্তার। চোখে নেই, কান নেই দেখতে পান না। পুলিশের কাছ থেকে তথ্য জানুন। আবেদন জানাচ্ছি। কাজ না হলে আইনি ব্যবস্থা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বলেন, কামারহাটি বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে না। মিথ্যা দোষারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাওবাদী নেতার পিএইচডি করা নিয়ে নয়া দ্বন্দ শুরু কেন্দ্র-রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ কেন্দ্র-রাজ্যের সংঘাত শুরু হল। আর তার কেন্দ্রবিন্দু হল এবার অর্নব দাম। প্রাক্তণ এই মাওবাদী নেতার পিএইচডি করা নিয়ে বলা যায় নয়া দ্বন্দ শুরু হল। অর্নবের পিএইচ ডি করা নিয়ে অকারণে জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম চন্দ্র অনবরত অর্নবকে বাধা দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। যারফলে পিএইচডির ইন্টারভিউয়ে প্রথম হয়েও গবেষণা করতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁকে। আর এবার সেই ইস্যুতেই উপাচার্যের

বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ হেনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখপাত্র কুনাল ঘোষ বলেন, পরীক্ষায় ভাল ফল করা সত্ত্বেও অর্ণবকে পিএইচডি করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বাধা দিচ্ছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ং গৌতম চন্দ্র। বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে কুণাল লিখেছেন,‘ অভিযোগে বন্দি অর্ণব দামকে পিএইচডি করতে দিতে হবে। ও যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। উপাচার্য অকারণ জট তৈরি করে বাধা দিচ্ছেন।’’ এই মুহূর্তে হুগলির সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অর্নব। প্রয়োজনে তাঁকে বর্ধমান জেলেও নিয়ে আসা হতে পারে বলে চিন্তা ভাবনা চলছে। এই বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথাবার্তাও চালাচ্ছেন রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি। এছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান তনভীর নসরীনের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। অর্নবকে সম্পূর্ণ সাহায্য করতে চাইছেন তিনি। কিন্তু বাধ সাধছেন উপাচার্য গৌতম চন্দ্র। আর এই নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়াল রাজ্যপাল নিয়োজিত উপাচার্য। বর্তমানে রাজ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে সংঘাত চলছে রাজভবনের। তার প্রেক্ষিতে অর্নবের পিএইচডি ইস্যু এখন দুই পক্ষের সংঘাতের একটি নতুন মঞ্চ গড়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কলকাতার গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ কলকাতার কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখলেন কেন্দ্রয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি কারখানার কার্যপ্রণালী এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর উপাদন বৃদ্ধি করতে কারখানায় যেসব অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে সেগুলিও দেখেন। তিনি গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরীর উৎপাদন সক্ষমতা, আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্প এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। কারখানার গুণগতমান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য কারখানার আধিকারিক ও শ্রমিকদের প্রশংসা করেন। ভারতের প্রতিরক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্র আগে ছিল অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে। ২০২১-এর ১ অক্টোবর থেকে এই দায়িত্ব বর্তায় অ্যাডভান্সড ওয়েপনস এন্ড ইকুইপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের। এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ চৌধুরী গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির সাম্প্রতিক সাফল্য মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন।

নিটের প্রশ্নফাঁস একেবারে স্থানীয় স্তরে, সমাজমাধ্যমে নয়! সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ নিট তদন্ত নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশ করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি করেছে, স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে বটে তবে সেটা স্থানীয় স্তরে করা হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় ওই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েনি। ফলে তাঁর প্রভাব ব্যাপক হওয়ার কথা নয়। বেনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর একপ্রকার চাপের মুখে পড়ে নিট কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। সেই তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলাতেও চলেছে তল্লাশি। আদালত সূত্রে ওএ জানতে পারা গিয়েছে, সিবিআইয়ের হলফনামায় দাবি করা হল, প্রশ্নফাঁস হলেও সেটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েনি। সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়নি। এই হলফনামায় বিরোধীরা যে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ করছিল, সেটা খানিকটা লঘু করে দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য করা যেতে পারে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই হলফনামা দিয়ে শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে, স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে অব্যবস্থার অভিযোগের তদন্ত হয়েছে। পোশাকি ভাষায় বলতে গেলে ‘টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস’ করা হয়েছে, যার

দায়িত্বে ছিলেন আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞরা। আর সেই বিশ্লেষণের ফল বলছে যে, নিট-২০২৪ পরীক্ষায় সর্বত্র বা বৃহ স্তরে বেনিয়ম হয়নি। পাশাপাশি আরও যে একটি অভিযোগ ছিল যে, এই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে স্থানীয় বা বিশেষ স্তরে কিছু পরীক্ষার্থীদের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে-সেটিও অমূলক। এমন কিছুই হয়নি। কেন্দ্রের দাবি, নিট পরীক্ষা বাতিল করার কোনও যুক্তি নেই। পুরো পরীক্ষা বাতিল হলে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়বেন।

উল্লেখ্য, নিটে বেনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে বিরোধী শিবির। একাধিক রাজ্যে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পড়ুয়ারাও। সরকারও একপ্রকার মেনে নিয়েছিল নিয়ম বহির্ভূতভাবে কিছু পড়ুয়াকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছে। পরে সেটা বাতিলও করা হয়। ইতিমধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলিং। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের কাছে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কাউন্সেলিং চালুর অনুমতি চেয়েছে কেন্দ্র। তবে এনটিএ’র দেওয়া হলফনামা সব পক্ষের কাছে না পৌঁছনোয় এদিন মামলা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ জুলাই।

সংক্ষিপ্ত খবর

৫৫ হাজার বাড়ি দ্রুত করার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় বকেয়া থাকা ৫৫ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। জানা গেছে অনুমোদন দেওয়ার পরেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা,পূর্ব মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ সহ একাধিক জেলায় বেশ কয়েক হাজার বাড়ি তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। বাড়ি তৈরি বকেয়া থাকার নিরিখে সবার উপরে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা।

হুমকি ফোন পেলেন মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ সৌগত রায়ের পর এবার মদন মিত্র হুমকি ফোন পেলেন। তৃণমূল সাংসদের পর এবার তৃণমূল বিধায়ককে হুমকি ফোন। মাঝরাতে মদনের কাছে ফোন আসে বলে জানা গিয়েছে। ফোনে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বলা হয়, গুলি করলে কে বাঁচাবে? বৃহস্পতিবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন মদন। জানালেন, এর নেপথ্যে অর্জুন সিংহ থাকতেও পারে বলে।

সৌরভ গাঙ্গুলির প্রস্তাবিত জমি হস্তান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় সৌরভ গাঙ্গুলির প্রস্তাবিত শিল্প কারখানার জন্যে নির্বাচিত জমি শিল্প উন্নয়ন নিগমকে হস্তান্তর করেছে। রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সেখানকার ৩১৮ একর জমি নিগমকে হস্তান্তর করেছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের আধিকারিকরা আগামীকাল বৈঠকে বসতে চলেছে।

নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ১১ জুলাই ঃসুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। বৃহস্পতিবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৮৮৫ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল বৃহস্পতিবার সকালে রওনা হয়েছে।কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মোট ১৯১টি গাড়িতে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। এদের মধ্যে ১,৮৯৪ জন তীর্থ যাত্রী বালতাল পথ হয়ে এবং ২,৯৯১ জন তীর্থযাত্রী পহেলগাঁও হয়ে অমরনাথ যাবেন।

উত্তর প্রদেশে বজ্রাঘাতে মৃত্যু ৩৭ জনের, সর্বাধিক জীবনহানি প্রতাপগড়ে

লখনউ, ১১ জুলাই ঃউত্তর প্রদেশে বজ্রাঘাতে একদিনে প্রাণ হারালেন ৩৭ জন। সবথেকে বেশি মৃত্যু হয়েছে প্রতাপগড়ে। সেখানে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও অনেকেই আহত ও জখম হয়েছেন।গত কয়েক দিন ধরেই উত্তর প্রদেশে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে বাজও পড়ছে। বুধবারও বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায়। প্রশাসন সূত্রের খবর, এই দুর্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বজ্রাঘাতে মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বাজ পড়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে প্রতাপগড় জেলায়। তার পরই রয়েছে সুলতানপুর। সেখানে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। চন্দৌলিতে ছয়, মৈনপুরীতে পাঁচ এবং প্রয়াগরাজে চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু মৃত্যুই নয়, এই সব জেলায় বাজ পড়ে ঝলসে আহত হয়েছেন ১২ জনেরও বেশি।

ন্যায় বিপর্যস্ত উত্তর প্রদেশ, তরাই অঞ্চল আকাশপথে ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

শ্রাবস্তী, ১১ জুলাইঃ উত্তর প্রদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় বর্ষণজনিত কারণে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার তরাই অঞ্চলের শ্রাবস্তী জেলার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্গতদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন তিনি।বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ৬ ও ৭ জুলাই নেপাল এবং উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই প্রথমবার জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমরা এই এলাকায় বন্যা দেখেছি। বন্যায় প্রাণ হারানো ৪ জনের পরিবারকে আমরা ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছি। এমনকি পিলিভীট এবং লখিমপুর খেরিতে শারদা নদী প্লাবিত হয়েছে, ১২টি জেলায়.১৭ লক্ষের বেশি মানুষ বন্যা পরিস্থিতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রান্তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী রবিবার পর্যন্ত কোঙ্কন ও গোয়া, মহারাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল এবং উপকূলীয় কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। আগামী তিনদিন গুজরাটেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, মেঘালয় এবং বিহারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।এছাড়াও উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হিমাচল প্রদেশ,

যুবককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে এক যুবককে কুপিয়ে খুন করল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। গত বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত যুবকের নাম - সুমিত (২৮)। সে একটি ট্যুর, ট্রাভেল ও জিম চালাতো। উত্তর-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি জয় তিরকে বলেছেন, বুধবার রাতে দিল্লির ভজনপুরা এলাকায় এক যুবককে ছুরি দিয়ে.নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, চার থেকে পাঁচজন তার ওপর হামলা করেছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।ডিসিপি আরও জানিয়েছেন, বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই যুবক তাঁর পরিচিতের বাড়ির বাইরে বসেছিলেন। ৩-৪ জন আসে, তাদের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয় এবং পরে ওই যুবককে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আমরা খুনের মামলা দায়ের করেছি, আমরা তদন্ত করছি।

যুদ্ধ নয়, ভারত বিশ্বকে দিয়েছে বুদ্ধ ভিয়েনায় বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

ভিয়েনা, ১১ জুলাই ঃ যুদ্ধ নয়, ভারত বিশ্বকে দিয়েছে বুদ্ধ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এই বার্তা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, হাজার হাজার বছর ধরে, আমরা আমাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা ভাগ করে আসছি। আমরা 'যুদ্ধ' নয়, বিশ্বকে 'বুদ্ধ' দিয়েছি। ভারত সর্বদা শান্তি ও সমৃদ্ধি দিয়েছে এবং তাই একবিংশ শতাব্দীতে ভারত নিজস্ব ভূমিকা শক্তিশালী করতে চলেছে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী গত বুধবার রাতে ভিয়েনায় প্রবাসী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে মোদী বলেছেন, ৪১ বছর পর অস্ট্রিয়া সফরে এসেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে। ভারত ও অস্ট্রিয়া নিজস্ব বন্ধুত্বের ৭৫ বছর উদযাপন করছে। ভৌগলিকভাবে ভারত ও অস্ট্রিয়া দু'টি ভিন্ন প্রান্তে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। গণতন্ত্র আমাদের দুই দেশকে সংযুক্ত করে। স্বাধীনতা, সমতা, বহুত্ববাদ এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের ভাগ করা মূল্যবোধ। আমাদের উভয়.সমাজই বহু-সাংস্কৃতিক এবং বহুভাষিক। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমি বরাবরই মনে করি, দুই দেশের সম্পর্ক শুধু সরকার দিয়েই গড়ে ওঠে না, সম্পর্ক জোরদারে জনগণের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সম্পর্কের জন্য আমি আপনাদের সকলের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। প্রায় ২০০ বছর আগে ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হত বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ায় 'সফল' সফর শেষে স্বদেশ ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিমান। হাতজো। করে প্রণাম করতে করতে বিমানের বাইরে বেরিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সফরে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো ও অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি মস্কো গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। মস্কো সফর শেষে মোদী যান ভিয়েনায়। প্রায় ৪১ বছর পর এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া সফরে গিয়েছেন। অস্ট্রিয়া সফর শেষেই মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এএপি শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে, দিল্লিবাসীর জন্য জলের ব্যবস্থাও করেনিঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর দল আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এএপি-র তীব্র সমালোচনা করে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, এএপি ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেভাবে দিল্লিতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়েছে, তাতে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা (এএপি) মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, তিনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) দিল্লির জন্য জলের ব্যবস্থা করতে পারেননি এবং মদের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি যে ধরনের কেলেঙ্কারি করেছেন, কংগ্রেসও তাতে অংশ নিয়েছে। ইডি সমস্ত তথ্য-সহ একটি চার্জশিট দাখিল করেছে এবং আদালতে প্রমাণ দিয়েছে। দিল্লির জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং কংগ্রেস ও এএপি-র 'ঠগবন্ধন' দিল্লিকে বিশ্বমানের শহর করার জন্য উপযুক্ত কিনা।

দিল্লিতে শুরু বিমসটেক-এর বিদেশ মন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ বিমসটেক-এর বিদেশ মন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলন বৃহস্পতিবার দিল্লিতে শুরু হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে দ্বিতীয় বিমসটেক বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে তাঁর সমকক্ষদের স্বাগত জানান। বিদেশমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে জানান, বিমসটেক সহযোগিতার প্রতি নতুন শক্তি, সম্পদ এবং প্রতিশ্রুতি সঞ্চার করতে সহায়ক হবে আজকের আলোচনা।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এদিন বলেছেন, আমাদের বার্তা স্পষ্ট হওয়া উচিত, আমরা সকলেই নতুন শক্তি, নতুন সংস্থান এবং বঙ্গোপসাগরের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার জন্য একটি নতুন প্রতিশ্রুতি সঞ্চার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, বিমসটেক চার্টার এই বছরের ২০ মে থেকে কার্যকর হয়েছে। বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক উন্নয়নগুলিও এটা অপরিহার্য করে তোলে যে আমরা নিজেদের মধ্যে আরও সমাধান খুঁজে বের করি।

পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম এক ডলার লাফিয়ে ৮৬ ডলারে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্রান্ড ক্রুড ০.৬৭ ডলার বা ০.৭৮৯ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৮৫.৭৫ ডলারে এ এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইঃ টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত ০.৬২ ডলার বা ০.৭৬ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৮২.৭২ ডলারে রয়েছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা,

অসমের কলেজগুলিতে চাকরি পেতে লাগবে না পিআরসিঃউচ্চশিক্ষা অধিকর্তার এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই ঃ অসমের কলেজগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে লাগবে না ' বাসিন্দার প্রমাণপত্র' (পিআরসি), উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।রাজ্যের প্রায় ৩০ লক্ষ বেকার যখন একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন, তখন অসমের উচ্চশিক্ষিত বেকারদের ভবিষ্যত অন্ধকারে ঠেলে সরকারি চাকরিতে বহিঃরাজ্যের প্রার্থীদের লাল কার্পেট পেতে আহ্বান করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত গত ৪ জুন রাজ্যের কলেজগুলোতে শিক্ষক (অধ্যাপক), লাইব্রেরিয়ান, সহায়ক তথা চতুর্থ শ্রেণি ইত্যাদি পদে চাকরির জন্য আবেদনকারীর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র লাগবে না বলে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সুমিত্রা দেব।রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা অধিকরণের জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর তীব্র প্রক্রিয়ারার সৃষ্টি হয়। বলা হচ্ছে, এই বিজ্ঞপ্তি অসমের সরকারি চাকরিতে স্থানীয় প্রার্থীদের প্রতি হুমকিস্বরূপ। এতে বহিঃরাজ্যের প্রার্থীদের অসমের কলেজগুলোত চাকরি পেতে কোনও বাধা থাকত না। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এই বিজ্ঞপ্তির বলে অসমের কলেজগুলোতে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপকের পাশাপাশি পিয়ন, চৌকিদারের পদে বহিঃরাজ্যের প্রার্থীদের চাকরি পেতে কোনও বাধার সৃষ্টি হত না।উচ্চশিক্ষা অধিকরণের এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারির পর রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এই খবর ব্যাপক সম্প্রচার হয়। এর পর এই নির্দেশনার বিরুদ্ধে মুখ খুলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বুধবার তিনি তাঁরা অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে উচ্চশিক্ষা অধিকরণের জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তিকে বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অনুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি নিজে একজন অসমীয়া, তাই অসমবাসীর ক্ষতি হোক তা তিনি কোনও অবস্থাতেই মেনে নেবেন না।এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুও পিআরসি সম্পর্কিত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি সরকার প্রত্যাহার করেছে বলে তাঁর এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে, যে কোনও রাজ্যের বাসিন্দা যে কোনও রাজ্যে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে স্থানীয় প্রার্থীর স্বার্থ রক্ষা করতে পিআরসি বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি নিয়োগ পরীক্ষায় স্থানীয় ভাষার প্রশ্নপত্র বাধ্যতামূলক করে। কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিআরসি প্রত্যাহার করার আগে রাজ্য সরকার নিয়োগ পরীক্ষায় বাতিল করেছিল বাধ্যতামূলক অসমীয়া বিষয়ের প্রশ্নপত্র। যার ফলে অসমর অধিকাংশ সরকারি চাকরিতে বহিঃরাজ্যের প্রাথীর নিযুক্তি লাভ করা সহজতর হয়ে পড়েছিল। এবার বাধ্যতামূলক পিআরসি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তে স্থানীয় প্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন, তা নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। শেষমেষ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অসমের স্থানীয় প্রার্থীরা লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি

নয়াদিল্লি,১১জুলাইঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি

রাঁচিতে বসছে সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠক, চলবে ১২-১৪ জুলাই

রাঁচি, ১১ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে এবার আয়োজিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রান্ত প্রচারক বৈঠক। ১২-১৪ জুলাই চলবে এই বৈঠক। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে, রাঁচিতে আগামী ১২-১৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) বার্ষিক জাতীয় স্তরের প্রান্ত (প্রাদেশিক) প্রচারক সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সারাদেশের সকল প্রান্ত প্রচারক এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। সঙ্ঘের সংগঠন পরিকল্পনায় মোট ৪৬টি প্রদেশ গঠন করা হয়েছে।এই বৈঠকে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবিরের রিপোর্ট এবং পর্যালোচনা, আগামী বছরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, ২০২৪-২৫ সালের জন্য পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজির ভ্রমণ পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়াও, আরএসএস-এর শতবর্ষ (২০২৫-২৬) নিয়ে. আলোচনা হবে। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণ গোপাল, শ্রী সি আর মুকুন্দ, শ্রী অরুণ কুমার, শ্রী রাম দত্ত, শ্রী অলোক কুমার, শ্রী অতুল লিমায়ে এবং কার্যনির্বাহী সদস্যরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

মাল্টি ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, আরও সুগম হবে কাজকর্ম

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাইঃ মাল্টি ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের উদ্বোধন করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। এই মাল্টি ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধনের ফলে আরও সুগম হবে কাজকর্ম। বৃহস্পতিবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের মেইন ক্যাম্পাসে সি-ইন গেটের কাছে উইকো ব্যাঙ্কের উল্টোদিকে মাল্টি ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, এটি একটি মাল্টি-ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার, যা সুপ্রিম কোর্টে বিচারব্যবস্থার মিশনের অংশ হিসাবে স্থাপিত হয়েছে। এই মাল্টি-ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের ধারণা সুপ্রিম কোর্টের এন্ট্রি পয়েন্টে সঠিক। সমস্ত মামলাকারী অথবা আইনজীবী আসছেন। আদালতের কাছে অবশ্যই একটি একক পয়েন্ট থাকতে হবে যেখানে তারা মামলা করতে পারে, মামলার তথ্য পেতে পারে... তাই আমি আশা করি এই সুবিধা পরিষেবার মান বাড়াবে যা সুপ্রিম কোর্ট দেশের সকল নাগরিককে প্রদান করে।

ভারত তথা বিশ্বজুড়ে পালিত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

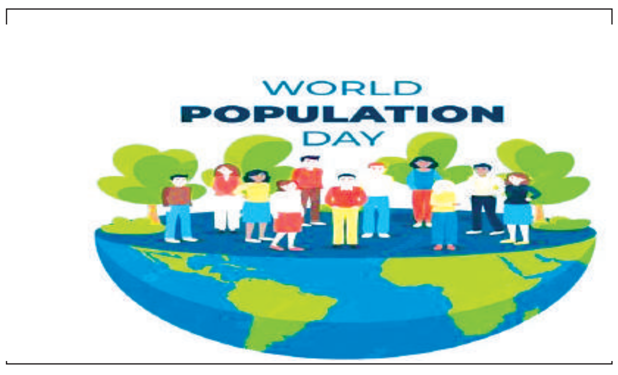

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ জুলাইয়ের ১১ তারিখ দিনটি ভারত তথা সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়। গোটা বিশ্ব জুড়ে জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতনতা প্রসারের বার্তা দিতে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় দিনটি। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এ বছরের মূল ভাবনা সবার জন্য উন্নত ভবিষ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রজনন অধিকার, পরিবার পরিকল্পনা ও দৃঢ় উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে ও জনসংখ্যার সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালন পর্ষদ ১৮৮৯ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন স্থির করার পর ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর ১১ জুলাই দিনটি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসাবে পালন করার কথা ঘোষণা করা হয়।

ভয়াবহ পাথর-ধস, অবরুদ্ধ উত্তরাখণ্ডের চামোলি-বদ্রীনাথ হাইওয়ে

চামোলি, ১১ জুলাই ঃ বিগত বেশ কিছু দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে, এই বৃষ্টির মধ্যেই ভয়াবহ পাথর-ধসের ঘটনা ঘটল এই পাহাড়ি রাজ্যে। বৃহস্পতিবার সকালে পাথর-ধসের ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে চামোলি-বদ্রীনাথ হাইওয়ে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে বিশালাকার পাথর। রাস্তার দুই ধারে আটকে পড়ে বিপুল সংখ্যক গাড়ি।জেসিবি মেশিনের সাহায্যে রাস্তা পরিস্কারের কাজ চলছে। ঝুঁকি নিয়েই বহু মানুষ রাস্তা পারাপার করেন। প্রসাশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাথর ধসের কারণে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে চামোলি-বদ্রীনাথ হাইওয়ে। রাস্তা সাফাইয়ের কাজ শেষ হলেই, পুনরায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হবে।

প্যারিস অলিম্পিকঃটিটি-র মূল দলে নেই বাংলার ঐহিকা, রয়েছেন পরিবর্তিত প্যাডলার হিসেবে

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃএই প্রথম অলিম্পিক গেমসে টেবিল টেনিসে দলগত বিভাগে ভারতের পুরুষ এবং মহিলা দল অংশ নিচ্ছে। পুরুষ বিভাগে ভারতীয়. দলকে নেতৃত্ব দেবেন তারকা প্যাডলার অচিন্ত্য শরথ কমল। আর মহিলা বিভাগে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন আরেক তারকা প্যাডলার মনিকা বাত্রা।আসন্ন গেমসের জন্য ছয় সদস্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে মোট তিনজন করে ছয় জন সদস্যকে বাছা হয়েছে। পাশাপাশি সিঙ্গেলস বিভাগেও ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।পুরুষদের দলে রয়েছেন-শরথ কমল, হারমিত দেশাই এবং মানব ঠাক্কার। আর মহিলা দলে রয়েছেন -মনিকা বাত্রা, সৃজা আকুলা এবং অর্চনা কামাত। দুই বিভাগেই রয়েছেন একজন করে পরিবর্ত প্যাডলার। পুরুষ বিভাগে রয়েছেন জি সাথিয়ান। আর মহিলা বিভাগে রয়েছেন বাংলার ঐহিকা মুখার্জি। কোন প্যাডলারের চোট লাগলে বা কোচ চাইলে মূল দলের পরিবর্তে খেলানো হতে পারে এই দুই পরিবর্তপ্যাডলারদের।পুরুষদের সিঙ্গেলস লড়াই করবেন শরথ কমল এবং হারমিত দেশাই। আর মহিলা সিঙ্গেলসে লড়াই করবেন মনিকা বাত্রা এবং সৃজা আকুলা।তবে দলে পরিবর্ত হিসাবে থাকা সাথিয়ান এবং বাংলার ঐহিকা মুখার্জি দলের সঙ্গে প্যারিস যাবেন, কিন্তু তারা দলের সঙ্গে অলিম্পিক গেমস ভিলেজে থাকতে পারবেন না।

হাথরাসে ডাবল ডেকার বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু দু'জনের, আহত কমপক্ষে ১৬

হাথরাস, ১১ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের হাথরাসে ডাবল ডেকার বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু'জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৬ জন। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাথরাস জেলার থানা সিকান্দ্রারাও-এর অধীনে টৌলি গ্রামের কাছে। সংঘর্ষের অভিঘাতে ডাবল ডেকার বাসটি ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে।হাথরাসের জেলাশাসক আশীষ কুমার বলেছেন, বৃহস্পতিবার সকালে টৌলি গ্রামের কাছে একটি ডাবল ডেকার বাস ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ১৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৬ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ১১ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৭ আষাঢ়, চান্দ্রঃ৫ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ৫ ইঙেন, আসামঃ২৬ আহার, মুসলিমঃ৪-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০২ঃ ১৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ২১ঃ ৪৮।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৯ঃ৩১ঃ ১৪(১১) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ০৫ঃ ৪৬(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা)নক্ষত্রঃপূর্বফাল্গুনী দুপুর ঘ ০০ঃ০৬ঃ২৯ দং ১৭৪০২০ পর্যন্ত পরে উত্তরফাল্গুনীকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৯ঃ০৪ঃ৪১ দং ৪০৫৫০ পর্যন্ত পরে তৈতিল যোগঃবরীয়ান-অমৃতযোগঃদিন ০৩ঃ৪১ঃ৫৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ৫৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ০৪ঃ৩৫ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৩ঃ২৮ থেকে - ০২ঃ১১ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৩৬ঃ৫৭ থেকে - ০৫ঃ০২ঃ২১ পর্যন্ত। মহেন্দ্রঃযোগঃদিন ০৫ঃ০২ঃ ২১ থেকে - ০৫ঃ৫৫ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৮ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ২৮ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ২৮ঃ৫২ থেকে - ১০ঃ২২ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৯ঃ১২ঃ৪১ থেকে - ০৯ঃ৫৫ঃ২৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৩ঃ০২ঃ০০ থেকে - ০৪ঃ৪১ঃ৫৭ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৪ঃ৪১ঃ৫৭ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ৫৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ৪২ঃ০৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ২২৫২৩৯ (৭) ২ পদচন্দ্রঃ ৫৩৫২৫৪ (১২) ৩ পদমঙ্গলঃ০২৬৫৩৩৩ (৩) ১ পদবুধঃ৩১৮৩৯১৫ (৯) ১ পদবৃহস্পতিঃ১১৬৫৮১ (৪) ৩ পদশুক্রঃ৩৬২৪৯ (৮) ১ পদশনিঃ ১০২২১৯৪৯ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৮৪৫৯ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮৪৫৯ (১৩) ৩ পদশনি বক্রি।লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ ২০ঃ৫৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ৩৭ঃ৪১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ৪৯ঃ০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১১ঃ৫৯ঃ১১ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০২ঃ১৩ঃ২১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ২৯ঃ০৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ৩৪ঃ ২৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ২১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৫৪ঃ৪১ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ ২৫ঃ৪৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০৬ঃ২০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৪ঃ৪৩ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

প্রবল বর্ষণে উত্তরবঙ্গ যখন নাজেহাল, তখন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি। আর এই ঘাটতি মিটছেই না, আগামী কিছু দিনের মধ্যেও না মেটারই সম্ভাবনা। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.১ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৮.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮শতকরা এবং ৭১শতকরা। জোয়ার- সকাল ৯টায় এবং রাত৯টায়। ভাটা-দুপুর ৩টায় এবং রাত ৩টায়। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৮ মিনিটে এবং অস্ত ৬টা ২৪ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ লোকশিল্পীদের সরকারি স্বীকৃতিলাভের ফলে তাঁদের কাজের বিস্তার বাড়বে। তীর্থভ্রমণের সুযোগ আসবে।

বৃষ রাশিঃসঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা নিজের প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পাবেন। শারীরিক অসুস্থতাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না।

মিথুন ঃএই সময় প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তন যোগ বিদ্যমান। ক্ষুদ্রচাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়র জন্য সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবেন।।

কর্কট রাশি ঃ দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে। সৎকর্মে অর্থ ব্যয় করে মানসিক শান্তি। রাগ ও আবেগ নিযন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

সিংহ রাশিঃসন্তানের কুকীর্তির জন্য প্রতিবেশীদের কাছে বদনাম হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অকারণে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

কন্যা রাশি ঃরাজনৈতিক ব্যক্তিরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয. থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সুফল পাবেন।

তুলারাশি ঃশিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বৃশ্চিক রাশি ঃ সন্তানের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিযে চলার চেষ্টা করুন

ধনু রাশি ঃ সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আপনার নাম, যশ ও সামাজিক ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে।

মকর রাশিঃ সন্তানের খেলাধুলায় কৃতিত্বের জন্য গর্বিত হওয়ার যোগ।

কুম্ভ রাশি ঃ শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতার জন্য ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।**মীন রাশিঃ**এই সময় কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা মনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন।

রামপুরহাটে হকার্স জোন পশুহাসপাতালের জায়গাই

রামপুরহাট, ১১ জুলাইঃ হকার্সদের পাশেই মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। নিয়ম মেনেই হকার্সদের জন্য একটি আলাদা অঞ্চল করে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ছয় জুলাই জেলা শাসককে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে জেলা পরিষদের পশুহাসপাতালকে অন্যত্র সরানোর জন্য। সেই জায়গাই একটি হকার্স জোন হলে তাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। দফায় দফায় রামপুরহাট পুরসভা এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়েছে। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগ জন পুরসভাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। তারা নিজেরাই দোকান ভেঙে দিয়েছে। সেই দোকানদারদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তাদের হকার্স জোনে স্টল দেওয়া হবে। দশ ই জুলাই চুড়ান্ত দিনে কিছু দোকান ভেঙে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়। বহুদিন ধরে পুরসভার মানুষের দাবি ছিল চলাচলের ফুটপাত হকার্স দখলমুক্ত করার। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে পুরসভায় তার কুপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

একশো কোটি ব্যয়ে রামপুরহাট পঁচিশ বছরের জলের সমাধান

রামপুরহাট, ১১ জুলাইঃ রামপুরহাট শহরে এতদিন যেটুকু জল সমস্যা ছিল, তা পুরোপুরি মিটতে চলেছে। সাতাত্তর কোটি পঁচাশি লক্ষ আঠারো হাজার অর্থ ব্যয়ে রামপুরহাট থেকে কিছুটা দূরে বৈধরা ড্যামের কাছে ছয় একর জায়গার উপর ভূগর্ভস্থ জলাধারের কাজ সম্পূর্ণ। এখানে নদীর বাঁধের জল কম হওয়াই, উপরিতলের জল পাওয়া যাবে না। তাই বৃষ্টির জল সঞ্চয় করার ব্যবস্থা থাকবে। রামপুরহাট শহর জুড়ে আঠাশ কিমি পাইপ লাইন হবে। এযাবৎ সতেরো হাজার দুশো বাড়িতে জল লাইনের টার্গেট করা হয়েছে। চাল ধোয়ানি পাড়ায় সাত লক্ষ এবং সাড়ে ছয় লক্ষ গ্যালন জলাধার করা হবে। প্রতি ঘরে একশো কুড়ি লিটার জল ধার্য করা হয়েছে। জল অপচয় রুখতে মিটার বসানো হবে। ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নয় জুলাই টেণ্ডার হয়ে গেয়েছে। সাত শো সত্তর দিনের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার টার্গেট ধরা হয়েছে। প্রজেক্টর কাজ সম্পূর্ণ হতে প্রায় একশো কোটিও হতে পারে। কুড়ি পঁচিশ বছর আর রামপুরহাটবাসীকে জলের জন্য ভাবতে হবে না। কাউকে জলের লাইনের টাকা বা জলকর লাগছে না।

ময়ুর যখন পথে

রামপুরহাট, ১১ জুলাইঃ বৃষ্টির আভাস পেলে, ময়ুর পেখম তুলে নাচে। বৃষ্টির আনাগোনা বীরভূমে না হলেও, বোলপুরে বল্লভপুর অভয়ারণ্য থেকে ময়ুর চলে আসে লোকালয়ে। বৃহস্পতিবার খোয়াই থেকে আসার পথে ঘনশ্যাম মির্ধা জানান, খোয়াই থেকে ফেরার পথে দেখি ময়ুর রাস্তায়, বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুরে আক্রমণ করতে পারে ভেবে বনদফতরকে খবর দিই। বনদফতরের বোলপুর রেঞ্জের আধিকারিক জে বর্মন বলেন, অভয়ারণ্যে তিনটি ময়ুর আছে। ওরা মাঝে মধ্যে লোকালয়ে বেরিয়ে যায়। আমরা লোকজন পাঠিয়ে তাদের ধরে নিয়ে আসি।

বাইকে ধাক্কা মারায় তিন যুবককে মারধর, এক যুবককে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে

বাঁকড়া, ১১ জুলাইঃ বাইকে ধাক্কা মারা নিয়ে এবার মারধর তিন যুবককে। ডোমজুড়ের বাঁকড়া বটতলা এলাকায় বুধবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বাইক চালক। এরপর বাইক দাঁড় করিয়ে ক্ষমা চাইতে গিয়ে উল্টে আক্রান্ত হন বাইক আরোহী তিন যুবক। বাইকের চাবি খুলে নিয়ে তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত এক বাইক আরোহীকে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় বাঁকড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে। অভিযোগ, বাঁকড়া বটতলা এলাকায় দুষ্কৃতীরা প্রতিদিনই রাতে রাস্তা আটকে দাদাগিরি করে।

রাতের অন্ধকারে ছিনতাই থেকে তোলাবাজি চালায় ওই দুষ্কৃতী দল। রাতে বাইক আরোহীদের মারধরের ঘটনায় তারাই যুক্ত বলে জানা গেছে। ঘটনার পর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ডোমজুড়ের বাঁকড়া ফাঁড়িতে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মহম্মদ পারভিন বলেন, বাঁকড়া বাজারের দিক থেকে বাইকে করে আসছিলাম। তখন একজনের হাতে লাগে। আমরা তার কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তা না শুনে অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং মারধর করে। এই অবস্থায় কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচি। আমাদের ৩টে ছেলেকে মেরেছে। মারের ঘটনায় একজন গুরুতর জখম হয়। ওদের প্রায় ১০ জন ছিল। আমাদের ৩ জন ছিল।

সিলিন্ডার লিক হয়ে আগুন কুলগাছিয়া বাজারে

উলুবেড়িয়া, ১১ জুলাই ঃ এল পি জি গ্যাসের সিলিন্ডার লিক হয়ে আগুন কুলগাছিয়া বাজারে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার সময় কুলগাছিয়া বাজারে একটি মাংসের দোকানে জল গরম করার সময় গ্যাসের সিলিন্ডার লিক হয়ে আগুন ধরে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি দোকানদার ও স্থানীয় লোকজন এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং উলুবেড়িয়া থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে, উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চন্ডিপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সহদেব রুইদাস, উপপ্রধান রেজাউল হক, বাজার কমিটির সম্পাদক বাপী সামন্ত সহ অন্যান্যরা ।

প্লাসটিক মুক্ত সুন্দরবন তৈরি হবার লক্ষে এগোলো জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ জুলাই ঃ এবার প্লাস্টিক মুক্ত জেলা হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেই লক্ষ্যে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। জেলার প্রত্যেকটি ব্লকেই খোলা হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। ফলতার হরিণডাঙা-১, বজবজের ডোঙারিয়া রায়পুর, সাগরের রামকরচর, ধসপাড়া সুমতিনগর-১, মগরাহাট-২ এর যুগদিয়া ও মথুরাপুর-২ এর দিঘিরপাড় বকুলতলায় এই কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এছাড়াও জেলার অন্যান্য ব্লকগুলিতেও তৈরি হয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্র। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৈরি হবে এই কেন্দ্র। সেখানে প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুগুলিকে আনা হবে গাড়িতে করে।

এরপর সেগুলিকে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে অসংখ্য নদী ও নালা রয়েছে। সেগুলিতে প্লাস্টিক পড়ে অসুবিধা হচ্ছে। জলজ জীবের ক্ষতি তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে বর্ষার সময় এগুলি নিকাশীপথে বাধার সৃষ্টি করে বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে এই জেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত জেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে পাথরপ্রতিমায় এই নিয়ে সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন স্বয়ং জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। সেখানে শ্রী নারায়ণপুর পূর্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন তিনি। জেলাজুড়ে এই কাজ চলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে আমজনতার মধ্যে। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের সুফল মিলবে বলে আশাবাদী সকলেই। সুন্দরবনের মানুষ চায় প্লাসটিক মুক্ত হোক সুন্দরবন।

নাবালক ছেলের সাক্ষীতে স্ত্রী-খুনের অভিযোগে বাবাকে যাবজ্জীবন আদালতের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ জুলাই ঃ নাবালক ছেলের সাক্ষীতে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন বাবা। বৃহস্পতিবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল আদালত। ধনিয়াখালি থানার জামাইবাটি কাপগাছি গ্রামের বাসিন্দা শেখ নজিবুলের সঙ্গে ২০০৬ সালে বিয়ে হয় ধনিয়াখালির চক-সুলতান গ্রামের সাবিনা বেগমের। বিয়ের কয়েক বছর পরে স্থানীয় এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পরেন নজিবুল। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি চলছিল। ২০১৫ সালের ২৫ আগস্ট অশান্তি চরমে ওঠে। ওই রাতে বালিশ চাপা দিয়ে স্ত্রীকে শ্বাস রোধ করে খুন করে নজিবুল।সন্তানদের সামনেই এই ঘটনা ঘটে। সাবিনার বাবা মতিয়ার রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে

অভিযুক্ত নজিবুলকে গ্রেফতার করে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। তদন্তের পর ২০১৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর চার্জশিট পেশ করে তদন্তকারী আধিকারিক। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৪৯৮এ, ৩০২, ২০১ ধারায় মামলা হয়। ১২ এপ্রিল ২০২২ সালে বিচারকের কাছে বাবার বিরুদ্ধে গোপন জবানবন্দি দেয় ছেলে। মোট ১২ জনের সাক্ষ গ্রহণ করা হয়। চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছে চুঁচুড়া আদালত।

মৃত সাবিনা বেগমের ১৩ বছরের ছেলে সাহিলের সাক্ষী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার যখন ছয় বছর বয়স, তখন সে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিল বিচারকের সামনে। আর তেরো বছর বয়সে সাক্ষ্য দেয়। বুধবার হুগলি জেলা আদালতের তৃতীয় অ্যাডিশনাল সেশন জাজ কৌস্তব মুখোপাধ্যায় শেখ নজিবুলকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ৪৯৮এ ধারা মামলায় ৩ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও ৩০২,২০১ ধারা মামলায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড সঙ্গে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অভিযুক্তকে।

তৃণমূল কর্মীদের মারধর ক্যানিং ডেভিসাবাদ গ্রামে

ক্যানিং,১১ জুলাই ঃ মোবাইল ফোনে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ক্যানিংয়ের ডেভিসাবাদ গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন মনিরুল পুরকাইত, মুজিবর রহমান সর্দার ও নাসরিন সর্দার নামে তিনজন। আহতরা সকলেই তৃণমূল কর্মী। অন্যদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত সাদ্দাম হোসেন লস্কর, রাজিবুল লস্কর ও তাঁদের অনুগামীরা সকলেই আইএসএফ কর্মী বলে দাবি আক্রান্তদের। মারধরের পাশাপাশি ৬০ হাজার টাকা কেঁড়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আলিনূর লস্কর নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। আক্রান্তদের দাবি এলাকায় তৃণমূল দল করার কারনেই তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে আইএসএফ। মুজিবর বলেন, '' আমরা এলাকায় তৃণমূল দল করি। সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের উপর রাগ ছিল ওঁদের। এদিন মোবাইলে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে মনমালিন্য হতেই লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে আমাদের।

আমাদের টাকাও ছিনিয়ে নেয়। যদিও এই ঘটনায় আইএসএফ কর্মীরা জড়িত নয় বলেই দাবি আইএসএফ নেতৃত্বের। ক্যানিং ১ ব্লকের আইএসএফের সভাপতি মোর্তাজা খান বলেন, '' মিথ্যা মিথ্যা নাম জড়ানো হচ্ছে আইএসএফের। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে।

গড়চিরোলিতে আত্মসমর্পণ দুই মহিলা মাওবাদীর

গড়চিরোলি, ১১ জুলাই ঃ মাওবাদী দমন অভিযানে সাফল্য। দুই সক্রিয় মহিলা মাওবাদী বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করেন পুলিশের কাছে। জানা গিয়েছে, প্রমীলা সুখরাম বোগা এবং অখিলা শঙ্কর পুডো নামে দুই কট্টর মহিলা মাওবাদী বৃহস্পতিবার গড়চিরোলি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। দু'জনেরই মাথার দাম ৮ লক্ষ টাকা ছিল। উল্লেখ্য, গত মাসেই গড়চিরোলিতে আত্মসমর্পণ করেন আরেক মাওবাদী কমান্ডার ও তাঁর স্ত্রী। জানা গিয়েছে, সেই মাওবাদী কমান্ডারের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। তাঁর স্ত্রীর মাথার দাম ছিল ১৬ লক্ষ টাকা।

আজ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের আলিপুরদুয়ার শাখায় ত্রিমূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন উত্তরপ্রদেশের বেনারসের বিখ্যাত পন্ডিত পুরোহিত স্বামী প্রবীণ ত্রিপাঠী মহারাজ সাথে আছেন সংঘ সম্পাদক ও ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, ব্রহ্মচারী অজয় ভাই ও মন্দিরের সেবাইত ও ভক্তবৃন্দরা।

ঘর থেকে উদ্ধার মা-ছেলের মৃতদেহ

জগদলপুর, ১১ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে ছত্তিশগড়ের জগদলপুর থেকে উদ্ধার হল দুটি মৃতদেহ। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন আরেক ব্যক্তি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার সকালে জগদলপুরের অনুপমা চক এলাকার একটি বাড়ির দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। ধাক্কাধাক্কি করেও কারওর আওয়াজ না পেয়ে শেষে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে ওই বন্ধ বাড়িতে পৌঁছায়। ঘরে ঢুকে পুলিশকর্মীরা দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করেন। অপর এক ব্যক্তিকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে. তিনজনই একই পরিবারের। সম্পর্কে তাঁরা মা ও ছেলে। এক ছেলে মৃত এবং অপর ছেলে গুরুতর আহত। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ও আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার দায়ে সাধুবাবার পাঁচ বছরের জেল ও জরিমানা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ জুলাই ঃ এক নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে আশ্রম নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগে এক সাধু বাবাকে ৫ বছরের জেল, ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাসের জেলের নির্দেশ দিল বোলপুর মহকুমা আদালত। ২০১৮ সালে লাভপুর থানার শিতল গ্রামে ১১ বছরের এক নাবালিকা জেরক্স করতে যাওয়ার সময় এক সাধু বাবা ওরফে মধুসূদন যস তাকে প্রলোভন দেখিয়ে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তাকে বিবস্ত্র করে ধর্ষন করার চেষ্টা করে। সে সময় ওই নাবালিকা কোন ক্রমে ছিটকে পালিয়ে আসে সেখান থেকে। এসে পরিবারকে পুরো ঘটনাটি জানায়। এর পর পরিবার লাভপুর থানায় সাধু বাবার নামে লিখিত অভিযোগ করে ধর্ষন করার চেষ্টা করার জন্য। তার পরিপেক্ষিতে পক্সো মামলা শুরু হয় সাধুবাবার বিরুদ্ধ। এই ঘটনায় ১৭ জন সাক্ষ্যদান করেন আদালতে।

এদিন বোলপুর মহকুমা আদালতের বিচারক উমেশ সিংহ সাধু বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫ বছরে জেল, ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো এক বছরের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় বলে জানান সরকারি আইনজীবী তপন কুমার দাস।

ডানকুনিতে ট্রেনের ধাক্কায় রক্ত মাখা মায়ের শরীরের ছিন্ন ভিন্ন অংশগুলো কুড়োল ছেলে

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি হুগলি ১১ জুলাইঃ বাজার করতে গিয়ে কাটা পড়েন মা। রেললাইন পার হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনের ধাক্কায় শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পড়শিদের কাছ থেকেই খবর পেয়েছিলেন ছেলে। দৌড়ে চলে যান রেললাইনের ধারে। রক্ত মাখা মায়ের শরীরের ছিন্ন ভিন্ন অংশগুলো কুড়োতে থাকে। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান সকলেই।মায়ের দেহাংশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ছেলে। শিউরে ওঠেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর দেওয়া হয় থানায়। ঘটনাটি ঘটেছে ডানকুনির ১০ নম্বর রেল গেট সংলগ্ন এলাকায়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ডলি ঘোষ বৃহস্পতিবার সকালে বাজার করতে যান। ডানকুনির ১০ নং রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইন পারাপার করার সময় ট্রেনে কাটা পরেন। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে রেল পুলিশ। অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মহিলা রেল লাইনে কাটা পড়ার পরই ঘটনাস্থলে যান তাঁর ছেলে সুখেন ঘোষ। মায়ের দেহাংশ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন রেল পুলিশ ও ডানকুনি থানার পুলিশে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও দাবি ছেলে সুখেন ঘোষ মানসিক ভারসাম্যহীন। ডানকুনি থানার পুলিশ জানিয়েছে সুখেন ঘোষ মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁর কথাবার্তায় সেটা বোঝা যাচ্ছে। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ''ওর মা লাইন পার হতে গিয়ে, কাটা পড়েন। ছেলে কোনওভাবে খবর পেয়ে চলে আসে। ও মাথাটা কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সবাই দেখতে পেয়ে আটকে দিয়ে জিআরপিকে খবর দেন।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করলো এস ইউ সি আই কর্মীরা রায়দীঘিতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ জুলাই ঃ সুন্দরবনের রায়দীঘির আটেশ্বরতলা থেকে কোম্পানির ঠেক পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন এসইউসিআই এর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি বিধানসভার অন্তর্গত আটেশ্বরতলা থেকে কোম্পানির ঠেক হয়ে মুখার্জির চক পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা টি দীর্ঘদিন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। বৃহস্পতিবার এসইউসিআই দলের রাধাকান্তপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই এর লোকাল কমিটির সম্পাদক জনার্দন হালদার , মহাদেব হালদার, জেলা

সম্পাদক মন্ডলী সদস্য গুণসিন্ধু হালদার, রেনুপদ হালদার, বিশ্বনাথ সরদার, গোপাল হালদার সহ আরো অনেকে। পরে রায়দিঘি থানার হস্তক্ষেপে এই অবরোধ ওঠে। এ দিনের এই আন্দোলনে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র যুব মহিলা সহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রসূতি মা সহ অন্যান্য রোগীদের এম্বুলেন্সে রায়দিঘি গ্রামীন হাসপাতালে যেতে হয়। কোম্পানিঠেকে আছে সবজি বাজার, কোম্পানীর ঠেকে আছে বিডিও,থানা, বিএলআর ও, ব্যাংক সহ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি অফিস। এই রাস্তা দিয়ে রায়দিঘি কলেজ সহ প্রায় ১০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতায়াত করেন। এদিন এস ইউ সি আই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, আমরা এই বিষয়টি বহুবার প্রশাসনকে জানানোর পরে ও কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় এদিন এই অবরোধ কর্মসূচি পালন করি আমরা। এদিনের এই কর্মসূচিতে বহু সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অন্তঃস্বত্বা বধূকে খুন করার অভিযোগে চাঞ্চল্য

আটক দুই, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠালো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ জুলাই ঃ অন্তঃসত্বা এক গৃহবধুকে খুন করে বাড়িতে রেখে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বারুইপুর থানা

বারুইপুর

এলাকার শঙ্করপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজগরা এলাকায়। বুধবার রাতেই দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বাকিরা পলাতক তাদের সন্ধানে ও তল্লাশি চালাচছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার বহড়ু উওর পাড়া নিজ এলাকার বাসিন্দা রুকসানা বিবির সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় বারুইপুরের সাহিলের। মাস আটেক আগে রুকসানার অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়। আর তারপরেই রুকসানা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সাহিলকে বিয়ে করে।রুকসানা অন্তস্বত্বা ছিল বলেও দাবি পরিবারের। আর ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে দেহ নিয়ে যেতে বাধা ও বিক্ষোভ দেখায়। পরে বেশী সংখ্যক পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। কি করে এই ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুত্রে খবর। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দোষীদের শাস্তি চায় এলাকার মানুষ। বারুইপুর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাঁকড়ায় লরির ধাক্কায় মহিলা, শিশু সহ আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকড়া, ১১ জুলাই ঃ সাতসকালেই পথ দুর্ঘটনা, ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় লরির ধাক্কায় মহিলা, শিশু সহ আহত বেশ কয়েকজন বাসের যাত্রী। আটক চালক সহ লরি। বাঁকড়ায় লরির ধাক্কায় মহিলা, শিশু সহ আহত হলেন বেশ কয়েকজন বাসের যাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে বাঁকড়া দোতলা মোড়ের কাছে। যাত্রীবাহী ওই বাসের পিছনে ধাক্কা মারে একটি লরি। আহত হন মহিলা, শিশু সহ ৬-৭ জন। জানা গেছে, ঝিকিরা থেকে হাওড়া আসার পথে এদিন সকাল ৬টা নাগাদ বাঁকড়ার দোতলা মোড়ের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবোঝাই বাসের পিছনে দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি ধাক্কা মারে। বাসের মধ্যেই ছিটকে পড়েন যাত্রীরা। পুলিশ জানিয়েছে, চালক সহ লরিটি আটক করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় ওই রোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখম বাসযাত্রী পিউ অধিকারী বলেন, বাসটা দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার নামাচ্ছিল। তখনই লরিটা পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসটি অঙ্কুরহাটি থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। পিছনের কাচ ভেঙে আমার গায়ের উপরে পড়ে। আমার মাথা ফেটে যায়। ৫-৬ জনের মতো আহত হন। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী প্রশান্ত অধিকারী বলেন, বাসটা হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। একটা লরি বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রায় ৫-৬ জন জখম হন।

মহরম নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া ঃ মহরম নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের মিটিং হলে। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, উলুবেড়িয়ার এস ডি পি ও নিরুপম ঘোষ,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, উলুবেড়িয়া পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান, কাউন্সিলর হাসিবুর রহমান সহ একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান ও বিভিন্ন মহরম কমিটির কর্মকর্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অপরদিকে উলুবেড়িয়া ২নং ব্লকে মহরম নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজীদ, রাজাপুর থানার ওসি সহ অন্যান্য।

রক্তার্ঘ্য শিবিরে মহিলা দের উৎসাহিত করতে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নববারাকপুর, ১১ জুলাই ঃ সংবিধানের ৭৫ তম বছরে সংবিধান প্রণেতা দের শ্রদ্ধা নিবেদনে বৃহস্পতিবার বিকেলে নববারাকপুর পুরসভার ১৬,১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ব্যবস্থাপনায় পূর্ব কোদালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে কেবল মাত্র মহিলা দের রক্তার্ঘ্য নামাঙ্কিত শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নিখিল মালো, মিহির দে, পূজা গুপ্ত, সুমন দে, মনোজ সরকার, নির্মিকা বাগচী, ১৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল মহিলা নেত্রী মৃদুলা সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন। মন্ত্রী বলেন ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নববারাকপুর এবং উত্তর দমদম পুরসভার মোট ৫৪ টি ওয়ার্ডে চলছে এই রক্তার্ঘ্য নামাঙ্কিত শিবির। তিনটি করে ওয়ার্ডে নিয়ে একটি করে শিবির হচ্ছে। বিগত চার বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মোবাইল ভ্যানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিবিরগুলি হচ্ছে। মহৎ মানবিক উদ্যোগ। ওয়ার্ডের মহিলারা সম্মিলিত ভাবে রক্তদান শিবিরে সামিল হয়েছেন। এর থেকে ভালো কাজ আর কিছু হতে পারে না।

সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে রক্তদান এখন একটা নিশ্বব্দ বিপ্লব পরিনত হয়েছে। রক্তদাতাদের কুর্নিশ অভিনন্দন জানাই। এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয়েছে শিবিরে।

সংশোধনী

প্রশাসনিক কারণে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **এলএমজি/ইএনজিজি/৯০ অফ ২০২৪, তারিখ: ১৩-০৬-২০২৪** -এ করা হয়েছে।
উপরের টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় এখন ১১-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টার পরিবর্তে **১৮-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা হিসাবে** পড়তে হবে।
উপরের টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় এখন ১২-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টার পরিবর্তে **১৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা হিসাবে** পড়তে হবে।
অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র

নিলাম ক্যাটালগ নং. পিএমবিজেকে-এনজেপি; ০৩ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে "পিএমবিজেকে-প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্র" পরিচালনার জন্য ২৪-০৬-২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ই-নিলাম ক্যাটালগ নং- **পিএমবিজেকে-এনজেপি** দ্বারা নির্ধারিত ই-নিলাম ০৮-০৭-২০২৪ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। এখন নতুন ই-নিলাম ০৮-০৭-২০২৪ তারিখে ক্যাটালগ নং- **পিএমবিজেকে-এনজেপি** -এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিড শুরুর সময় হল ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে সকাল ২৩:০০ টায়। এই বিষয়ে, **www.ireps.gov.in**-এ ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে। **নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘন্টায়। বিক্রয় নং.:** এএ/১; **লট নং./শ্রেণী:** পিএমবিজেকে-কেআইআর-এনজেপি-পিএমবিজেকে-২-২৪-৪ (পিএমবিজেকে-প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্র); **বর্ণনা:** কাটিহার ডিভিশনের অধীনে তিন (০৩) বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে উপযুক্ত স্থানে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্রের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন: ১০৯৫; লটের শেষ তারিখ ও সময়:** ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে **১১:৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৭ আষাঢ়, ১৪৩১

কলকাতার গাড়ির ইতিহাস

একশ' একুশ বছর আগের কলকাতা। চৌরঙ্গি অঞ্চলে তখন অনেক ফাঁকা। রাস্তাঘাটও নতুন। ১৯০৩ সালে একদিন লোকজন অবাক হয়ে দেখল একটা অদ্ভুত জিনিস বেশ জোরে ছুটে চলেছে ধর্মতলার দিকে। একটা গাড়ি। কিন্তু তাতে চারটে চাকা লাগানো। সম্পূর্ণ ঢাকা। ভেতরে সামনের আসনে বসে এক সাহেব একটা চাকার মত কী যেন ঘোরাচ্ছে। ঘরঘর আওয়াজ করতে করতে গাড়িটা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে পোঁ পোঁ করে হর্ণ বাজছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত বললেন, 'এর নাম মটর গাড়ি। এটা হাওয়ায় চলে। বিলেত থেকে এয়েছে।
১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের ডেইমলার মোটর কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতায় এসে ম্যাজিক লণ্ঠনে রঙীন ছবি দেখিয়ে মোটরের নানারকম সুবিধের কথা বুঝিয়ে দিলেন। এর পরের বছরে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে কলকাতার পথে প্রথম মোটর দেখা গেল প্রাথমিক অবস্থায়। প্রথম দিকে মোটরের ইঞ্জিন, টায়ার সবকিছুই আসত বিলেত থেকে। এখানে বিখ্যাত গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট আর ডাইকস্ সেই সব জিনিস দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির নকসায় মোটরের বডি তৈরি করত। ১৯২৫ সালে সারাভারতে মোটর ছিল তিরিশ হাজার। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্যাক্তিগত গাড়ি। ১৯০৫ সালে ৮ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট এক সিলিন্ডারের একটা রোভার গাড়ির দাম ছিল ছত্রিশ'শ টাকা। ১৯০৭ সালে কলকাতায় ভারতের প্রথম মোটর প্রদর্শনী লেডি মিন্টো মোটর একজিবিশন হয়। ১৯০৫ সালের একটা বিজ্ঞাপনে কলকাতায় মোটরকে জনপ্রিয় করবার জন্যে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল গতিসম্পন্ন সাত ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট ওল্ডস মোবাইল আর উলসলি গাড়ি হায়ার পারচেজ পদ্ধতিতে বিক্রির কথা জানা যায়। ১৯০৯ সালে ভারতে মোটরগাড়ি আর মোটর সাইকেল আমদানি হয়েছিল তিনলক্ষ দশহাজার পাউণ্ডের। কলকাতায় বাস চালানোর কাজে উদ্যোগ নেয় দু'টি কোম্পানি;অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মোটর ক্যাব কোম্পানি আর মেসার্স ব্র্যানডেলস্ কোম্পানি। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। এই অ্যাসোসিয়েশন ১৯০৮ সালে কলকাতায় বাস চালাননি, চালিয়েছিলেন ট্যাক্সি। খুব মজার কথা--তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ছিল কলকাতার একমাত্র ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। কলকাতায় নিয়মিত বাস চলতে শুরু করে ১৯২৯ সালে। প্রথম বাস চলেছিল আপার সার্কুলার রোড দিয়ে। কোন বিদেশী কোম্পানি কিন্তু বাস চালায়নি। বাস চালিয়েছিলেন একজন মুসলমান ব্যবসায়ী আবদুল সোবহান। শ্যামবাজার-কলেজ স্ট্রীট বাজার, ডালহৌসি রুটে প্রথম বাস চালায় ওয়াল ফোর্ড কোম্পানি। আধুনিক কলকাতা তৈরি হওয়ার পিছনে বহু ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। কলকাতা শহরকে ঘিরে এতো ইতিহাস রয়েছে যা ভারতের অন্য কোনও শহরে দেখতে পাওয়া যায় না। আগেকার দিনে কলকাতায় ধনীরা বড়দিন পালন করতে আসতো সাহেবদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। তখন কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় ভরে যেত মোটর গাড়িতে। গ্রেট ইস্টার্নের সমানে গাড়ির সারি।

অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জি

শুধুমাত্র অভিনয় করবেন বলে তিনি 'এম বি বি এস' পাশ করে চিকিৎসক হয়েও, ডাক্তারির মত সম্ভ্রান্ত পেশা অবলীলায় ছেড়ে অভিনয় জগতের অজানা ভবিষ্যতের দিকে ঝুঁকেছিলেন অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে অনেকের অভিমত ছোট যেসব চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন সেখান থেকে কেউ চোখ সরাতে পারতেন না,আবার মুখ্য যে চরিত্রগুলোয় অভিনয় করেছেন সেখানে তিনি অনেকের থেকে বোধহয় ভাল করতে পেরেছেন! বাঙালির দুই প্রিয় নায়ক উত্তমকুমার-সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর অভিনয় দক্ষতা আলাদা ভাবে সবসময় সিনেমাপ্রেমী দর্শক ,সমালোচকদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিলেন, মননে ছিল সাহিত্যপ্রীতি। ঠাকুরদা ডাক্তার,পিতৃদেবের ইচ্ছা ছেলে যেন ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করে। বাবার ইচ্ছাপূরণ করেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম আলো দেখা শহর কলকাতায়, ১৯৬০ সালে এম বি বিএস পাশ করে প্রথমে সিভিল ডিফেন্সে তারপর কলকাতা পুরসভার হাসপাতালের চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ। শিশির ভাদুড়ীর 'মাইকেল মধুসূদন' নাটক দেখে অভিনয়কে পেশা করার ইচ্ছা প্রবল ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল হৃদয়ে। অবশ্য ডাক্তারি পড়ার সময়ে যোগ দিয়েছিলেন আইপিটিএ-তে। সেই মঞ্চেই মৃণাল সেনের মত প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালকের নজরে পড়লেন। 'আকাশকুসুম' ছবির জন্য মৃণাল সেন তাঁর কথা ভেবেছেন শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, মৃণাল সেনের ছবিতে অভিনয় জগতে হাতেখড়ি হওয়ার পরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। ওই ছবিতে প্রথমবারের জন্য অভিনয় করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেনের সঙ্গেই নজর কেড়েছিলেন শুভেন্দু। তাঁর অভিনয় ভালো লেগেছিল ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের। সুযোগ পেলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে। যিনি মৃণাল সেন,সত্যজিৎ রায়ের মত বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি চিত্র পরিচালকদের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান,তাঁর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কথা ছিল না,কেউ কথা তোলেনি। সিনেমাপ্রেমী বাঙালি দর্শকের এক টানে পছন্দের নায়ক হিসেবে উত্তম-সৌমিত্রর সঙ্গে শুভেন্দুর নাম উচ্চারিত হওয়া শুরু বোধহয় এইভাবেই! 'অরণ্যের দিনরাত্রি' কি 'গণশত্রু' অভিনয়ের লম্বা সরণিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের বিচরণ ছিল সহজাত,স্বতঃস্ফূর্ত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

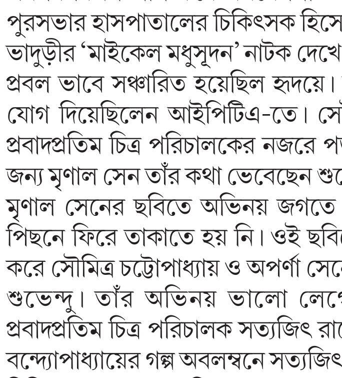

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নারী। সেই কারণে নারীকে জগত জননী বলা হয়ে থাকে। জননী যে শক্তি অর্জন করতে পারে সেই শক্তি এই বিশ্বে আর কেউই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। সমস্ত নারীদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সৃষ্টি করার শক্তি যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কিন্তু নারী শক্তির ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে। ঈশ্বর সন্তানদের দুসময়ের সাথী। তিনি আবার সন্তানদের সুসময়ের সাথী। তিনি যেমন সন্তানকে পতিপালন করার জন্য সব কিছু সহ্য করে নিজের কর্তব্য করে যান। কোনও ভাবে কাউকে ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে কাজ করে চলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, গিরিশ ঘোষ তো মা সারদা ওপরে ভরসা করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ধরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার ওপরে নির্ভর করেছিলেন। তিনি নাট্য জগতে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার আশির্বাদ পেয়ে। শারীরিক শক্তি এবং মানসিক শক্তির জোগান দিয়ে থাকে মা। স্টা করেন। ঠাকুরের নিজের কোনও সন্তান না থাকলেও তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে নিজের সন্তান রূপে পতিপালিত হতো। মা সরদা তাদের প্রতি যত্ন নিতেন। আসলে সবাইকে নিজের সন্তান রূপে গ্রহণ করতে কোনও বাধা ছিল না মা সরদার। তিনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা। তিনি সন্তান যেমন পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। যাঁরা মায়ের এবং ঠাকুরের সম্মানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। ওরে, নরেন যা তোর দরকার সব কিছু মায়ের কাছ থেকে চাইবি। আমার কোনও কিছু দেওয়ার শক্তি নেই রে। তোর মতো শক্তিশালীকে আমি আর কি দিতে পারি? তোর তো আমার থেকে শক্তি বেশি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাপাধ্যায়ের প্রবল ইচ্ছায় কলকাতায় ইংরেজি মহিলা স্কুল গঠিত হল

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতার বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। প্রথমে এই স্কুল শুরু হয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায়। তখন এই স্কুলের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। পরে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে একটি জমি দান করেন স্কুল ভবন নির্মাণ করার জন্য। এই স্কুল তৈরি করার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি বেথুন স্কুলের জন্য একটি মন্ত্র লিখিত আকারে দিয়েছিলেন যা আজও এই স্কুলের আদর্শ মন্ত্র হিসাবে খ্যাত -''কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াভিযত্নতঃ''। আমরা পর পর কয়েকজন স্বনাম ধন্য বক্তিদের নিয়ে আলোচনা করবো যাঁরা এই স্কুল নির্মাণ করতে সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে এসেছিলেন। তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাব্যে এই স্কুল নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করলেও তিনি এই স্কুল গড়ার অন্যতম সমর্থক হন। সমাজে তখন এই স্কুল নিয়ে বিরোধিতার চোরাস্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে সেই সময়ে বেথুন সাহেব বাংলার লাট সাহেব ''লর্ড লিটলার'' এর সাহায্য এবং সমর্থন পেয়েছিলেন। যদি এ ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসি আগেই বেথুনকে মানসিক উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। এ বারে আমরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ২ অক্টোবর ১৮১৪ সালে। তাঁর জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া। এক সময়ে এই ভাটপাড়ায় বহু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে বহু সংস্কৃত টোল ছিল। বহু পণ্ডিত মানুষেরা সেখানে বসবাস করতেন। ভাটপাড়ার শিক্ষার খ্যাতি তখন সারা বাংলা দেশ অতিক্রম করে বিহারের মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পিতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। ঘর জামাই থাকলেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলাফেরা করতেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন সেখানকার শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডিরোজিও তখন বিতর্কিত শিক্ষক। তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করলেন তার নামকরণ করা হল 'ইয়ং বেঙ্গল'। এই 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতেন ডিরোজিও। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি আবার হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি নির্ভর সংগ্রাম করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, জীবনে যা কিছু গ্রহণ করবে তাকে যুক্তির আতস কাচের মধ্যে ফেলে দিয়ে সত্য প্রত্যক্ষ করে তবেই তাকে গ্রহণ করবে। মিথ্যা বা মিথ বিষয়ক কোনও কাহিনীকে বা সমাজ ব্যবস্থা বা কুরীতিনীতিকে গ্রহণ করবে না। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। তিনি আবার এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁর বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং উদারপন্থী করে তোলার জন্য তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কুসংস্কার ধর্ম নীতি এবং সমাজ নীতি থেকে বের হয়ে মুক্ত মানুষ গড়ে তোলার ব্রতী হন। তাঁর পত্রিকা সেই সময়ে সমাজ কুসংস্কার থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই পত্রিকাটি পরে দ্বিভাষিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করার দমন নীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি কলকাতা পুরসভার প্রথম ভারতীয় সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করেন। তরে পরে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে কাজ করেছেন।

সমর্থন করতে শুরু করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তা নিয়ে রক্ষণশীল মহলে উত্তেজিত হতে শুরু করেছিল। কৃষ্ণমোহনের খ্রিস্টান হওয়াটা সমাজ মেনে নিতে পারেনি। তারা এর জন্য পুরো দোষটা ঘাড়ে চাপতে চেষ্টা করে ডিরোজির ওপরে। প্রচার করা হল যে ডিরোজিও হিন্দু স্কুলে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। এই শিক্ষকে আর বেশি দিন শিক্ষক হিসাবে স্কুলে রাখা চলবে না। রক্ষণশীলপন্থীরা ঠিক করলো যে ডিরোজিওকে হিন্দু স্কুল থেকে বিতারিত করতে হবে। ছাত্র অবস্থায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৩১ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকায় তিনি সমাজকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষার জ্ঞান গ্রহণ করা কথা ব্যক্ত করতেন। রক্ষণশীল মানুষকে জন সেবার কাজের জন্য ডেভিড হেয়ারের হাতে ষাট হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন। তা ডেভিড হেয়ার সাবেহ পরিশোধ করতে পারেননি। সেই কারণে দক্ষিণারঞ্জনকে কিছু জমি দিয়েছিলেন। সেই জমি দান করেন তিনি বেথুন সাহেবকে স্কুল তৈরি করার জন্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী থাকলেও হিন্দু ধর্মের প্রচলিত ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করতেন। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে তিনি বিধবা বিবাহ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ করতে কোনও বাধা নেই তা তিনি স্বয়ং অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সেই সময়ে তিনি এই করম কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যে করেই হোক দক্ষিণারঞ্জনকে এই ধর্মীয় রীতিনীতি বর্হির্ভূত বিবাহকে রদ করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কিন্তু বন্ধ করে দিতে পারেনি।। জানা গিয়েছিল যে বর্ধমানে মহারাজা তেজচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণারঞ্জন কিছু আইনী বিবাদ নিয়ে বর্ধমানে মহারাজার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তেজচন্দ্রের অষ্টম স্ত্রী যুবতী সদ্য বিধবা। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন। আইনী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মনের আদান প্রদান ঘটে যায় তেজচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী বসন্ত কুমারীর সঙ্গে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে আইনী মতে বিবাহ করেন। পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন এবং বসন্তী কুমারী। কিন্তু বসন্তী কুমারীর পিতা প্রাণচাঁদ কাপুর এই বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি লোক লস্কর দিয়ে বসন্তী কুমারীকে পাকড়াও করেন। পিতার হেফাজত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বসন্তী কুমারী। ১৮৫১ সালে পিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসন্তী কুমারী স্বামী দক্ষিণারঞ্জনকে সঙ্গে করে নিয়ে লখনইতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তখন উভয়ের প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জানতে পারা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা দক্ষিণারঞ্জনকে পরামর্শ দিয়েছিল বাংলায় না থেকে অন্য কোথা গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বসাবস করতে। তাহলে বসন্তী কুমারীর পিতা আর আক্রমণ করতে পারবে না। তাঁদের নাগাল পাবে না। স্ত্রীর পিতার নাগালের বাইরে থাকবেন তাঁরা। তবেই জীবন রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নাহলে কিন্তু সুযোগ বুঝে পিতার তাঁদের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে কসুর করবে না। মেয়ের পালিয়ে গিয়ে আবার দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসবাস করার ইচ্ছাকে একেবারে দমন করে দেওয়ার জন্য হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে পিছু হটে আসবে না এটা পরিস্কার করে দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। তার ফলে রাজা দক্ষিণারঞ্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি আর বাংলায় থাকবেন না। স্ত্রী বসন্তী কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে লখনইতে চলে যাবেন। সেখানে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি খুবই শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়। বসন্তী কুমারীর পিতা প্রাণ চাঁদ কাপুরে সাহস হবে না লখউনতে এসে বসন্তী কুমারী এবং দক্ষিণারঞ্জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার যতই তাঁর শক্তিশালী লেঠেল বাহিনী থাকুক। ব্রিটিশ সরকার অভয় দান করলে তিনি সেখানে চলে যান। তখন বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়নি। জোরদার আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করা ঘোরতর অন্যায় তা নিয়ে রক্ষণশীলপন্থীরা জোরদার বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পুরাণ এবং শাস্ত্র থেকে বিধবা বিবাহ বৈধ তার বিচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে ইংরেজ সরকার বিধবা বিবাহ আইন তৈরি করে দক্ষিণারঞ্জনের বিধবা বিবাহ করার প্রায় বছর চারেক পড়ে।
বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়ার আগেই ১৮৫১ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হল। ব্রিটিশ সরকারকে বিতারিত করার ষড়যন্ত্র তৈরি করা হল। কিন্তু সেই সময়ে বাংলার বিশিষ্টজনেরা সিপাহী বিদ্রোহকে মদত দিতে নারাজ ছিলেন। তার ফলে সিপাহীরা বিদ্রোহ করলেও ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারেনি। সেই সময়কার শিক্ষিত সমাজ সিপাহীদের এই বিদ্রোহের মধ্যে উৎশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছিল। তারা অনুভব করতে শুরু করে ছিলেন যে এখনই ব্রিটিশ সরকারে ভারত থেকে বিতারিত করলে সারা ভারত জুড়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। সেই কারণে ভারতের পণ্ডিত সমজ সিপাহীদের বিদ্রোহে সমর্থন করতে পারেনি। তার ফলে এই বিদ্রোহ অচিরেই পতন ঘটে। ব্রিটিশরা কঠিন হাতে এই বিদ্রোহকে দমন করে ফেলেছিল। সিপাহী বিদ্রোহসহ ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য ১৮৫৯ সালে শঙ্করপুরের বিদ্রোহী তালুকদারের বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন। দক্ষিণারঞ্জন তিনি লখনউয়ের অবৈতনিক কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের বিখ্যাত প্রমোদ উদ্যানে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কলেজের আইন এবং সংস্কৃত পড়ানোর জন্য তিনি তাঁর বন্ধু রাজকুমার সর্বাধিকারীকে আহ্বান করেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে 'লখনৌ টাইমস', 'সমাচার হিন্দুস্তানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতি (১৮৬১) এবং লখনউ ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা তাঁর অন্যতম কীর্তি ছিল। তিনি সেখানে প্রাদেশিক সরকার গঠন করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। সেই কারণে সম্ভবত তখনকার রাজপুষদের কাছে তাঁর প্রভব প্রতিপত্তি নষ্ট হতে থাকে। ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো তাঁকে রাজা উপাধি দেন। ১৫ জুলাই ১৮৭৮ সালে লখনউতে পরলোকগমন করেছিলেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে যগের প্রয়োজন বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে বাংলার প্রভূত উন্নতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাবদী থেকে উনবিংশ শতাব্দীকে বলা যেতে পারে বাংলরা জাগরণের যুগ। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের খোলস থেকে বের হয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে বাংলা। সেই আধুনিক যুগটা এসেছিল ইংরেজদের হাত ধরেই। তাদের বাংলায় আগমনের ফলে বাংলায় শুরু হয়েছিল নবজাগরণ। এই নবজাগরণের একটি মূল্যবান সফল হলো বেথুন স্কুল। আজকে সেই বেথুন স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। এটা বাংলার গর্বের বিষয় বলা যেতে পারে। সারা বাংলার অহঙ্কার।
কলকাতায় মহিলা স্কুল গড়তে প্রবলগড়তে প্রবল আপত্তি করেছিল রাজা নবকৃষ্ণদেব গোষ্ঠীরা। তারা কিঠুতেই কলকাতায় নারী শিক্ষায়াতন গড়ে তোলার পক্ষে ছিল না। সতীদাহ প্রথা বিরোধী বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তা নিয়ে বিলাতে পিভি কাউন্সিলে দৌড়ে গিয়েছিল নবকৃষ্ণ দেব এর গোষ্ঠীর সদসর্যরা। কলকাতায় মহিলা স্কুল নিয়ে ব্যঙ্গ রচনা করতে শুরু করেছিলেন তৎকালীন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে শুরু করে তৎকালীন বিশিষ্ট সমাজ নেতারা মহিলা স্কুল খোলায় ব্যাপারে বেথুনকে সহযোগিতা করেছিলেন। বেথুন কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা মহিলাদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রসার ঘটনারে দিকে লক্ষ্য রেখে তৎকালীন পণ্ডিতদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেছিলন। তিনি সেই সময়ে বাংলার শিক্ষা দফতরের সচিব ছিলেন। তিনি বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এক মাত্র অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের কাছ থেকে স্কুল গড়ে তোলার ব্যাপারে মত গ্রহণ করতেন। বিদ্যাসাগরকে মহিলা স্কুল খোলার ব্যাপারে বেথুন সাহায্য করতেন। কলকাতায় যখন বেথুন একটি ফিমেল স্কুল খোলার কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তখন তার বিরোধিতা করেছিলেন রাজা নবকৃষ্ণদেবের গোষ্ঠীরা। তারা সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ করে বেথুনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বেথুনকে সমর্থন করে এবং রক্ষণশীলপন্থীদের পক্ষ নেয় না। রক্ষণশীলপন্থীরা তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন কোনও মেয়ে স্কুলে যাবে না?

শিশু সাহিত্যিক সুখলতা রাও-এর খুব সুনাম

বিশেষ প্রতিবেদন

সিংহীর মতো মন, আরশোলায় অজ্ঞান! বাদ্যযন্ত্র বাজানো থেকে শুরু করে আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে দেন বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ভাই সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর মিল অনেক। প্রাণ ভরে লিখেছেন, তাঁর তুলির টানে উজ্জ্বল হয়েছে ক্যানভাস। শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে শিশুশিক্ষার উপযোগী করে তুলেছিলেন সুখলতা রাও। লিখছেন জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ্যযন্ত্র বাজানো থেকে শুরু করে আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে দেন বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ভাই সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর মিল অনেক। প্রাণ ভরে লিখেছেন, তাঁর তুলির টানে উজ্জ্বল হয়েছে ক্যানভাস। শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে শিশুশিক্ষার উপযোগী করে তুলেছিলেন সুখলতা রাও।
হলুদ মলাটের উপরে বড় লাল হরফে লেখা নাম। পাতা ওল্টালে ছবির সঙ্গে অক্ষর চেনার পালা। একটু এগোলেই মনের মধ্যে ছন্দের সুর তুলবে, 'চেয়ে দেখ ঘন মেঘ ছেয়ে গেছে আকাশে। পাখিরা বাসায় ফেরে ডানা নেড়ে বাতাসে...'
বাচ্চাদের বইয়ে জাতীয় পতাকার বর্ণনা তো কতই থাকে! ক'জন আর লেখেন, 'এতে তিনটি রং আছে। ঘাসের মতো সবুজ রঙ। দুধের মতো সাদা রঙ। আর গেরি মাটির মতো লাল রঙ'?
সুখলতা রাও লিখতেন। আর লিখতেন বলেই 'সহজ পাঠ' আর 'হাসিখুশি'র সঙ্গে তাঁর 'নিজে পড়' আর 'নিজে শেখ'-ও বাংলার শৈশবের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বড় মেয়ে বলে নন, সুকুমার রায়ের দিদি বলে নন, সুখলতা তাঁর বহুমুখী কাজকর্ম আর লেখালিখির জন্য সাহিত্য, শিশু শিক্ষা আর নারীজাগরণের ইতিহাসে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।
হাসি-তাতা আর ছোটবেলা উপেন্দ্রকিশোর আর বিধুমুখীর প্রথম সন্তান সুখলতার জন্ম ১৮৮৬ সালে। সুখলতার নামকরণটির মধ্যেই উপেন্দ্রকিশোর সে

আমলের চলতি ধারার তুলনায় অনেকখানি স্বকীয়তা নিয়ে এসেছিলেন। নরেন্দ্র দেব পরে লিখেছেন, ''নামকরণের মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাঁর মহান পিতার কল্পনার অভিনব ঐশ্বর্য। ...এ নাম কি এ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় কারুর শোনা গেছে?'' পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৮৭-তে সুকুমারের জন্ম। সেই বছরই বেরোল রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস। সুখলতা আর সুকুমারের ডাকনাম তাই স্থির হল, হাসি আর তাতা। সুখলতার পাঁচ-ছয় মাস বয়সেই ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (এখন বিধান সরণি) বাড়িতে উঠে আসে উপেন্দ্রকিশোরের সংসার। তিনতলা বাড়ির বাইরের দিকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়। ভিতরে বসতবাড়ি। প্রথমে ওঁরা থাকতেন তিনতলায়। তখন, সুখলতা লিখেছেন, বারান্দায় একটা পোষা চন্দনা খাঁচায় ঝোলানো থাকত। উপেন্দ্রকিশোর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজালে চন্দনা ঘাড় কাত করে শুনত আর নিজে নিজে টুং টুং শব্দ করত! পরে ওঁরা সবাই নেমে এলেন দোতলায়, তিনতলায় রইলেন দ্বারকানাথ আর কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। অতিথি-অভ্যাগত-আত্মীয়পরিজন আর ব্রাহ্ম বন্ধুসমাজের আসা যাওয়ায় বাড়িটা সব সময় গমগম করত। গান, বেহালা, সেতার, পিয়ানো, অর্গান, ছবি আঁকা; সন্তানদের জন্য সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সুখলতা আজীবন বলতেন, ''আমার সব প্রেরণার মূলে তিনি।'' সুখলতা-সুকুমাররা মোট ছ' ভাইবোন (পুণ্যলতা, সুবিনয়, শান্তিলতা, সুবিমল), তার সঙ্গে কাদম্বিনীর ছেলেমেয়েরা আর রামচন্দ্র বিদ্যারত্নের মেয়ে সুরমা (লীলা মজুমদারের মা); এঁরা একসঙ্গে বড় আনন্দের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন। লম্বা বারান্দায় প্রায়ই বসত ম্যাজিক, ছায়াছবি, হাসি-কৌতুকের আসর। পরবর্তী জীবনে সুখলতাও ছোটদের জন্য সেই সব হাসিখেলার আয়োজনের ধারাটি বজায় রেখেছিলেন।
সুখলতা নিজে অবশ্য সেই ছোট থেকেই একটু গম্ভীর। 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে পুণ্যলতা লিখছেন, ''দিদি সবার বড় আর খুব শান্তশিষ্ট। ছেলেবেলায়ও দিদিকে কখনও চেঁচামেচি করতে কিম্বা হুড়োহুড়ি করে খেলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শুনেছি ছোটবেলায় নাকি দিদির খুব অসুখ করেছিল। হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখেও অসুখের জন্য ভুলে গিয়েছিল। আবার দাদার সঙ্গে সঙ্গে শিখতে শুরু করল।'' সুখলতার স্বভাবটি তাই ছিল এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে ঘেরা। লীলা মজুমদারের বর্ণনায় সুখলতা সেই মেয়ে, যাঁর সিংহীর মতো মনের জোর, অথচ আরশোলা দেখলে অজ্ঞান! এর পূর্ণ সুযোগটি নিতেন সুকুমার। সুখলতা স্কুলে যাওয়ার জন্য স্নান সেরে যেই ভাত খেতে বসলেন, সুকুমার এ ধার ও ধার তাকিয়ে বলে উঠলেন, ''ডুলির নীচে লালচে ওটা কী?'' ব্যস, ভাত খাওয়া মাথায় উঠল। ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় ফেরা হচ্ছে একবার। সুকুমার বায়না ধরলেন, দেশের বাড়ি থেকে একটা হাতি নিয়ে যাওয়া হোক সঙ্গে করে। আঁতকে উঠেছেন সুখলতা, হাতি উঠলে নৌকা ডুবে যাবে তো! শুধু কি হাতি? তখন এখানে-ওখানে যেতে ঘোড়ার গাড়ির চলই বেশি। যদি এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি এল তো চিন্তা হল; ঘোড়াটা কি পাগল? তাই ওর সঙ্গে আর কাউকে জোতা হয়নি? যদি দু'ঘোড়ায় টানা গাড়ি এল, তা হলে আবার ভয় ধরল; অত বড় দুটো ঘোড়ায় মিলে গাড়ি যদি উল্টে ফেলে? এ হেন সুখলতাকে একবার কী কারণে বকেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর। বকে বলেছিলেন, ''তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'' ছোট্ট সুখলতা অমনি হাত দুটো উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন, ''এই বালা দুটো কি খুলে রেখে যাব?'' আর দেখতে হল না! যে উপেন্দ্রকিশোর সেলাই কলে মেয়েদের জন্য নিজের হাতে জামা বানিয়ে দিতেন, তাঁর মনে কথাটা কোথায় গিয়ে বাজল, বুঝতে অসুবিধে হয় না। দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন, তাঁর চোখ ততক্ষণে ছলছল করছে। সুখলতার পড়াশোনা শুরু হয় ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়েই। সেখান থেকেই এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হলেন বেথুন কলেজে। বৃত্তি পেয়ে এফ এ পাশ করলেন যখন, খুব খুশি হয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। মেয়েকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে ছুটে গিয়েছিলেন (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

টমাস বাটার বিশ্ব জোড়া নাম

এক সাহেবের জীবনী হাতে এসেছিল বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের। ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন মুচি বা চর্মকার।তাঁর জীবনীটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান বিভূতিভূষণ যে তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন। পুরো জীবনীটি বিভূতিভূষণ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হয়েছিল এ জীবনী পড়া উচিত চাকরি প্রত্যাশী প্রত্যেকটি তরুণতরুণীর। তিনি ছুটলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল খ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। সে জীবনী পড়ে আচার্য্যও মুগ্ধ! তিনি বিভূতিভূষণের বইটির ফরওয়ার্ডও লিখে দিলেন। দুঃখের বিষয়, বইটি ছাপা হলেও জনপ্রিয় হয়নি। চর্মকারের জীবনী আবার কে পড়ে! টমাস ছেলেটির জন্ম চেকোস্লোভাকিয়াতে, মাত্র ১০ বছর বয়সে সে মাতৃহারা। তার বাপ-ঠাকুরদা সবাই ছিলেন দক্ষ চর্মকার।৬ বছর বয়স থেকে বাবার কাছে চামড়ার কাজ শিখতে শুরু করেন।১২ বছর বয়সেই টমাস জুতো তৈরিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ছেলেটির চোখে তখন অন্য স্বপ্ন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ছেলেটি তার দাদা আন্তোনিন ও দিদি অ্যানাকে বুঝিয়ে বলেন যে একটা ছোট্ট দোকান থেকে আর ক'টা জুতো বিক্রি হবে, তার চেয়ে চল আমরা তিন ভাইবোন মিলে একটা জুতোর কোম্পানি বানাই তাতে জুতো বিক্রি হবে অনেক বেশি আর সে কোম্পানিতে কর্মসংস্থানও হবে কিছু মানুষের। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মাত্র ৩২০ ডলার জোগাড় করতে পেরেছিলেন তিন ভাইবোন আর তাই দিয়েই ১৮৯৪তে তাঁরা বানিয়ে ফেললেন একটি জুতোর কোম্পানি।
মাত্র ১০ জন কর্মীকে নিয়ে শুরু হওয়া সে কোম্পানিটি কিন্তু একবছরেই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। জুতো তৈরির চামড়া কেনার টাকাও ছিল না। অন্য কেউ হলে ব্যবসার সেখানেই ইতি টানতেন, কিন্তু তিনি সেখান থেকেই শুরু করলেন। বললেন চামড়া নেই তো কী হয়েছে, ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বানাবো জুতো। বানাতে খরচ বেশি নয়, তাই দামেও হবে সস্তা। নতুনভাবে হলো জুতা আবিষ্কার ! তৈরি হলো পৃথিবীর প্রথম ক্যানভাসের জুতো (যেটিকে আমরা বলি কেডস) আর সেই জুতো বাজারে পড়া মাত্র সুপারহিট ! একবছরের মধ্যে দেনা শোধ করে ঘুরে দাঁড়ালো টমাস সাহেবের কোম্পানি!
টমাস সাহেব বুঝেছিলেন প্রোডাকশন বাড়াতে হলে আমেরিকার আবিষ্কার অ্যাসেম্বলি লাইন বস্তুটি আয়ত্ত করতেই হবে। চলে গেলেন আমেরিকা। হাতে কলমে শিক্ষার অন্ধভক্ত ছিলেন তিনি! একবার তাকে একটি স্কুলে বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়েছিল। ক্লাসে গিয়ে দেখেন বাচ্চারা মিশ্রণের অনুপাত নিয়ে জটিল অঙ্ক করছে ব্ল্যাকবোর্ডে। তিনি বললেন ফেলে দাও এসব অঙ্ক, চলো কেক বানাই ! মিশ্রণ আর অনুপাত শেখার ওর থেকে ভালো অঙ্ক নেই ! সেই ক্লাসে সত্যি সত্যিই তিনি কেক বানিয়েছিলেন! এই প্রাক্টিকালিটি থেকেই চেকো শ্লোভাকিয়ায় রাস্তাগুলোকেও রিডিজাইন করে দিয়েছিলেন উনি। এই ব্যাপারে তাঁর উক্তিটিকে সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন বিভূতিভূষণ- পথের দৈর্ঘ্য কম হলে, জীবনের দৈর্ঘ্য বাড়ে!
এই বাস্তবতা দিয়েই জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করেছেন টমাস সাহেব। একবার দেখা গেলো কারখানা থেকে শোরুমে নিয়ে যাওয়ার পথে চুরি যাচ্ছে জুতোর বাক্স ! সবাই টমাস সাহেবকে বুদ্ধি দিলো সিকিউরিটি গার্ড ভাড়া করার। তিনি বললেন প্রথমে বাঁ পায়ের সব জুতোগুলো পাঠিয়ে দাও, তার দু'দিন পর ডান পায়ের ! জুতো চুরি বন্ধ।

খাদ্য বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, গড়বেতা, ১১ জুলাইঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের নয়াবসত গ্রাম পঞ্চায়েতের পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু আবাসিক বিদ্যালয়ের খাদ্য বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ একাধিক ছাত্র-ছাত্রী। ওই স্কুলের সকলেরই প্রচুর পরিমাণে বমি পায়খানা শুরু হলে স্থানীয় দ্বারিগেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একজনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এদিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে ঐ স্কুলের একাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে অসুস্থ চিহ্নিত করেছে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে এই অসুস্থ বলে খবর। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ খারাপ খাবার বলার পরেও খেতে বাধ্য করেছে স্কুলের শিক্ষকরা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনোদবিহারী মন্ডল খাবারের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে তার বক্তব্য কি হয়েছিল খতিয়ে দেখতে হবে তপশিলি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে ৪০০ জনের আবাসিক স্কুল এটি তাই এটি একটি জাতীয় ইস্যু হতে পারতো বলে মন্তব্য স্থানীয় বাসিন্দার সনৎ হাঁসদার। গড়বেতা তিন নম্বর পশ্চিম মন্ডলের বিজেপির বক্তব্য নয়াবসত মানে চাল চুরির অভিযোগ বারবার এসেছে। এক্ষেত্রে ভালো চাল বদলে খারাপ চাল আনার ফলে এমনটা ঘটেছে বলে আমাদের ধারণা। ওই স্কুলে খুব ভালো চাল এসেছিল সেগুলো দেখার পরের লোভ সামলাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ, সেগুলো বিক্রি করে খারাপ চাল খাওয়ানোর ফলস্বরূপ এমনটা ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় এই ঘটনা নতুন নয় এর আগেও ঘটেছে এর পরেও আবার ঘটবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছি। আমরা যেখানে আদিবাসী রাষ্ট্রপতি উপহার দিচ্ছি দেশকে সেখানে আদিবাসীদের প্রতি এহেন অত্যাচার আমরা মানবো না। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অপরদিকে তপশিলি উপজাতিদের পক্ষ থেকে ওই স্কুলে তপসিলী উপজাতিতেই শিক্ষক শিক্ষিকা দিয়ে পঠনপাঠন করানো হোক বলে দাবি তুলছে কেউ কেউ। তপশিলি উপজাতিদের ছাত্র-ছাত্রী বলেই খারাপ খাবার খাওয়ানো হয়েছে। এবং জানানোর পরেও বলা হয়েছে ওই খাবারই খেতে হবে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। স্থানীয় শাসকদলের কর্মীদের বক্তব্য কোনো চাল বিক্রি হয়নি যিনি চাল চুরি করতেন তিনি এখন বিজেপিতেই রয়েছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার পরেই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট মানবিক, ঠিক কি ঘটেছে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বিষয়টা খতিয়ে দেখবে স্থানীয় প্রশাসন। এর মধ্যে অযথা রাজনীতি টেনে আনা উচিত নয়। চন্দ্রকোনা রোড থেকে গোয়ালতোড় রাস্তায় নয়াবসত এলাকায় ধানশোলা ও নয়াবসত দুই গ্রামের মাঝখানে একটি ছোট্ট তপশিলি উপজাতিদের জন্য আবাসিক স্কুল পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়। চারশোর কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করে। জঙ্গলাকীর্ণ, পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ও নয়াবসত শহর থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে স্কুলটির অবস্থান। এই স্কুলটি আগে নয়াবসত হাইস্কুলে চলতো। মাত্র কয়েক বছর হল এখানে স্কুলের স্থায়ী ভবন ও সকল পরিকাঠামো নির্মাণ হয়েছে। কখনো ছোট্ট শৌচালয়ে জামা কাপড় কাচা নিয়ে সমস্যা সম্মুখীন হয়েছেন তপশিলি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা বানানো হয়েছে পাতকুঁয়ো ও সুবিশাল চাতাল। কখনো তপশিলি উপজাতিদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত করে বানানো হয়েছে ক্লাসরুম ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনে যাতে কোন সমস্যা না হয় তার জন্য চেষ্টার কোনো কসুর করেনি প্রশাসন। এহেন পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত মানছে স্থানীয় প্রশাসনও। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে। ধানশোলার জঙ্গলে ঢাকা এই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু বিদ্যালয় আগামী দিনে কী কৃতি ছাত্র-ছাত্রী উপহার দেবে নাকি আবার উঠে আসবে এ ধরনের আবার এক কোন খবরের শিরোনামে এখন সেদিকেই নজর সকলের।

সবজির দাম কমাতে কোচবিহারের বাজারে নতুন টাস্ক ফোর্স

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ জুলাইঃ কোচবিহারের নতুন টাস্ক ফোর্স তৈরির পরই বৃহস্পতিবার সকালে ভবানীগঞ্জ বাজার পরিদর্শন করলেন ফোর্সের সদস্যরা। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন দত্তের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা ভবানীগঞ্জ বাজারের পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। বাজারে বর্তমান সবজির দাম যা রয়েছে তা দ্রুত কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে। যদিও ব্যবসায়ীরা বলেন, ''উৎপাদন কম থাকার জন্যই সবজির দাম বেড়ে গিয়েছে।'' পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁরা যেখান থেকে সবজি কিনে আনেন সেখানে যদি কম দামে পাওয়া যায় তাহলে তাঁরাও কম দামে বিক্রি করতে পারবেন।

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIWN/EE/MED/SNIT-04/2024-25 (Sl. No.-1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2(Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 15.07.204 up to 13.00 Hours. Details may be seen at the website: **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-০৫/২৪-২৫, তারিখঃ ০৮.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-০৫/২৪-২৫। কাজের নামঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে স্টাফ কোয়ার্টার এবং সার্ভিস বিল্ডিংয়ে রিমোট মনিটরিং, ওয়েব-জিপিআরএস স্মার্ট এনার্জি মিটার দ্বারা কনভেনশনাল স্ট্যাটিক এনার্জি মিটারের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার অনুমিত ব্যয়ঃ** ১,০১,৭১,৩৮৩.৪৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,০০,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার ও নথিপত্রের সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং সেখান থেকে পাওয়া যাবে। ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

MISC-100/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিস্তারিত টেন্ডার নং.ঃ ০৮ডব্লুটিসিএওসিইআর২০২৪-২৫ঃ ওপেন ই-টেন্ডার উইথ টু স্টেজ রিভার্স অকশন সিস্টেম, তারিখঃ ১১.০৭.২০২৪। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের ওপেন ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মাল্টি ট্র্যাকিং রেলওয়ে বিজি লাইন নির্মাণ সম্পর্কিত কালীপাহাড়ী (সহ) থেকে প্রধানখুন্তা (ব্যতীত)-এর মধ্যে আইআর সিএইচ. ২০৫.০০০ কিমি থেকে ২৬০.২ কিমি পর্যন্ত কাটিং এবং ফিলিংয়ে মাটির কাজ, ব্ল্যাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, রোড আন্ডারব্রিজ, রোড ওভারব্রিজ, রিটেনিং ওয়াল, লেভেল ক্রসিং, সাইড ড্রেন, ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন নির্মাণ, পি.ওয়ে কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৯৪৫,২২,৬৮,৩৭৫.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৩৬ (ছত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ০৬.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। এই সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যে পূর্ববর্তী টেন্ডার নং. ০৬ডব্লুটিসিএওসিইআর২০২৪-২৫ঃ ওপেন ই-টেন্ডার উইথ টু স্টেজ রিভার্স অকশন সিস্টেম **বাতিল বলে গণ্য হবে।** টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

CON-37/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DHAVAL EXPORTS LIMITED
Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
e-mail : mrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305

NOTICE

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Wednesday, the 14th day of August, 2024 at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Result for the Quarter ended **30.06.2024**

Further, as per the Company Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, The trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors/officers/designated employees of the Company on and from 01.07.2024 and would re-open on 48 hours after the declaration of unaudited financial results for the year ended **30.06.2024**.

For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-
Nitesh Jain (Director)
DIN - 00454763

Place : Kolkata
Date : 11.07.2024

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1) NIeT No. KGP/31/eNIT/24-25, Dated: 10/07/2024

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work of: Construction of Drain at 7(Seven) different places. Document download/sale date from 12.07.2024 10:00 am to 19.07.2024 10:00 am. Bid submission end date up to 19.07.2024 10:00 am or as per tender portal. Bid Opening Date: 22.07.2024 at 10.00 AM or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Pradhan**
Kanduah Gram Panchayat

Office of the
Banupur-1 Gram Panchayat
Banupur, Sankrail, Howrah, PIN-711304

TENDER NOTICE
NEW TENDER

BANU-1/eNIT-06/15 th FC Untied/2024-25
BANU-1/eNIT-07/GAP/2024-25
BANU-1/eNIT-08/GAP/2024-25
BANU-1/eNIT-09/GAP/2024-25
BANU-1/eNIT-10/GAP/2024-25
BANU-1/eNIT-11/5 th SFC Untied/2024-25
BANU-1/eNIT-12/5 th SFC Untied/2024-25
BANU-1/eNIT-13/5 th SFC Untied/2024-25
BANU-1/eNIT-14/5 th SFC Untied/2024-25
BANU-1/eNIT-15/15 th FC Tied/2024-25
BANU-1/eNIT-16/5 th SFC Untied/2024-25

Publishing Date-11.07.2024 at 4.00 P.M. Closing Date-17.07.2024 at 12.00 P.M. Bid Opening Date-19.07.2024 at 12.00 P.M.

Sd/- **Prodhan**
Banupur-1 Gram Panchayat
Banipur, Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া। ই-টেন্ডার নংঃ ৯৫_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে এসিসিএল লাইনে আরওআর নং. ৩ডি, সাহেবগঞ্জে ৫এফ এবং মেন লাইন শাখায় ১৯০এ-র গার্ডারের শক্তিবৃদ্ধি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,০৪,৬১,৭৬২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৫২,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান- ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-162/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ভাইড ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ধরণঃ** পার্কিং। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এএসএন-পার্ক-৮-২৩০৭। স্টেশন/স্থানের নামঃ** চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে স্টেশনে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) হুইলার পার্কিং। **ই-অকশন শুরুর তারিখঃ** ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সকল সম্ভাব্য বিডদাতাদের প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ASN-114/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for e-tender reference no: 519/EO and 520/EO, Singur Dated:- 10.07.2024 for total 8 nos. Construction and Installation of works within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. Last date for the online Bid submission is **19/07/2024 up to 09:00 am and 26/07/2024 up to 09:00 am**. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:-2024_ZPHD_711471_1 to 7 and 2024_ZPHD_711448_1)**.

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

Jiaganj-Azimganj Municipality
P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad West Bengal; PIN-742122.
e-mail – jamunicipality@gmail.com Phone: 03483-253222

Chairman of J.A Municipality invites open e_Tender as below :-

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1	"Construction of Surface Drain from From Naba Ghosh house to Sunil Ghosh,From Ashu Das house at ward no -1	2024_MAD_710208_1	27/07/2024
2	"Construction of Surface Drain From Gautam Mandal house to Ganesh Sarkar house, at ward no -1,	2024_MAD_710208_2	27/07/2024
3	Reparing of Surface drain From 1.Bijon Pramanik House to Samir Ghosh House, ,Ward No-02,	2024_MAD_710208_3	27/07/2024
4	Reparing of Surface drain From 1.Pulak Dey House to Bani Dhar House,Ward No-02	2024_MAD_710208_4	27/07/2024
5	"Construction of Surface Drain from 1.Tonuja Bewa House to Monu Sk House, at ward no -3	2024_MAD_710208_5	27/07/2024
6	"Construction of Surface Drain from 1.Tonuja Bibi House to Rahul Biswas House, at ward no -3	2024_MAD_710208_6	27/07/2024
7	"Construction of Surface Drain from 1. Mousumi Akter house to Anjon Soren house at ward no -3	2024_MAD_710208_7	27/07/2024
8	" Reparing of Surface drain From 1.Kuntal Goshami House To Cycle Shope, Ward No-04	2024_MAD_710208_8	27/07/2024
9	Reparing of Surface drain at ward 1.Habibur Rahaman House to Golam Rabban House, Ward No-04	2024_MAD_710208_9	27/07/2024
10	"Construction of Surface Drain from 1.Bably Dipo to Dhrubanath Roy house, at ward no -5	2024_MAD_710208_10	27/07/2024
11	"Construction of Surface Drain from 1.Sampad Ghosh house to Jayanta Ghosh house, at ward no -5	2024_MAD_710208_11	27/07/2024
12	"Construction of Surface Drain from Raja Khan house to Jain Mandir at Ward No-6	2024_MAD_710208_12	27/07/2024
13	"Construction of Surface Drain from 1.Biswanath Basak house to Sontosh Halder house , at ward no -7	2024_MAD_710208_13	27/07/2024
14	"Construction of Surface Drain from 1.Ranjan Biswas house to Milon Biswas house , at ward no -7	2024_MAD_710208_14	27/07/2024
15	"Construction of Surface Drain From Ratan Halder house to Ulash Choudhury house at word no-8	2024_MAD_710208_15	27/07/2024
16	"Construction of Surface Drain From Nandarani Mondal house to Bhagirathi River at word no-8	2024_MAD_710208_16	27/07/2024
17	"Construction of Surface Drain From Bijay Pramanik to Gona Das house at ward no-9	2024_MAD_710208_17	27/07/2024
18	"Construction of Surface Drain From Sufal Das House to Raibahadur Durga Mandir at Ward No. 9	2024_MAD_710208_18	27/07/2024
19	"Construction of Gurd wall in front of Nayab Pond at ward no - 10	2024_MAD_710208_19	27/07/2024
20	"Construction of Surface Drain (i) RamKrishna Temple to Sital Singha Roy House Ward no -10	2024_MAD_710208_20	27/07/2024
21	"Construction of Surface Drain from 1.From Appolo Farmesy to Old jain Mandir, at ward no -11	2024_MAD_710208_21	27/07/2024
22	"Construction of Surface Drain, (i) Krishna Mondal house to Kakali Sarkar house,at ward no-12	2024_MAD_710208_22	27/07/2024
23	"Construction of Surface Drain, (i) Ashoke Rabi das house to Ratan Das, at ward no-13	2024_MAD_710208_23	27/07/2024
24	"Construction of Surface Drain (i) Manik Bhaskar house to Kalu Das at ward no-14	2024_MAD_710208_24	27/07/2024
25	"Construction of Surface Drain from Uttam Harijan house to Dilip Saha house, at ward no -15	2024_MAD_710208_25	27/07/2024
26	"Construction of Surface Drain from From Gour Das house to Bipul er Dokan , at ward no -15	2024_MAD_710208_26	27/07/2024
27	"Construction of Surface Drain From 1.Jiban Sarkar house to Alock Roy house, At ward no-16	2024_MAD_710208_27	27/07/2024
28	"Construction of Surface Drain (i) Infront of Radhu Sarkar house (ii) Bijoy Saha house to Saraswati Das house at ward no-17	2024_MAD_710208_28	27/07/2024

Please see the details on https://wbtenders.gov.in/

Sd/- Chairman
Jiaganj–Azimganj Municipality

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-03/EO/24-25 Dt. 10/07/2024** for 08 nos. scheme **Tender ID-2024_ZPHD_711714_1 to 2024_ZPHD_711714_8** within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর-তে পার্সেল স্পেস এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩টি আরটিভিপি-র লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৭ডি, **ট্রেনঃ** ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-158/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২১৩০০ডব্লুবি১৯৭৩পিএলসি২৮৮৫৪
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ফলতা এসইজেড, সেক্টর-২, পাম্প হাউস নং ৩ এর কাছে, গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা ২৪ পরগণা(দঃ), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪
কর্পোরেট অফিসঃ ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯
ই-মেইলঃ investors@iclbelting.com ওয়েবসাইটঃ www.iclbelting.com

বিনিয়োগকারী শিক্ষায় ইক্যুইটি শেয়ারের স্থানান্তর এবং বিভাগ অনুযায়ী সুরক্ষা তহবিল (আইইপিএফ) অ্যাকাউন্ট কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১২৪ (৬)

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধি অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেডের ('কোম্পানি') শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, ২০১৬ সংশোধিত হিসাবে (এর পরে 'নিয়ম' বলা হয়), কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার যার ক্ষেত্রে লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত বা দাবি করা হয়নি, কোম্পানির দ্বারা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলের নাম ('আইইপিএফ')।

নিয়ম মেনে, কোম্পানি সমস্ত সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ নিবন্ধিত ঠিকানায় স্বতন্ত্র নোটিশ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ার উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.iclbelting.com-এ বিনিয়োগকারী বিভাগের অধীনে উপলব্ধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে পারে, তারা মনে রাখবেন যে কোম্পানিটি আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মূল শেয়ার শংসাপত্রের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করবে। নিয়ম অনুযায়ী, এবং এই ধরনের ইস্যুতে তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে গণ্য হবে। ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা এবং যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে পারে, তারা মনে রাখবেন যে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটি আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারগুলির জন্য ডেবিট করা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও নোট করতে পারেন যে ভবিষ্যতের সমস্ত সুবিধা, এই ধরনের শেয়ারের উপর উদ্ভূত লভ্যাংশও আইইপিএফ-এ জমা করা হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলি নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা ডুপ্লিকেট শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ বলে মনে করা হবে।

প্রয়োজনীয় নথিগুলি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে ফরোয়ার্ড করার জন্য এই ধরনের সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশও দেওয়া হয়েছে। ২১ অক্টোবর, ২০২৪ সোমবারের মধ্যে লিমিটেড। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে যদি ২১ অক্টোবর, ২০২৪, সোমবারের মধ্যে কোম্পানি/রেজিস্ট্রার দ্বারা কোন দাবি না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানি উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী কোন নোটিশ ছাড়াই উপরোক্ত শেয়ারগুলি হস্তান্তর করবে।

এটা লক্ষ করা যেতে পারে যে এই ধরনের স্থানান্তর হলে শেয়ারহোল্ডাররা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লভ্যাংশ সহ হস্তান্তরিত শেয়ার দাবি করতে পারে অনলাইনে নির্ধারিত ফর্ম আইইপিএফ ৫-এ একটি আবেদন করে এবং ফর্ম আইইপিএফ ৫-এ গণনা করা প্রয়োজনীয় নথিগুলির প্রকৃত কপি প্রেরণ করে, কোম্পানির নোডাল অফিসার বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে। লিমিটেড। আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ এবং কোম্পানি বা আরটিএ-এর সাথে ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে যেকোনো তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ম তল, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। (যোগাযোগ নম্বর-০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮, ইমেল আইডি-mdpldc@yahoo.com)।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/-
দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১১ জুলাই, ২০২৪

ABRIDGE TENDER NOTICE
NIT NO- WB/PM/CHP/EO/NIT_04/2024-25

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on **19 th June, 2024 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/-
Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

ABRIDGE TENDER NOTICE
NIT NO- WB/PM/CHP/EO/NIT_03/2024-25

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on **19 th June, 2024 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/-
Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

মালিগাওঁএ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেণ্ডার সংখ্যা. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/২১-২৪-২৫আর। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এসএসই/পি/মালিগাওঁ এবং এসএসই /পি/গোশালা অধিক্ষেত্রের অধীনে তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কন্ট্রোল প্যানেল সহিত ১ × ৭৫০ কেভিএ, ১ × ৫০০ কেভিএ, ৪ × ৩৮০ কেভিএ, ৩ × ২০০ কেভিএ এবং ১ × ১০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন দশটি ডিজি সেটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭১,৯৯,৮৩৩.৮০ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৪,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER & EXECUTIVE OFFICER
Joypur Dev. Block & Panchayat Samity, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-01/E.O/J.P.S/2024-25
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-02/BDO/J.DB/2024-25

E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 1.00 PM of 19/07/2024 for 20 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **LTG/11/INST/COM/VI/Z-II/24-25**
Name of the work: **Annual maintenance work for Room Air Conditioner Machines Installed at different places under Br.-VI KMC.** Estimate Amount: ₹**1,63,688.00.** Earnest Money: ₹ **3,300.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last Date and Time of Submission of Bid: **20.07.2024 upto 04.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **12.07.2024 at 6.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-I, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :–
1. NIT No.: **LTG/44/WD-34/BR-III/Z-I/24-25**
Name of the work: **Repairing works of Bustee Lighting System at Kalitara Bose Lane Bustee, Jelepara Bustee and other places in Ward No.-34.** Estimated Amount: ₹**1,49,770.34.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**.
2. NIT No.: **LTG/45/WD-29/BR-III/Z-I/24-25**
Name of the work: **Repairing works of Bustee Lighting System at Horijan Bustee, Kasai Bustee and other places in Ward No.-29.** Estimated Amount: ₹**1,49,856.93.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.**
3. NIT No.: **LTG/32/WD-19/BR-II/Z-I/24-25**
Name of the work: **Repairing and replacement of Lighting System at B.K. Paul Road and other places in Ward No.-19.** Estimated Amount: ₹**1,88,251.88.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**.
4. NIT No.: **LTG/33/WD-19/BR-II/Z-I/24-25**
Name of the work: **Miscellaneous maintenance and repairing of high mast at Sova Bazar Street and different places in Ward No.-19 under Br-II.** Estimated Amount: ₹**1,69,320.64.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. (for Sl. No. 1 to 4). Last date and time of Submission of Bid: **22.07.2024 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **24.07.2024 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The Bid forms and other details are available on and from: **09.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **11.07.2024 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online two part bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/64/24-25/PD**
Name of the work: **Electrical Safety Related work by shifting of Switching arrangement from ground Level Pillar Box to Pole under Ward No.-112 (Ph-1).** Estimated Amount: ₹**2,99,131.70**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/65/24-25/PD**
Name of the work: **Supply and delivery of Led fittings at New Tollygunge, Shyama Prasad Pally, Babu Para etc. areas in Ward No.-114, Br-XI.** Estimated Amount: ₹**1,99,813.12**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/61/24-25/PD**
Name of the work: **Urgent repairing works of Street Lighting arrangement at Sree Nagar, Bhagat Singh Colony, Buderhat etc. surrounding areas in Ward No.-109, Br-XII.** Estimated Amount: ₹**1,98,554.16**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **25 Days**.
4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/62/24-25/PD**
Name of the work: **Electrical Safety Related work by shifting of Switching arrangement from ground level pillar box to Pole under Ward No.-114, (Ph-1).** Estimated Amount: ₹**2,99,297.34**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/63/24-25/PD**
Name of the work: **Electrical Safety Related work by shifting of Switching arrangement from ground Level Pillar Box to Pole under Ward No.-113 (Ph-1).** Estimated Amount: ₹**2,99,828.60**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of Completion of Bid: **23.07.2024 upto 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 5). The Bid form and other details are available on and from: **16.07.2024 from 12.00 noon.** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

Ex. Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, Br-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/LTG/10/WD28/IV/ZII/24-25**
Name of the work: **Internal Electrification work for (G+1) UHWC at 18/1 Canal West Road in Wd-28 under Br-IV, KMC.** Estimate Amount: ₹**3,27,581.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
2. NIT No.: **KMC/LTG/18/WD38/IV/ZII/24-25**
Name of the work: **Supply & Delivery of LED fittings at different areas in Ward No.-38, Br-IV, KMC.** Estimate Amount: ₹**4,99,529.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last Date and Time of Submission of Bid (online): **23.07.2024 upto 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The Bid forms and other details are available on and from: **13.07.2024 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI/KMC** invites tender online two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/EE(E)/Z-VI/144/03/24-25**
Name of the work: **Restoration work of Street Lighting system due to Remal Cyclone at Yani Sarani, D.H. Road near Management, Bajaj Goli on D.H. Road, James Long Sarani and other areas in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹**1,27,645.00.** Earnest Money: ₹ **2,600.00**. Period of Completion: **25 Days**. Technical Bid Open date: **24.07.2024 (2.00 p.m.)** Last date and time of submission of Bid: **22.07.2024 (6.00 p.m.).** The Bid forms and other details are available on and from: **12.07.24 (6.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/069/04/2024-2025/BUSTEE**
Name of the work: **Maintenance of Sewerline at 8/1, 8/3 Ahiripukur 1st Lane, 28 Ahiripukur Road etc. in Ward No.-069.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,49,694.50.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion : **90 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/069/05/2024-2025/BUSTEE**
Name of the work: **Repairs to Bustee Passages at 8/1, 8/3 Ahiripukur 1st Lane, 39B Beltala Road etc. in Ward No.-069.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,98,905.97.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **90 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/069/010/2024-2025/R**
Name of the work: **Repairs to Bustee Passages at 39B, 40, 40/1 Beltala Road, 47A, 47B Hazra Road etc. in Ward No.-069.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,99,363.86.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **120 Days**.
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/088/008/2024-2025/R**
Name of the work: **Renovation of Drainage System at 17, C.M. LN, 54, T.G. Rd., 24, Sahanagar Road etc. in Ward No.-88.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,99,841.77.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/088/012/2024-2025/R**
Name of the work: **Repairing of Sanitary Latrines at 13, Bowali Mondal Road, (Kalia Colony), 19, Pratapaditya Road, 54,T. G. Road, in Ward No.-88.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,99,474.22.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **90 Days**. Last Date and Time of Submission of Bid: **24.07.2024 –12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3) & **25.07.2024 –12.00 noon** (for Sl. No. 4 & 5). Date of opening of tender: **26.07.2024 –12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3) & **27.07.2024 –12.00 noon** (for Sl. No. 4 & 5). The Bid forms and other details are available on and from: **13.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) & **16.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 4 & 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.- KMC/EE-III/29/01/24-25 (1st Call)
(2) NIT No.- KMC/EE-III/29/02/24-25 (1st Call)
Published in this Newspaper on **06.07.2024** (Key No. **181/24-25**) of **Engineering(C), Borough-III** Dept. Sl. No. 1 & 2 the last date and time submission of bid Sl. No. 1 & 2 will be read as **20.07.2024 at 12 noon** instead of 12.07.2024 at 12 noon (for Sl. No. 1 & 2) the tender will be open on **22.07.2024 at 12 noon** instead of 15.07.2024 at 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).

208/24-25

আমি মনে করি, কমলা একজন ভালো প্রেসিডেন্ট হতে পারেনঃ গ্রেগ হোভেল

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাইঃ নিউ অরলিন্সে গত শনিবার বিকেলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। বলছিলেন নিজের জীবনের গল্প। সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগত অর্জন নিয়ে অনুভূতির কথাও। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেকেন্ড ইনকমান্ড হিসেবে গত সাড়ে তিন বছরে এমন অনেক অনুষ্ঠানে কমলা হ্যারিস নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। তবে প্রেসিডেন্টের তুলনায় সেসব অনুষ্ঠানে সংবাদকর্মীদের ভিড় দেখা যেত কমই। এখন এ চিত্র পাল্টেছে। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাইডেনকে নিয়ে তাঁর দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে এ মুহূর্তে উদ্বেগের শেষ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সর্বশেষ নির্বাচনী বিতর্কে ৮১ বছর বয়সী বাইডেনের বাজে পারফরম্যান্সের কারণে তাঁদের উদ্বেগহতাশা বেড়েছে। এ অবস্থায় কমলা হ্যারিসের অনুষ্ঠানে বাড়ছে সংবাদকর্মীদের ভিড়।

সপ্তাহান্তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমঞ্চে ও যেখানেই ভ্রমণে গেছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা এবং প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থিতা থেকে বাইডেনের সরে যাওয়া ও তাঁর (কমলা) নিজেরই প্রার্থী হওয়া উচিত কি নাসেসব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন কমলা। যদিও এ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করা এড়িয়ে গেছেন তিনি।

নিউ অরলিন্সে নিজের নির্বাচনী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ পথ তৈরি করা নিয়ে আলোচনায় কমলা হ্যারিস সমালোচকদের কথায় কান না দিতে শ্রোতাদের পরামর্শ দেন। গত ২৭ জুন সিএনএন আয়োজিত ওই ‘বিপর্যয়কর’ বিতর্কের পর থেকে বারবারই বাইডেনের আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য দিয়ে আসছেন কমলা। যুক্তি দিচ্ছেন, বিতর্ক মঞ্চের ৯০ মিনিটের পারদর্শিতা দিয়ে প্রেসিডেন্টের সক্ষমতার বিচার করা ঠিক হবে না। অনড় বাইডেনও। জোর দিয়ে বলেছেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি করবেনই। এদিকে প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়াতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ওপর চাপ যতই বাড়ছে, ততই ডেমোক্রেটিক পার্টির কিছু প্রভাবশালী নেতা তাঁর জায়গায় ৫৯ বছর বয়সী কমলাকে প্রার্থী করতে এক ছাতার নিচে সমবেত হচ্ছেন। এসব নেতার একজন ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেস সদস্য অ্যাডাম শিফ। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘বাইডেনকে হয় অপ্রতিরোধ্যভাবে জেতা উচিত, নয়তো অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়া উচিত।’ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়লে কমলা হ্যারিস খুব ভালোভাবে জিততে পারবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। কমলাকে নিয়ে এমন বক্তব্যে অবশ্য কিছু ডেমোক্র্যাট নেতার ভ্রু কুঁচকে গেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাইডেনের কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগীও। তাঁদের মত, কমলা ২০২০ সালে ডেমোক্রেটিক দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। হোয়াইট হাউসে তাঁর কাজের রেকর্ডও খুব সন্তোষজনক নয়। এই নেতাদের বিপরীতে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রবীণ আইনপ্রণেতা শিফ ছাড়াও সাউথ ক্যারোলাইনার কংগ্রেস সদস্য জিম ক্লেবার্ন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উত্তরসূরি করার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী। তাঁরা চান, দলের চাপে বাইডেন যেন নিজ অবস্থান থেকে সরে আসেন।কমলার সমর্থকেরা কিছু জরিপের ইঙ্গিত তুলে ধরে বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাইডেনের তুলনায় ভালো করবেন তিনি। তাঁদের যুক্তি, জাতীয় পর্যায়ের একজন নেতা হিসেবে কমলার স্বীকৃতি রয়েছে, আছে নির্বাচনী প্রচার চালানোর সক্ষমতা ও তরুণ ভোটারদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা। তাঁকে প্রার্থী করা হলে, নির্বাচনের আগে এই চার মাসের পথচলা ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য মসৃণ হতে পারে। শেষমেশ প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার টিকিট কমলাকে দেওয়া হলে সেটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নারী রাজনীতিকের জন্য উল্লেখ করার মতো এক ঘটনা। খুব বেশি দিনও হয়নি যে হোয়াইট হাউসের প্রবীণ কর্মকর্তারা কমলাকে রাজনৈতিকভাবে একজন দুর্বল ব্যক্তি হিসেবেই দেখতেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেও কমলার সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘তাঁর কাজ উন্নতির দিকে।’ তবে ডেমোক্রেটিক পার্টির দীর্ঘদিনের কৌশলবিদ ও কমলার যোগাযোগ পরিচালক জেমাল সিমনস বলেছেন, অনেক দিন ধরে অবমূল্যায়নের শিকার তিনি। জেমাল বলেন, ‘কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্টের সহকর্মী হিসেবে থাকুন বা প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার টিকিট পানযেটিই হোক, রিপাবলিকান ও ট্রাম্পশিবির থেকে তাঁকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।’সাউথ ক্যারোলাইনার সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সতর্ক করে বলেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৌড়ের জন্য রিপাবলিকানদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁর মতে, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে কমলা জোরালো দাবিদার হতে পারেন।

তবে বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, বাইডেন প্রার্থিতা থেকে সরে গেলে ডেমোক্রেটিক দল নিয়ে নিরপেক্ষ ভোটারদের মন বদলে যেতে পারে। এর প্রভাব পড়তে পারে ভোটের বাক্সে। নিউ অরলিন্সের বাসিন্দা ইয়াম ক্রিস্টিয়ান টুকার। ৪১ বছর বয়সী এই ব্যক্তি একটি ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালান। তিনি বলেন, একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী প্রেসিডেন্ট পদে জিততে পারবেন কি না, সেটা নিয়ে সংশয় আছে। তবে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে কাউকেই ভোট দিতে চান। উইসকনসিনের ৬৭ বছর বয়সী ভোটার গ্রেগ হোভেল বলেন, ‘আমি মনে করি, কমলা একজন ভালো প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। তবে আমি এখনো এটাও মনে করি, বাইডেন জিততে পারবেন।’

ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক খুন

গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মণকে আগরতলায় নিয়ে এসেছে পুলিশ

আগরতলা, ১১ জুলাই ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে ঊষাবাজারে অবস্থিত ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক দুর্গাপ্রসন্ন দেব ওরফে ভিকি হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মণকে গুয়াহাটি থেকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের বিমানে আগরতলায় আনা হয়েছে তাকে। এদিকে, রাজু বর্মণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ঊষাবাজার এলাকার অসংখ্য জনতা এমবিবি বিমানবন্দরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পুলিশ বিমানবন্দর থেকে রাজুকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। রাজু বর্মণকে অসম পুলিশ গতকাল বুধবার ভোররাতে গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী কামরূপ গ্রামীণ জেলার বকো এলাকার এক গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছিল। তাকে গ্রেফতারের পর আগরতলা থেকে জনৈক পদস্থ পুলিশ আধিকারিকের এক দল গুয়াহাটি গিয়ে তাক ট্র্যানজিট রিমান্ডে আজ আগরতলায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ঊষাবাজারে অবস্থিত ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক দুর্গাপ্রসন্ন দেব ওরফে ভিকিকে চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল আততায়ীরা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শালবাগান এলাকায় সন্ধ্যারাতে গুলি চালিয়ে খুন করেছিল। মৃতদেহ ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে আততায়ীরা। ওই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মণ। এছাড়া আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে রয়েছে ভিকিকে খুনের অভিযোগ। ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্তে নেমে প্রদ্যোৎ ধরচৌধুরী এবং সুস্মিতা সরকার সহ কয়েকজনকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মণ বহিঃরাজ্যে অবস্থান করছে বলে তথ্য পেয়েছিল ত্রিপুরা পুলিশ। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ত্রিপুরা পুলিশ অসম পুলিশের সাহায্য চায়। অবশেষে বুধবার অসমের কামরূপ গ্রামীণ জেলার বকোর এক গ্রাম থেকে অসম পুলিশ গ্রেফতার করে রাজু বর্মনকে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ছিলেন রাজধানীর জনগণ। এদিকে, ভারতরত্ন সংঘের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে।

বিশেষ করে সিপিডব্লিওডি-এর কাজে নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের বিষয়টিও ওঠে এসেছে। তাছাড়া আরও অনেক অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্লুপ্রিন্ট এই ভারতরত্ন সংঘ থেকে করা হয় বলে উঠছে বিস্তর অভিযোগ।

ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করে অভিযোগগুলির সত্যতা পেয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের তরফ থেকে সম্প্রতি এই ভারতরত্ন সংঘের পাকা বাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

Name Change
I MD ABDUL KHALEK SARDAR, S/O CHAFED SARDAR, R/O VILL BHOJPARA, VTC BAJITPUR, PS BADURIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743427, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KHALEK SARDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024, THAT ABDUL KHALEK SARDAR AND MD ABDUL KHALEK SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SYED MD EJAHAR ALI, S/O SYED ABRAR ALI, R/O VILL ISLAMPUR, PO DARRA, PS DEBBRA ISLAMPUR, WEST MEDINIPUR, PIN-721124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED EJAHAR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024, THAT SYED EJAHAR ALI AND SYED MD EJAHAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHAZIA SHAKIR, W/O SHAKIR ZIA, R/O 4, MAYUR BHANJ ROAD, 1ST FLOOR, EKBALPORE, KOLKATA - 700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAZIYA SHAKIR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024, THAT SHAZIYA SHAKIR AND SHAZIA SHAKIR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPAN ADHIKARY & TAPAN KUMAR ADHIKARI & TAPAN ADHIKARI,S/O PANCHANAN ADHIKARY, R/O VILL & PO-DIHIBHURSHUT,PS-UDAYNARAYANPUR, HOWRAH-712408,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN KUMAR ADHIKARY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT AMTA ON 29/06/2024,THAT TAPAN ADHIKARY & TAPAN KUMAR ADHIKARI & TAPAN ADHIKARI AND TAPAN KUMAR ADHIKARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TRIDIB KUMAR MANDAL (OLD NAME), S/O PRANAB KUMAR MANDAL, R/O VILL & PO-SRINARAYANPUR, PS-DHOLAHAT, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743399, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TRIDIB KUMAR MONDAL(NEW NAME),,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024,THAT TRIDIB KUMAR MANDAL AND TRIDIB KUMAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Sahidul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Late Rabiul Haque Mallick, ঠিকানা- Ramkrishnapur Paschim Para, P.S.- Jamalpur, Purba Bardhaman- 712402, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahidul Islam Mallick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahidul Islam Mallick (নতুন নাম) এবং Sahidul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

বিজেপি অবিচ্ছেদ্য মানবতাবাদে বিশ্বাসী

মিজোরামে বলেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দফতরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান

আইজল, ১১ জুলাই ঃ ‘বিজেপি অবিচ্ছেদ্য মানবতাবাদে বিশ্বাসী, রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বিরোধীরা বিজেপিকে বলে খ্রিষ্টান বিরোধী।’ বলেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান। মিজোরাম সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান। রাজ্যের রাজধানী আইজলে তিনি বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে এক সভা করেছেন। সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমস্ত সম্প্রদায়কে সমান বলে বিবেচনা করেন।

বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে দলটি দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রকে উন্নীত করতে সাহায্য করতে নিরলসভাবে কাজ করেন প্রধানমন্ত্রী। যাঁরা ভারতের উন্নয়ন চান তাঁদের দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ। দলীয় সভায় জর্জ কুরিয়ান বলেন, ‘আমি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। জিশু খ্রিষ্টের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী। আমি গড-এর প্রার্থনা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের সকলকে অবশ্যই আমাদের জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে।’ মন্ত্রী বলেন, তিনি কেরালার একটি গ্রামের ছেলে। ওই গ্রামের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ খ্রিষ্টান। তিনি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী হয়েও মানবতাবাদী বিজেপিতে যোগদান করেছেন ১৯৮০ সালে। বিজেপিতে যোগদান করায় তাঁর গ্রামের কেউ আপত্তি না করলেও গ্রামের সিংহভাগ মানুষ বলেছিলেন বিজেপি খ্রিষ্টান বিরোধী একটি দল। দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জর্জ কুরিয়ান বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে নিবেদিত-প্রাণ। তাঁর নেতৃত্বে এই অঞ্চলকে বিকশিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি ‘প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম’ (পিএমজেভিকে) সম্পর্কে বলেন, এই প্রোগ্রামের অধীনে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে ৯০ শতাংশ তহবিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করবে। আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার-এর প্রভাবে গত তিন বছরে শূকর চাষিদের ক্ষতি সংক্রান্ত সাংবাদিকের এক জিজ্ঞাসার জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার প্রতিরোধের জন্য একটি ভ্যাকসিন তৈরির জন্য গবেষণা চলছে। রাজ্য প্রশাসনের রিপোর্টের প্ররিপ্রেক্ষিতে যে সকল কৃষকের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

‘দেশটি ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করছে’

নাইপাইডু, ১১ জুলাইঃ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলেও এখন মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী ‘দেশটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না’। যে কারণে তারা ‘দেশটি ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করছে’ বলে সতর্ক করেছেন মিয়ানমারে নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোটিয়ার টম অ্যান্ড্রুস। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে দেশটির সেনাবাহিনী। অভ্যুত্থান রক্তপাতহীনভাবে হলেও কয়েক দিন পর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশটিতে রক্তাক্ত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অভ্যুত্থানের পর দেশটির উত্তরাঞ্চলে যে লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বন্ধে চীনের উদ্যোগে এ বছর জানুয়ারিতে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই হয়েছিল। ওই চুক্তিকে অকার্যকর করে দেশটির জাতিগত সংখ্যালঘুদের সশস্ত্র বিদ্রোহী দলগুলোর একটি জোটের সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তীব্র লড়াই চলছে। সশস্ত্র বিদ্রোহী দলগুলোর জোট একের পর এক সীমান্তবর্তী শহর ও অঞ্চলের দখল নিচ্ছে। এ বিষয়ে গত মঙ্গলবার এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদকে অ্যান্ড্রুস বলেন, ‘জান্তা বাহিনীর সময় ফুরিয়ে আসছে। তাদের সেনাসদস্যরা মারা পড়ছেন, তাদের সামরিক সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, তারা সত্যিই হেরে যাচ্ছে। এখন এটাই মনে হচ্ছে, জান্তা বাহিনী একটি দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেটি তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।’সশস্ত্র বিদ্রোহীদের কাছে হেরে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় জান্তা বাহিনী এখন বেসামরিক মানুষদের আক্রমণ করছে বলেও জানান জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা। বলেন, ‘সেখানে গত ছয় মাসে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বৌদ্ধ মঠে হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। এ সংখ্যা অনেক, অনেক বেশি।’

জাপান ভালুক হত্যা আইন কেন সহজ করতে চায়

টোকিও, ১১ জুলাইঃ জাপানে বুনো ভালুকের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করে মানুষের ওপর আক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। এর প্রতিকার হিসেবে আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করা ভালুক গুলি করার আইন সহজ করতে চাইছে জাপান সরকার। যদিও শিকারিরা বলেছেন, এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ বছর এপ্রিল মাস পর্যন্ত জাপানে রেকর্ড ২১৯ বার ভালুকের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ভালুকের আক্রমণের শিকার হয়ে ছয়জন মারাও গেছেন। প্রাণঘাতী আক্রমণগুলো হয়েছে গত কয়েক মাসে। আবাসিক এলাকাগুলোতে ভালুকের বিচরণ বেড়ে গেছে। বুনো ভালুক মানুষকে তাদের শিকার ভাবছে। জাপানে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে কমছে। শিশু জন্মের হার ভয়াবহ রকম কমে যাওয়ায় দেশটিতে এখন বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। উল্টো ঘটনা ঘটছে ভালুকের বেলায়। দেশটিতে বুনো ভালুকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সরকার এখন তাই ভালুক গুলি করার আইন সংস্কার করে তা সহজ করতে চাইছে। পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনেই আইনটি সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আরও সহজ হয়। সংস্কার পরিকল্পনায় যদি মানুষের হতাহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তবে শিকারিদের গুলি করার অনুমতি দেওয়া হবে। যেমন ভালুক যদি কোনো বাসাবাড়িতে ঢুকে যায়।ত বে বিষয়টি নিয়ে শিকারিরা চিন্তায় রয়েছেন। হোকাইদো হান্টারস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক সাতোশি সাইতো বলেন, ‘একটি ভালুকের মুখোমুখি হওয়া খুবই ভয়ের, বিপজ্জনকও বটে। আমরা গুলি করে একটি ভালুককে হত্যা করতে পারব এই নিশ্চয়তা কখনো দেওয়া সম্ভব নয়। ‘যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আপনি গুলি করে ভালুককে আটকাতে ব্যর্থ হন...তবে সেটি পালিয়ে যাবে এবং হয়তো অন্য কাউকে আক্রমণ করবে। যদি গুলির শব্দে পালিয়ে যাওয়া ভালুক অন্য কাউকে আক্রমণ করে, তবে কে তার জন্য দায়ী হবে?’ জাপানে ভালুক নিয়ে সংকট কতটা বেড়েছে, তার উদাহরণ দিয়েছেন হোকাইদো। জাপানের সবচেয়ে উত্তরের প্রধান দ্বীপটিতে জনসংখ্যা অনেক কমে গেছে...কিন্তু সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সেখানে ১৯৯০ সালের পর ভালুকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। সেখানে এখন প্রায় ১২ হাজার বাদামি রঙের ভালুক রয়েছে। কালো রঙের ভালুকের চেয়ে বাদামি রঙের ভালুক বেশি আক্রমণাত্মক। জাপানে প্রায় ১০ হাজার কালো ভালুক রয়েছে। স্থানীয় সরকার থেকে ভালুক তাড়াতে নানা উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। কেউ কেউ রোবট নেকড়ে বসাচ্ছে। সেগুলোর লাল লাল চোখ এবং ভীতিকর হাহাকার ছাড়ে। কেউ কেউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এ বছর মে মাসে উত্তরের আকিতা অঞ্চলে জঙ্গল থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে দুই পুলিশ কর্মকর্তা ভালুকের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। তাঁরা যে মৃতদেহটি উদ্ধারে গিয়েছিলেন, তিনিও ভালুকের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা মামি কোনদো বলেন, ‘ভালুক মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পারে। এরপরও তারা খাবারের সন্ধানে আসে অথবা হয়তো মানুষকেই তাদের খাবার মনে করে। একটি ভালুক একাধিক মানুষকে আক্রমণ করতে পারে।’ভালুকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খাবারের খোঁজে সেগুলো পাহাড় থেকে নেমে সমতলে মানুষের আবাসের কাছে চলে আসে। একসময় মানুষ দেখে এবং শব্দ শুনে সেগুলোর ভয়ও কমে যায়। শহুরে এলাকায় ভালুক প্রবেশ করলে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এতে মানুষ হতাহত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়তে থাকে বলে মনে করেন জাপানের পিচচিও ওয়ার্ল্ডলাইফ রিসার্চ সেন্টারের জুনপেই তানাকা। তিনি বলেন, ‘আইনের সংস্কার করতেই হবে, তবে জরুরি পরিস্থিতিতে এটা শুধু একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। বুনো পশুদের ধরা এবং হত্যা করা সমস্যার সমাধান নয়। বরং সরকারকে ভালুকের আবাসস্থলের সুরক্ষা করতে হবে। যাতে প্রাণীগুলো নিজেদের আবাস ছেড়ে বেশি দূরে না যায়।’

নাম পরিবর্তন
আমি, Sajjad Hossain Molla (পুরাতন নাম) পিতা Late Abdur Rahaman Molla , ঠিকানা-Z/4/45/A, JELIA PARA ROAD, P.O.- BADARTALA, P.S.- NADIAL, KOLKATA -700044, West Bengal, India, আলিপুর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 24.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sajjad Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sajjad Hossain (নতুন নাম) এবং Sajjad Hossain Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Rekha Golder Baidya (পুরাতন নাম) স্বামী Suresh Chandra Goldar ঠিকানা Dakshin Chatra Das Para, VTC & P.O.- Dakshin Chatra, Sub. Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743247 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-07-2024 এর Affidavit no. 19/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rekha Goldar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rekha Goldar (নতুন নাম) ও Rekha Golder Baidya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I PRANAB KUMAR MONDAL (OLD NAME), S/O LATE PANCHANAN MANDAL,R/O VILL &PO-SRINARAYANPUR, PS-DHOLAHAT, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743399, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB KUMAR MANDA(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024,THAT PRANAB KUMAR MONDAL AND PRANAB KUMAR MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Madan Panda (পুরাতন নাম) পিতা Late Guru Pada Panda, ঠিকানা- 22/1B, RANI SANKARI LANE, PO& PS- KALIGHAT, KOLKATA -700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Madan Mohan Panda (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Madan Mohan Panda (নতুন নাম) এবং Madan Panda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Suresh Golder (পুরাতন নাম) পিতা Sunil Goldar ঠিকানা Dakshin Chatra Das Para, VTC & P.O.- Dakshin Chatra, Sub. Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743247 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-07-2024 এর Affidavit no. 20/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suresh Chandra Goldar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suresh Chandra Goldar (নতুন নাম) ও Suresh Golder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I PUSPITA MONDAL (OLD NAME), W/O TRIDIB KUMAR MONDAL, R/O VILL & PO-SRINARAYANPUR, PS-DHOLAHAT,DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743399, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSPITA GHOSH MONDAL (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024,THAT PUSPITA MONDAL AND PUSPITA GHOSH MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Shishir Razario (পুরাতন নাম) পিতা Albert Rojario, ঠিকানা-VILL- RAGHUNATHPUR, PO-ANANDANAGAR, P.S.- KALYANI, DIST- NADIA, PIN-741245, West Bengal, India, Ld. Additional Chief Judicial Magistrate 1ST CLASS, Dated 10.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shishir Rojario (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shishir Rojario (নতুন নাম) এবং Shishir Razario (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sanjay Das (পুরাতন নাম) পিতা Late Santi Ratan Das , ঠিকানা-6, K.N. Chatterjee Street, P.S.- Belur, Belurmath, Howrah, Pin- 711202, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjoy Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjoy Das (নতুন নাম) এবং Sanjay Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I BANDANA MONDAL(OLD NAME), W/O PRANAB KUMAR MANDAL,R/O VILL & PO-SRINARAYANPUR,PS-DHOLAHAT, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743399, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANDANA MANDAL (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024, THAT BANDANA MONDAL AND BANDANA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Krishnapada Rana (পুরাতন নাম) পিতা Purna Chandra Rana, ঠিকানা- Vill.- Dudhebudhe, P.O.- Jamsole, P. S- Keshiary , West Medinipur, Pin-721133, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Krishna Chandra Rana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Krishna Chandra Rana (নতুন নাম) এবং Krishnapada Rana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Juwairya Munir (পুরাতন নাম) স্বামী Md Aftab Alam , ঠিকানা- 14, Waliullah Lane, Kolkata- 700016, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Juweria Munir (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Juweria Munir (নতুন নাম) এবং Juwairya Munir (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I LIPIKA HAZRA ROY,W/O GHANA SHYAM ROY,R/O REVATI,B/2 NEELACHAL,98,RAJDANGA GOL PARK,EAST KOLKATA TOWN SHIP,KOLKATA-700107,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LIPIKA HAZRA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024,THAT LIPIKA HAZRA ROY AND LIPIKA HAZRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Himangshu Shakhor Maity (পুরাতন নাম) পিতা Satish Maity, ঠিকানা- Vill. & P.O.- Palashrai, P.S.- Dasur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721146, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Himangshu Maity (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম।Himangshu Maity (নতুন নাম) এবং Himangshu Shakhor Maity (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Anukreti Agarwal (পুরাতন নাম) পিতা Vikash Agarwal, , ঠিকানা- Shanti Niwas Near Kamala Nursing Home, Hill Colony Kulti, P.S.- Kulti, Paschim Bardhaman, Pin- 713343, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anukriti Agarwal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anukriti Agarwal (নতুন নাম) এবং Anukreti Agarwal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I KRISHAN DOM,S/O RAMCHANDRA DOM,R/O DESHAPRIYA BLOCK, PO-CHWHATI,PS-SONARPUR,SOUTH 24 PARGANAS,KOLKATA-700149,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHAN MALLICK,S/O RAMCHANDRA MALLICK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 07/06/2024,THAT KRISHAN DOM,S/O RAMCHANDRA DOM AND KRISHAN MALLICK,S/O RAM CHANDRA MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Santanu Chakraborty (পুরাতন নাম) পিতা Late Ram Chandra Chakravarty , ঠিকানা- BLOCK- D, FLAT NO- 13, GOVT HOUSING ESTATE, 98 KARAYA ROAD, BALLYGUNGE, KOLKATA, Pin- 700019, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shantanu Chakravarty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shantanu Chakravarty (নতুন নাম) এবং Santanu Chakraborty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Dinesh Mandal পিতা Dilip Kumar Mandal , ঘোষণা করছি যে আমার মেয়ে নাম Ritu Dinesh Manda (পুরাতন নাম), ঠিকানা- T-33, Flat-2A, Genexx Valley, Joka, Kolkata- 700104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার মেয়ে নাম এখন থেকে Ritu Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ritu Mandal (নতুন নাম) এবং Ritu Dinesh Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I,ANARUL HOQUE BAIDYA,SON OF ABDUS SATTAR BAIDYA, RESIDING AT VILL-UTTAR PIFA, PO PIFA , BASIRHAT PS, NORTH 24 PARGANAS-743422, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANARUL HAQUE BAIDYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024.THAT ANARUL HOQUE BAIDYA AND ANARUL HAQUE BAIDYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Nirmal Kumar Ghsoh (পুরাতন নাম) পিতা Hiralal Ghosh , ঠিকানা-128, Kalibaripara Krishnanagar, Bergoom, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743263, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nirmal Kumar Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nirmal Kumar Ghosh (নতুন নাম) এবং Nirmal Kumar Ghsoh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I BASANTI SAHA, W/O ANIRBAN SAHA, R/O MALANCHA PARA, NOAPARA, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASANTI SAHA MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT BASANTI SAHA AND BASANTI SAHA MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Abid Ali S/o. Abdulla Mondal R/o. Vill. – Berachampa, Prithiba Road, P.O.- Debalay, P.S.- Deganga, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743424 shall henceforth be known as Abid Mondal. I declare that Abid Mondal and Md Abid is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat, Dist.- 24 Pgs. (N) on 03-02-2024.

শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির ডিএম অফিস অভিযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির ডিএম অফিস অভিযান। বুধবার শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ডিএম অফিস অভিযান করল শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির নেতা ও কর্মীরা। শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির অভিযোগ জলপাইগুড়ি পৌরসভার দুর্নীতি, নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থসহ আরো একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আর এই অভিযোগ জানাতে আজ জেলা শাসক দপ্তরে অভিযান করলাম। শহরগুলো কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অম্লান মুন্সী বলেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল সব কাজেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। চরম দুর্নীতি হয়েছে পৌরসভায়।তাই এই আজকের অভিযান। আজকের এই অভিযানে সাধারণ মানুষরাও অংশগ্রহণ করেন। আজকের এই অভিযানে অসংখ্য পুলিশের নিরাপত্তা ছিল জেলা শাসক দপ্তরের সামনে।

নিবেদিতা স্কুল সংস্কারের উদ্যোগ কোচবিহার পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ কোচবিহার নিবেদিতা প্রাথমিক বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের কে সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করল কোচবিহার পৌরসভা। মূলত কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত এই বিদ্যালয় ২ টি কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির ক্যাম্পাস এলাকায় রয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারের দাবি উঠেছিল বিদ্যালয়ের থেকে। প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এদিন কোচবিহারের পৌর প্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তার সঙ্গে অন্যান্য আধিকারিকরা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, বিদ্যালয়ের বেশ কিছু সংস্কার প্রয়োজন যা অবিলম্বে টেন্ডার এর মাধ্যমে শুরু হবে। বিদ্যালয় ভবনের ওপর তলায় আরো একটি ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ-গান শিক্ষা থিয়েটার চর্চার মতো অনুষ্ঠান গুলি করা সম্ভব হবে। আজ এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন তারা। বলাবাহুল্য ২০০৫ সালে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তৎকালীন পৌর প্রধান বীরেন কুন্ডুর হাত ধরে। তারপরে আস্তে আস্তে এর গরিমা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিদ্যালয় তৈরীর মূল উদ্দেশ্য ছিল, কোচবিহার শহর পৌর এলাকার দুস্থ এবং সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা উপযুক্ত এবং উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে কম খরচে তার উদ্যোগ গ্রহণ করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোচবিহার পৌরসভায় কর্মরত যে সমস্ত গ্রুপ-ডি স্টাফ রয়েছেন তাদের ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। খুব কম করেছে বিদ্যালয় পড়াশোনা হয় বলে দাবি রবীন্দ্রনাথ বাবুর। দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হবে, এবং বেশ কিছু শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা রয়েছে পৌরসভার বলে জানান তিনি।

কোটি টাকার ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার এক মাদক ব্যবসায়ী!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার এক মাদক ব্যবসায়ী! খড়িবাড়ির রামধন জোতে এসএসবির ৪১নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ১কেজি ৭৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। ধৃতের নাম রহমত শেখ, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। পরে ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতের সঙ্গে আরো কারা জড়িত তার তদন্তে নামবে পুলিশ। উদ্ধার মাদকের বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

গাজা সহ পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিতরে ঘোষপুকুর পাড়ি পুলিশ শিলিগুড়ি কোলকাতা গামী যাত্রীবাহী দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস্কে আটক করে তল্লাশি চলায় এরপরে কয়েক লক্ষ টাকার গাজা উদ্ধার করে পুলিশ গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে এদিন রাতে ঘোষপুকুর মোড় এলাকায় কয়েক ঘন্টা যাত্রীবাহী বাসটি দাঁড়িয়ে থাকায় হয়রানি শিকার হতে যাত্রীদের তবে এ বিষয়ে গাড়ির চালক ও কন্ডাক্টর কিছুই জানতেন না বলে তবে সূত্রমতে জানা যায়। কোচবিহার থেকে কলকাতায় এই গাজা পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর বাসের কেবিনে তিনটি টলি ব্যাগে করে এই কাজও পাচার করা হচ্ছিল। আনুমানিক ৬০ কেজি গাঁজা। ৩ যুবক মিলে গাজা পাচার করা হচ্ছিল যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। তদন্তের স্বার্থে আদালতের কাছে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

বোলপুরে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু পথচারীর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ জুলাই ঃ বীরভূমের বোলপুরে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাশিপুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় কবি জয়দেব রোডে। মৃতের নাম আলাই শেখ (৬০ বছর)। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ আটকে ও ঘাতক বাসটিকে ঘিরে রেখে পথ অবরোধ শুরু করেন এলাকাবাসীরা। পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। বিক্ষোভকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

দুই দশকের বেশি বন্ধ থাকার ফলে আগাছায় ভরেছে বিশেষ ভাবে সক্ষমদের হস্টেল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ এই স্কুল তৈরি করা হয় ১৯৮৫ সালে। তার পরে প্রায় ২৪ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তবুও খোলে নি হস্টেলের গেট। দুই দশকের বেশি বন্ধ থাকার ফলে হস্টেলের ভেতরে আগাছায় ভরে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়তে আসা বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের সুবিধার্থে নর্থবেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড স্কুলে এই হস্টেল তৈরি করা হয়েছিল। তবে আজও তা বন্ধ পড়ে রয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডাবগ্রাম এলাকায় এই স্কুল তৈরি করা হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়ুয়ারা যাতে এখানে এসে থেকে পড়াশোনা করতে পারে, সেই লক্ষ্যে ২০০০ সালে স্কুল ক্যাম্পাসে মাস এডুকেশন দপ্তরের তরফে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয় এই হস্টেল। কিন্তু উদ্বোধনের পর মহানন্দা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। দীর্ঘদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দখলে থাকা পুর বোর্ড, কারও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। হস্টেল তৈরি হওয়ার সময় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে প।ড়য়ারা এখানে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সকলের স্বপ্নভঙ্গ হয়। উদ্যোগের অভাবে বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই হস্টেল। স্কুলের

এক শিক্ষক বলেন, 'হস্টেল চালু করার জন্য নির্দিষ্ট দপ্তরে অনেকবার আবেদন জানিয়েছি। পুরনিগমের শিক্ষা দপ্তরের মেয়র পারিষদের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। আগে দূরের পড়ুয়ারা এখানে পড়তে আসত। হস্টেল না চালু হওয়ায় এখন আর আসে না।' বর্তমানে প্রাক প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে মোট ৩৬ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্কুলটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ক্লাসঘরের সামনেই খেলার মাঠ। হস্টেল চালু হলে পড়ুয়া সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে বলে মত শিক্ষকদের। হস্টেল এভাবে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে কেন? পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা বলেন, 'এই নিয়ে আমি মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত হস্টেলটি যাতে চালু করা যায়, সেই চেষ্টা করছি।' উল্লেখ্য, এর আগেও দ্রুততার সঙ্গে হস্টেলে চালু করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এত বছরে যখন তা হয়নি, তখন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের সদিচ্ছা নিয়েও এখন প্রশ্ন উঠছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মোক্কেল শ্রী নেহাল চন্দ্র মাহাত পিতা-নন্দলালা মাহাত গ্রাম + পোষ্ট-কুমীর, থানা-পটমদা (কমলপুর), জেলা-পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খন্ড, বিগত ইং ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সুমিত্রা মাহাত পুরুলিয়া ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১-৩৩/৭০ নং আমমোক্তারনমা দলিল মূলে শ্রী অনিমেষ মাহাত দীং মহোদয়গন পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া (মফঃ) থানার অধীন জে.এল. নং-২৮৪, বর্তমানে ৩০৫ ভুক্ত মৌজা কেতিকা মধ্যে এল.আর. ২৫২ প্লটের অংশভুক্ত জমিনের খতিয়ান নং ১৯৮০, উক্ত অনিমেষ মাহাত দীং ক্ষমতাপ্রপ্ত হইয়া গত ইং-১৪.০৩.২০২৪ তারিখে ১৩০৪ নং দলিল অর্থাৎ আমার মক্কেলকে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি কাহারো আইনানুগ কোনরূপ আপত্তি বা অধিকার থাকালে আগামী সাত (৭) দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর.ও পুরুলিয়া-১ অফিসে অথবা অত্র মোবাইল নং-৮৯১৮১৩০৬৯৮ নম্বরে যোগাযোগ করিয়া দলিল দস্তাবেজ দর্শাইয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
বিজয় রঞ্জন কুমার
জেলা, জজ কোর্ট, পুরুলিয়া
অ্যাডভোকেট

SAGRAI GRAM PANCHAYAT
(Khandaghosh Panchayat Samity)
Burdwan, PIN: 713424
Tender No.
WB/ Khandaghosh/SGP/eNIT- 06(2024-25)
Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan, Sagrai Gram Panchayat, Khandaghosh Panchayat Samity, sagrai, burdwan from the bonafied and experience contractors, registered co-oparative societies formed by unemployed engineers and labour co oparatives having credential of similar type of work. Last date of closing submission of technical and financial Bid(online) 18/07/2024 up to 18.00 Hrs. Date of Opening technical Bid(online) 22/07/2024 at 12:00 Hrs. For details please visit Website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

NIT No-01/MoshGP/2024-25(2nd Call)
NIT No-03/MoshGP/2024-25
Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few civil works, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in. website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO–Moshiara, Dist.–Bankura.
Sd/-
Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, P.S.: Hura, Dist.: Purulia
NOTICE FOR INVITING QUOTATION No-01/JGP/ 2024-2025, Date: 09/07/2024
NOTICE FOR INVITING QUOTATION No-02/JGP/ 2024-2025, Date: 09/07/2024
NOTICE FOR INVITING QUOTATION No-03/JGP/ 2024-2025, Date: 09/07/2024
NOTICE FOR INVITING QUOTATION No-04/JGP/ 2024-2025, Date: 09/07/2024
NOTICE FOR INVITING QUOTATION No-05/JGP/ 2024-2025, Date: 09/07/2024
For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites Quotation. The quotation will be received in the Office from 09/07/2024 and 10/07/2024 to 16/07/2024. Date of opening of quotation on 16/07/2024 at 13:00 pm.
Sd/- **Pradhan**
Jabarrah Gram Panchayat

Debipur Gram Panchayat
PO: Uttar Manasri, Dist: Howrah, Pin: 711412
Notice Inviting Tender No. DGP/01/2024-25, Date: 12/07/2024 Sealed Tender is invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for 14(Fourteen) Nos. different works. Last date of submission of Tender 19/07/2024. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Pradhan**
Debipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA, KAMALPUR, CHHATNA, BANKURA
eTender Notice No. 14/CHINA/2024-25
eTender Notice No. 15/CHINA/2024-25
eTender Notice No. 16/CHINA/2024-25
e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat for 3(Three) different works. Last date of submission of Technical & Financial Bid 18.07.2024 at 12.15 PM. Date of opening of Tender 22.07.2024 at 11.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Chinabari Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad: P.O. Chhagulia: Dist.-Bankura
Notice Inviting Tender No: 2/2024-2025(2 nd Call)
Notice Inviting Tender No: 3/2024-2025
Notice Inviting E-Tender No.: 01/2024-2025(2 nd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 03/2024-2025(2 nd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 04/2024-2025(2 nd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 05/2024-2025
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites sealed tender and eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 11/07/2024 from 6.30 pm up to 19/07/2024 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid(online) 19/07/2024 up to 6.30 pm. Date of opening of Tender on 22/07/2024 from 12.00 pm. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.
Sd/- **Pradhan**
Chingani Gram Panchayat

Office of the Kurchi Shibpur Gram Panchayat
VILLAGE :JANGALPARA, P.O: SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block, Howrah from reputed and resourceful contractors for 4 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_711358_1, 2024_ZPHD_711375_1, 2024_ZPHD_711391_1, 2024_ZPHD_711406_1, 2024_ZPHD_711429_1, 2024_ZPHD_711439_1, 2024_ZPHD_711450_1, 2024_ZPHD_711460_1, 2024_ZPHD_711470_1, 2024_ZPHD_712149_1, 2024_ZPHD_712181_1, 2024_ZPHD_712203_1, 2024_ZPHD_712221_1 & 2024_ZPHD_712263_1, Publish date-10/07/2024 & 11/07/2024 at 6.00PM & 6.45PM. Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 17/07/2024 & 18/07/2024 at 12.00 P.M., Date opening- 19/07/2024 & 20/07/2024 at 12.30 PM &10 AM for details Visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

Office of the Ramur dihibhursut asanda Gram Panchayat
VILLAGE: ASANDA, P.O: DIHIBHURSUT, P.S: UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 11 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_699789_1, 2024_ZPHD_711115_1, 2024_ZPHD_711134_1, 2024_ZPHD_711150_1, 2024_ZPHD_711176_1, 2024_ZPHD_711195_1, 2024_ZPHD_711223_1, 2024_ZPHD_711240_1, 2024_ZPHD_711258_1, 2024_ZPHD_711282_1 & 2024_ZPHD_711323_1, Publish date-10/07/2024 at 6.00PM. Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 17/07/2024 at 12.00 P.M., at 12.00PM, Date opening-19/07/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/ **Pradhan**
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

Office of the Prodhan
BANSABATI GRAM PANCHAYAT
Vill-Bansabati, PO-Bansabati, P.S-Suti, Msd-731221

Sl. No.	NIT no. with date	Last date for prayer
1.	01/BGP/15 TH FC (1 ND INST UNTIED)/2024-25	16-07-2024 from 11 am to 3pm
2.	2 NIT No: 02/BGP/15 TH FC (1 ND INST TIED)/2024-25	16-07-2024 from 11 am to 3pm

Sd/- **Prodhan**
Bansabati Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE
The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis *in* the prescribed form for **Ten (10) nos.** works vide **E-NIT No: -02/B.D.O/HPL/2024-2025, Date:-10/07/2024.** For more information visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA, KAMALPUR, CHHATNA, BANKURA
eTender Notice No. 17/CHINA/2024-25
eTender Notice No. 18/CHINA/2024-25
e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat for work of: Installation of Solar submersible at two different places. Last date of submission of Technical & Financial Bid 18.07.2024 at 12.15 PM. Date of opening of Tender 22.07.2024 at 11.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Chinabari Gram Panchayat

তালাবন্ধ করে চলে গিয়েছেন শিক্ষিকা! ছাত্রের আর্ত চিৎকার শুনে পরে উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শামুকতলা, ১১ জুলাই ঃ চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রকে স্কুলের ভেতর রেখে দরজা বন্ধ করে চলে যান শিক্ষকরা। ওই ছাত্রের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তার পরেই তারা এসে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ফোন করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তিনি এসে স্কুল ঘরের তালা খুলে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে। সোমবার চেপানি-২ নম্বর বিএফপি স্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শামুকতলা থানার ধারসি এলাকায়। শিক্ষক-শিক্ষিকরা কীভাবে একটা ছোট বাচ্চাকে এভাবে স্কুলের ভেতর রেখে তালা বন্ধ করে চলে গেলেন সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই স্কুলে ৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং একজন শিক্ষক আজ ছুটিতে ছিলেন। সোমবার ২ জন সহশিক্ষিকা এবং একজন পার্শ্ব-শিক্ষিকা আজ স্কুল আসেন। অভিযোগ, স্কুল ছুটির পর পার্শ্ব-শিক্ষিকাই স্কুলের প্রতিটি ঘড় তালাবন্ধ করেন। চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্র ক্লাসে রয়ে গিয়েছে সেটা তিনি লক্ষ করেন নি। তালাবন্ধ করে তিনিও চলে যান। স্থানীয়রা জানান, ওই ছাত্রটি স্কুল থেকে না ফেরায় তার দাদু পুণ্য রায় নাতির খোঁজে স্কুলে আসেন। স্কুলের একটি ক্লাস ঘর থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ কানে আসতেই তিনি গ্রামবাসীদের ডাকতে শুরু করেন। এরপরই ফোন করে ডাকা হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। তিনি এসে ক্লাসরুম খুলে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করেন। পুণ্য রায় বলেন, 'ঘটনা আমরা মেনে নিতে পারছি না। দায়িত্বশীল শিক্ষকরা যদি এই ধরনের গাফিলতি করেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না। ভাগ্য খুব ভালো যে খুব কম সময়ের মধ্যে আমার নাতিকে আমরা স্কুল ঘর থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি। ভবিষ্যতে যাতে অন্য কোনও ছাত্রের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেটা অবশ্যই দায়িত্ব সহকারে দেখতে হবে শিক্ষকদের।' স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অ্যানিয়েল হেমব্রমের দাবি, আমার পরিবারের সদস্য অসুস্থ থাকায় আমি ছুটিতে আছি। তবে ঘটনার খবর পেয়ে আমি এবং পার্শ্বশিক্ষিকা দুজনই স্কুলে ছুটে আসি। গেটের তালা খুলে ছাত্রকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিয়েছি। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেটা অবশ্যই দেখা হবে। আলিপুরদুয়ার ষষ্ঠ মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৈয়দ আনোয়ার মোল্লা বলেন, 'ওই স্কুলের শিক্ষিকাকেই মঙ্গলবার ডাকা হয়েছে। তাদের বক্তব্য শোনার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পার্শ্বশিক্ষিকা আশালতা সরকার জানান, 'এই ধরনের ভুল কোনওদিন হয়নি।

টোটোচালকদের বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন কমার্শিয়াল করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে বুধবার রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ হেউনিয়নের বক্তব্য বর্তমান সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির ফলে প্রতিদিন বেকার সমস্যা বাড়ছে। নতুন করে কাজ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। ফলে টোটো চালকদের পেশায় চাপ বাড়ছে। যাত্রী পাওয়ার সমস্যা হচ্ছে। ফলে প্রতিদিনের আয়ের উপর নির্ভরশীল টোটোচালকদের সংসার প্রতিপালন করা দুরাহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় টোটোচালকদের বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন কমার্শিয়াল করা হলে বিদ্যুৎ বিল বহুগুণ বাড়বে। টোটো চালকদের জীবিকার স্বার্থে তাদের পরিবারের বিদ্যুৎ বিলে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিল মুকুব, ২০০ ইউনিট এর পরবর্তীতে প্রতি ইউনিট ডোমেস্টিক হারের তুলনায় কম দরে টোটো চার্জ করার ব্যাবস্থা, স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি জানিয়ে রিজিওনাল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শুভাশিস সরকার, দুলাল রায়, তোতাই কর, নারায়ণ কুন্ডু, সুবরন সরকার, নিন্টু দাস, প্রফুল্ল লকরা প্রমুখ। টোটোচালকদের পেশায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিদ্যুৎ। ফলে এই পেশার শ্রমিকদের স্বার্থে বিষয়টি নিয়ে মানবিকভাবে চিন্তাভাবনা করুক সরকার, জানিয়েছেন শ্রমিক নেতা শুভাশিস সরকার। রাজ্য বিদ্যু বন্টন সংস্থার জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ম্যানেজার সঞ্জয় মণ্ডল টোটোচালকদের স্মারকলিপি গ্রহণ করে সাংবাদিকদের জানান টোটোচালকদের দাবি সহানুভূতির সাথে দেখা হবে। টোটোচালকরা টোটো চার্জ করার জন্য আলাদা কানেকশন চাইলে দিয়ে দেওয়া হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/4/24-25/R
Name of work : **Desilting of G.P / C.P.S at R. K. Chatterjee Road, P. G. Road, P. Naskar Lane and its surrounding area in W/67**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,48,748.50**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **210 Days**.

2. NIT No. : KMC/EEC/VII/59/2/24-25/R
Name of work : **Desilting of G.P / C.P.S at Mahendra Roy Lane, Abhinash Chowdhury Lane, Raicharan Pal Lane and its surrounding area in W/59**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,49,826.50**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **210 Days**.

3. NIT No. : KMC/EEC/VII/56/6/24-25/R
Name of work : **Desilting of G.P / C.P.S at Kamardanga Road, Bechulal Road, Pottery Road and its surrounding area in W/56**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,49,287.50**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **100 Days**.

4. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/11/24-25/R
Name of work : **Desilting of G.P / C.P.S at Atalsur Road, Christopher Road, Seal Lane, Pulin Khatic Road and its surrounding area in W/58**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,49,826.50**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

5. NIT No. : KMC/EEC/VII/64/5/24-25/R
Name of work : **Desilting of G.P / C.P at Karaya Road, Mehar Ali Road, Dilkhusa Street etc and its surrounding in W/64**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,49,557.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.

6. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/24/24-25/R
Name of work : **Desilting of drainage system at R.R.G, Mathur Babu Lane and its surrounding area in W/57**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,62,762.50**. Earnest Money: **Rs. 5,300.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.07.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 1 to 6). Tender will be opened on: **23.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **09.07.2024** at **6.55 p.m.** (for sl. no. 1 to 6) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites tender online percentage rate tenders two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/IX/080/018/2024-2025
Name of work : **Renovation of I.P. passage at Sick Lyn Bustee in Ward No.-80**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,75,711.25**. Earnest Money: **Rs. 3,550.00**. Period of Completion: **45 Days**.

2. NIT No. : KMC/IX/080/009/2024-2025
Name of work : **Maintenance of Staff Quarter at 2, Hide Road in Ward No.-80**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,22,912.11**. Earnest Money: **Rs. 2,500.00**. Period of Completion: **90 Days**.

3. NIT No. : KMC/IX/080/017/2024-2025
Name of work : **Repairing of I. P. passage at Taratala Locality in Ward No.-80**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,49,862.02**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on: **29.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3).

4. NIT No. : KMC/IX/074/011/2024-2025 (2nd call)
Name of work : **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H Cover, G.P Cover, C.P Cover & inspection PIT Cover as and when required within 24 hours in Ward No.-74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00 (on actual basis)**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.

5. NIT No. : KMC/IX/074/012/2024-2025 (2nd call)
Name of work : **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No.-74**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00 (on actual basis)**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 4 & 5). Tender will be opened on: **25.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) and **12.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 4 & 5). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Director General (Civil), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/001/2024-25/R
Name of work : **Renovation of Cement Concrete Rd. from 2/44 to 2/55 Viveknagar, in Wd No.-104**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,79,852.75**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.07.2024** at **12 noon**. The tender will opened on: **24.07.2024 at 12 noon.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/001/24-25/R
Name of work : **Maintenance of road by supplying & spreading rubbish at Central Road, Modern Park etc and surrounding areas in Ward No.-103**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,60,923.81**. Earnest Money: **Rs. 3,250.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.07.2024** at **12 noon**. The tender will opened on: **27.07.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1) and **13.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/XIII/119/003/24-25/AM (2nd call)
Name of work : **Repairing of Pot-Holes at different roads / passages on S.O.S. Basis in Ward No.-119 under Br.-XIII for the next 06 (six) months**. Work Value: **Rs. 3,00,000.00** (Maximum Limit). Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.

2. NIT No. : KMC/XIII/122/9/24-25 (1st call)
Name of work : **Development of C.C. pavement at Brick Field Road near Pr. No.-461 in Ward No.-122, Br.-XIII**. Work Value: **Rs. 2,82,770.74**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **25 Days**.

3. NIT No. : KMC/XIII/119/001/24-25/AM (2nd call)
Name of work : **Urgent replacement of broken / missing manhole and catchpit covers on S.O.S. basis in Ward No. 119 under Br.-XIII for the next 06 (Six) Months**. Work Value: **Rs. 2,00,000.00 (Maximum Limit)**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.

4. NIT No. : KMC/XIII/119/002/24-25/AM (2nd call)
Name of work : **Desilting and removal of chockage from sewer lines on S.O.S. basis in Ward No.-119 under Br.-XIII for the next 06 (Six) Months**. Work Value: **Rs. 2,00,000.00 (Maximum Limit)**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date of submission of bid: **20.07.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). Tender will be opened on : **22.07.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

210/24-25

সিঁথি রাসবিহারী আর্দশ ব্যায়াম মন্দির ও অরোরা ম্যাচ ড্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার ২-২ ড্র করেই সিঁথি রাসবিহারী আর্দশ ব্যায়াম মন্দির ও অরোরা ম্যাচ শেষ হল। কলকাতা ময়দানের চতুর্থ ডিভিশনের এই খেলা প্রথমে বিজি প্রেস মাঠে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অর্নিবার্য কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। এবং পরে ঘোষনা করা হয় খেলা হবে রেঞ্জার মাঠে। এদিন নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু হয়। মাঠের পরিস্থিতি মোটেই ভালো ছিল না বলে অভিযোগ তোলা হয়। কারণ যে মাঠে খেলা হয়েছে তা ছিল অমসৃন। মাঝে মাঝে ছোট-বড় গর্ত। খেলোয়াড়দের খেলতে অসুবিধা হয়। খেলোয়াড়রা মাঠে বল নিয়ে দৌড়াতে বা পাস দিতে ভীষন অসুবিধায় পড়ে। ফলে অনেকেই কমবেশি আঘাত পেয়েছে। খেলার প্রথমার্ধে ১-০ গোলেএগিয়ে ছিল অরোরা ক্লাব। সিঁথি রাসবিহারীর ছেলেরা শত চেষ্টা করেও অরোরার ডিফন্স ভাঙ্গতে পারে নি। ফলে তারা গোল পায় নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সিঁথি রাসবিহারী ১ গোল দিয়ে খেলা ড্র করে। পরে তারা আরও ১ গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। অরোরা ক্লাব গোল পাবার আশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সিঁথি রাসবিহারীর গোল বক্সে। পরে তারা আরও একটি গোল করে ড্র করে। এদিন অরোরা ক্লাবের কোচকে মাঠে অশ্লিল ভাষা ব্যবহার করার জন্য লাল কার্ড দেখানো হয়।

গৌতম গম্ভীর হলেন কোচ, বিরাটের সঙ্গে আলোচনাই করল না বিসিসিআই!

মুম্বই, ১১ জুলাইঃ দিন দুয়েক আগে ভারতের নতুন হেড কোচ হয়েছেন গৌতম গম্ভীর। দু'বারের বিশ্বজয়ী গৌতম যখন ভারতের কোচ হতে পারেন শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় থেকেই অনেকেই মনে করছিলেন তাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির ঝামেলা ভারতীয় টিমে দেখা যেতে পারে। ২০২৩ সালের আইপিএলের সময় বিরাট ও গম্ভীরের ঝামেলা ছিল হট টপিক। কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েননি। এ বছর অবশ্য আইপিএলের সময় কোহলি ও গম্ভীরের সমীকরণ বদলে যায়। তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। হেসে কথা বলেন। বোঝা যায়, তাঁদের তিক্ত সম্পর্ক শেষ। ফলে গৌতম ভারতের হেড কোচ হলে বিরাটের সঙ্গে কোনও ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। এ বার জানা গিয়েছে, গম্ভীরকে কোচ করার আগে বিরাটের সঙ্গে আলোচনাই করেনি বোর্ড। তা হলে কী...। আসলে টিমের কোচ বদল হওয়ার আগে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনা করবে বোর্ড, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গৌতমের ক্ষেত্রে কেন বিরাটের সঙ্গে বোর্ড আলোচনা করল না, এই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''ওদের দু'জনের কাছে আলোচনার অনেক সময় রয়েছে। কিন্তু বোর্ডের আসল কাজ ছিল বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রাখা। কারণ আগামী কয়েক বছর প্রচুর প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটাররা দলে সুযোগ পাবে। তাঁদের সঠিক পথে চালনা করার জন্য সঠিক ব্যক্তিকে প্রয়োজন ছিল।'' গৌতমের ক্ষুরধার মস্তিস্ক, আগ্রাসী মেজাজ এবং সঠিক পরিকল্পনা ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি করবে। এ কথা বলছে ক্রিকেট মহল। বোর্ডও গৌতমের জয়ী মনোভাবকে কাজে লাগাতে চাইছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাই কোচ করা হয়েছে গম্ভীরকে। তাঁকে কোচ করার আগে হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে বোর্ড আলোচনা করেছিল। কারণ, যা পরিস্থিতি শোনা যাচ্ছে ফের টি-২০ ক্রিকেটে ভারতীয় টিমের দায়িত্ব নিতে চলেছেন হার্দিক। তা হলে বিরাটের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে কেন আলোচনা করল না বোর্ড? আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন বিরাট। বোর্ডও কি ধরে নিয়েছে, যে কেরিয়ারের শেষ প্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছেন বিরাট? তিনি এখনও ২-৩ বছর কোনও না কোনও ফর্ম্যাটে খেলবেন। তাই যদি হয়, তা হলে বিরাটকে যেমন অস্বস্তিতে রাখা হল, তেমনই গম্ভীরকেও কাঁটাহীন মুকুট দেওয়া হল না।

পাকিস্তানে না গিয়েও যে ভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে ভারত!

মুম্বই, ১১ জুলাইঃ এতদিন যা ছিল গুঞ্জন, এ বার তাই সত্যি হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছিল, পঁচিশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় ক্রিকেট টিম। এ বার বোর্ডের পক্ষ থেকে আইসিসির কাছে ভারতীয় টিমের জন্য বিকল্প ভেনুর দাবি করা হল। সংবাদসংস্থা এএনআইকে বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান সফরে যাবে না ভারতীয় টিম। বিসিসিআই পাকিস্তানের বদলে রোহিত-বিরাটদের ম্যাচের জন্য দুটি অন্য ভেনুর কথা ভাবতে বলেছে আইসিসিকে। সেই দুই ভেনু কী কী? বোর্ডের সূত্রের মতে, আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের ম্যাচ আয়োজনের জন্য বিকল্প ভেনুর নাম হিসেবে এগিয়ে

শ্রীলঙ্কা, দুবাই। সংবাদসংস্থা এএনআইকে বোর্ডের সূত্র বলেছেন, ''২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারত। আইসিসিকে জানানো হয়েছে ভারতের ম্যাচ দুবাই বা শ্রীলঙ্কাতে দেওয়ার জন্য।'' এই দিক থেকে দেখতে হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারত গত বছরের এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেল চাইছে। এ বার দেখার শেষ অবধি কী হয়। ৮টি টিম ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবে। পিসিবি এই টুর্নামেন্টের সব ক'টি ম্যাচ পাকিস্তানে আয়োজন করতে চাইছে। এর আগে তারা আইসিসিকে যে প্রস্তাবিত সূচি দিয়েছিল, তাতে ভারতের সব ম্যাচগুলো লাহোরে রাখা হয়েছিল। আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পিসিবি ৭ ম্যাচ লাহোরে, তিনটি করাচিতে এবং ৫টি রাওয়ালপিন্ডিতে রেখেছে। উদ্বোধনী ম্যাচ করাচিতে। এবং ২টি সেমিফাইনাল করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে রাখা হয়েছে। আর ফাইনাল লাহোরে।

রাতারাতি মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলে আনোয়ার আলি?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ ময়দানে এখনও কান পাতলে শোনা যায় সাতের দশকের দলবদলের বহু উত্তেজক গল্প। গত শতাব্দী জুড়ে ছিল সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনি। সময় বদলেছে। তাল মিলিয়ে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। দলবদলের বাজারে ফুটবলার নেওয়ার পদ্ধতিতেও এসেছে বদল। গুঞ্জন, ফিসফাস আছে। কিন্তু ফুটবলার হাইজ্যাক করার মতো গল্প আর নেই। সেই সাতের দশক না হলেও তার খানিক রোমাঞ্চ ফিরল ময়দানে। অনেক দিন পর এক ফুটবলারকে নিয়ে রীতিমতো দড়ি টানাটানি থেকে টেক্কা দেওয়া, সবই চলল। শেষ পর্যন্ত জিতল কে? লাল-হলুদ না সবুজ-মেরুন? ময়দানে আলোচনা তুঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলের পোড় খাওয়া কর্তা দেবব্রত সরকার। দলবদলের সঙ্গে একটা সময় ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন নীতু। কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজি জুটিকে লাল-হলুদে নিয়ে আসার অন্যতম কারিগর ছিলেন। সেই দেবব্রত সরকার আবার নামলেন ময়দানে। আর নেমেই ঘুরিয়ে দিলেন খেলা। ময়দানে এই মুহূর্তে সবচেয়ে চর্চিত নাম আনোয়ার আলি। মোহনবাগানের এই ডিফেন্ডারকে নিয়ে দড়ি টানাটানি চরমে। গতকাল পর্যন্ত আনোয়ার ছিলেন মোহনবাগানে। কিন্তু আজকের পর তাঁর স্ট্যাটাস? সেটা নিয়ে হাজারও প্রশ্ন। ইস্টবেঙ্গলে কি নাম লিখে ফেলেছেন? গত বছরই মোহনবাগানের হয়ে ৫ বছরের লোন চুক্তিতে সই করেছিলেন আনোয়ার আলি। বছর ঘুরতেই নতুন মোড়। দিল্লি এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজের টুইট শোরগোল ফেলে দেয় ময়দানে। তাঁর দাবি, ১ বছরের পর লোন ট্রান্সফার আর কার্যকর হয় না। নতুন করে আবার চুক্তি করতে হয়। ফিফা এই নিয়ম ২০২২ সালে কার্যকর করলেও, এ দেশে এখনও তা চালু হয়নি। সেই যুক্তি অনুযায়ী মোহনবাগান নিজের জায়গায় ঠিক। তবে লোন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবার ফুটবলারের ভূমিকাও অনেকটা ফ্যাক্টর। তখন দেখতে হয়, চুক্তিতে টার্মিনেশন ক্লজ বা এক্সিট ক্লজ বলে কিছু আছে কিনা।

ফেরালেন না অম্বানিদের ডাক, ভারতীয় বিয়েতে গা ভাসাতে দেশে এ বার ফিফা প্রেসিডেন্ট

মুম্বই, ১১ জুলাইঃ রাত পোহালেই গালা সেলিব্রেশন মুকেশ অম্বানির বাড়ি 'অ্যান্টিলিয়া'র। আগামিকাল মুকেশ অম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত অম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। দূর দূরান্ত থেকে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আসছেন অনেকে। আমন্ত্রিতদের তালিকা বিরাট লম্বা।

টানা দু'মাস রাধিকা-অনন্তর প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন হয়েছে। তাও সাদামাটা ছিল না। একেবারে মহা ধুমধাম করে তাঁদের প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন হয়েছে। হলদি, মেহেন্দিতেও হয়েছে বিরাট অনুষ্ঠান। দেশ-বিদেশ থেকে বহু জনপ্রিয় ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন। এ বার মুম্বইয়ে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পৌঁছে গেলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনফান্তিনোর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে সপরিবারে মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট। ইনফান্তিনো ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা আগামিকাল অনন্ত ও রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ফিফা প্রেসিডেন্ট নিঃসন্দেহে ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অম্বানিদের ডাক ফেরাতে পারলেন না। তাই ভারতীয় বিয়েতে গা ভাসাতে পরিবারকে নিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন দেশে। অনন্ত-রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠানে সেলিব্রিটি থেকে নেতামন্ত্রী, দেশ বিদেশের শিল্পী, একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটাররা উপস্থিত। এ বার বাদ গেলেন না ফিফা প্রেসিডেন্টও।

এবার রেসিং ফেস্টিভ্যালে দল কিনলেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যাল হল ভারতের এক মোটরস্পোর্টস ইভেন্ট। এই ইভেন্টের তৃতীয় মরসুম শুরু হতে চলেছে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ বার এই রেসিং দুনিয়ায় পা রাখলেন। মহারাজ সেখানে একটি টিম কিনেছেন। এ বারের ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালে সৌরভের টিমকে পারফর্ম করতে দেখা যাবে। তাঁর টিমের নাম কী? কলকাতা রয়্যাল টাইগার্স রেসিং টিম। রেসিং প্রোমোশনস প্রাইভেট লিমিটেড এই ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালের ডিজাইন করেছে। ভারতের মোটরস্পোর্টস ফ্যানদের জন্য এই ইভেন্ট এক উৎসবের মতো। হাই স্পিড অ্যাকশনে ভরপুর এই ইভেন্ট। এ বছর মোট আটটি টিম ইন্ডিয়ান রেসিং ফেস্টিভ্যালে অংশ নিচ্ছে। এই টিমগুলো হল- কলকাতা, হায়দরাবাদ বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, গোয়া, কোচি ও আহমেদাবাদ। এ বছরের অগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি চলবে এই ইভেন্ট। সেখানে প্রথম বার অংশ নেবে সৌরভের কলকাতা। রেসিং ফেস্টিভ্যালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের লগ্নির ফলে ভারতে মোটরস্পোর্টসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছে ক্রীড়া মহল। সৌরভের জন্য কলকাতা জুড়ে গেল মোটর রেসিংয়ের দুনিয়াতে। ভারতীয় রেসিং ফেস্টিভালে টিম যাতে ভালো পারফর্ম করে, সেদিকে নজর মহারাজের।

নেদারল্যান্ডসকে বিদায় করে ইউরোর টানা দ্বিতীয় ফাইনালে ইংল্যান্ড

ডর্টমুন্ড, ১১ জুলাইঃ ঘড়ির কাঁটা ৯০ মিনিট ছুঁই ছুঁই। অতিরিক্ত সময়ের প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন। কিন্তু খেলাটাকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাইলেন না ওলি ওয়াটকিনস। বদলি নামা এই অ্যাস্টন ভিলা ফরোয়ার্ড নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে করলেন দুর্দান্ত এক গোল। ওয়াটকিনসের এই গোলেই নেদারল্যান্ডসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরোর টানা দ্বিতীয় ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। এই জয়ে প্রথমবারের মতো নিজ দেশের বাইরে আয়োজিত কোনো বড় টুর্নামেন্টে ফাইনালের টিকিট পেল 'থ্রি লায়ন'রা। পাশাপাশি এ জয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোর ফাইনালে গেল ইংল্যান্ড। আগের ফাইনালে ইতালির কাছে টাইব্রেকারে হেরেছিল গ্যারেথ সাউথগেটের দল। এবার সেই যন্ত্রণা ভোলার সুযোগ পাচ্ছে ইংল্যান্ড। আগামী রবিবার রাতে বার্লিনের ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন। যারা অন্য সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়েছিল ২-১ গোলে। ডর্টমুন্ডের সিগনাল ইদুনা পার্কে দর্শকেরা স্থির হয়ে বসার আগেই ইংলিশ গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দেন ডাচ তারকা জাভি সিমন্স। বক্সের কাছাকাছি জায়গায় ডেকলান রাইসের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে ইংলিশ রক্ষণ তাক করে রীতিমতো কামান দাগান এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। সিমন্সের সেই শট থামানোর কোনো উপায় ছিল না ইংলিশ গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের। ম্যাচের ৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। গোল খেয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। পরপর কয়েকবার আক্রমণে গিয়ে ডাচ রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেয় তারা। তেমনই এক আক্রমণ ঠেকাতে গিয়েই ইংল্যান্ডকে পেনাল্টি উপহার দেয় নেদারল্যান্ডস। হ্যারি কেইনের শট ঠেকাতে গিয়েই তাঁকে ফাউল করে বসেন নেদারল্যান্ডসের ডেনজিল ডামফ্রিস। ভিএআরে যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। যদিও রেফারির এই সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ আছে। পেনাল্টিতে অবশ্য কোনো ভুল করেননি কেইন। সঠিক দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েও ইংলিশ অধিনায়কের শট ঠেকাতে পারেননি ডাচ গোলরক্ষক। সমতা ফিরিয়েও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখে ইংল্যান্ড। এর মধ্যে ম্যাচের ২৩ মিনিটে দারুণভাবে ডাচ ডি-বক্সের ভেতর কোবি মাইনুর কাছ থেকে বল পেয়ে নেদারল্যান্ডস গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে গোলের উদ্দেশে বল বাড়ান ফিল ফোডেন। ইংল্যান্ডকে পেনাল্টি উপহার দেওয়ার দায়টা

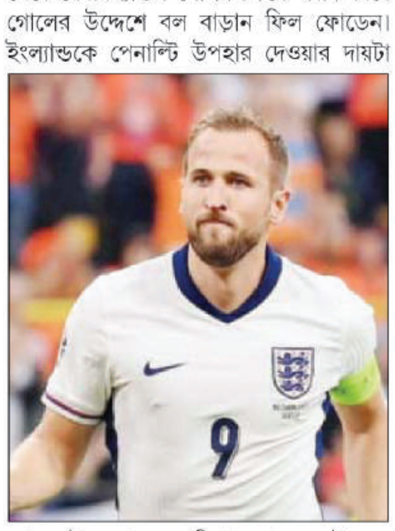

গোললাইন থেকে অবিশ্বাস্যভাবে সেই বল ফিরিয়ে শোধ করেন ডামফ্রিস। ইংলিশ আক্রমণের ধাক্কা সামলে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে নেদারল্যান্ডস। ২৯ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে ডামফ্রিসের নেওয়া হেড বারে না লাগলে তখনই ব্যবধান বাড়াতে পারত নেদারল্যান্ডস। ডাচদের পর পোস্ট হতাশ করে ইংল্যান্ডকেও। ৩২ মিনিটে ডাচ বক্সের বাইরে থেকে ফিল ফোডেনের নেওয়া শট ফিরে আসে ফিরে আসে পোস্টে লেগে। গতকাল কাছাকাছি জায়গা থেকেই প্রায় একই রকম শটে অবিশ্বাস্য এক গোল করে ফ্রান্সের বিপক্ষে স্পেনকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন লামিনে ইয়ামাল। তবে আজ সামান্যের জন্য হতাশ হতে হয়েছে ফোডেনকে। আগের ম্যাচগুলোতে নিজেদের পারফরম্যান্সের জন্য সমালোচনার মুখে ছিল ইংল্যান্ড। তবে সেমিফাইনালের প্রথমার্ধে সেটা অনেকটাই পুষিয়ে দেয় তারা। মাঝমাঠ দখলে রেখে দারুণ সব আক্রমণ তৈরি করে তারা। বিপরীতে নেদারল্যান্ডসকে এ সময় প্রতি-আক্রমণের ওপর নির্ভর করেই খেলতে হচ্ছিল। বিরতির পর দুই দলই সতর্কতার সঙ্গে শুরু করে। রক্ষণ সুরক্ষিত রেখে আক্রমণে চোখ রাখে তারা। যে কারণে এ সময় খেলা কিছুটা মন্থরও হয়ে পড়ে। এ সময়ও অবশ্য ইংল্যান্ডের পায়েই বেশিরভাগ সময় বল ছিল। কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডে প্রথমার্ধের মতো ফাঁকা পাচ্ছিল না তারা। ডাচ ডিফেন্ডাররা জায়গা সংকুচিত করে আনার কারণেই মূলত সংগ্রাম করতে হচ্ছিল ইংলিশ ফরোয়ার্ডদের। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস সুযোগ পেলেই চেষ্টা করছিল দ্রুত গতিতে প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার। তবে সফল হয়নি তারাও। এর মধ্যে ৬৫ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে ভার্জিল ফন ডাইকের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক সিমন। তবে আকস্মিক তৈরি হওয়া সুযোগগুলো বাদ দিলে ৪৫ থেকে ৭০ মিনিট পর্যন্ত কিছুটা নিষ্প্রাণ খেলায় হয়েছে। এর মধ্যে ম্যাচের ৭৯ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে কাইল ওয়াকারের পাসে গোল করেন বুকায়ো সাকা। কিন্তু অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় গোলটি। ৮৪ মিনিটে কাছাকাছি গিয়েও গোল পায়নি নেদারল্যান্ডস। ৮৮ মিনিটে একইভাবে সুযোগ হাতছাড়া করে ইংল্যান্ডও। তবে ৯০ মিনিটে আর সুযোগ মিস করেননি ওয়াটকিনস। কোল পালমারের কাছ থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন ওয়াটকিনস। আর বদলি নামা এই অ্যাস্টন ভিলা ফরোয়ার্ডের গোলই গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য। পাশাপাশি এই গোলে ভেঙেছে ৩৬ বছর পর নেদারল্যান্ডসের ইউরোর ফাইনাল খেলার স্বপ্নও।

দ্রাবিড়ের হটসিটে বসেই গৌতম গম্ভীর কোন বিদেশিকে কোচিং টিমে চাইছেন?

মুম্বই, ১১ জুলাইঃ ভারতীয় টিমে গম্ভীর জমানা শুরু হতে চলেছে। রাহুল দ্রাবিড়ের হটসিটে বসেছেন গৌতম গম্ভীর। তিনি টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ হওয়ার আগে বোর্ডের কাছে শর্ত রেখেছিলেন, নিজের সাপোর্ট স্টাফ বেছে নেবেন। সেই মতো কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ভারতীয় টিমে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে চেয়েছেন গৌতি। শুধু তাই নয়, কেকেআরে তাঁর এক প্রাক্তন সতীর্থকেও ভারতের কোচিং স্টাফ হিসেবে চাইছেন গম্ভীর। কে তিনি? প্রাক্তন ডাচ ক্রিকেটার রায়ান টেন দুশখাতেকে ভারতের কোচিং স্টাফ হিসেবে চাইছেন গৌতম গম্ভীর। বিসিসিআই ফিল্ডিং কোচ হিসেবে টি দিলীপকেই রাখতে চায় বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রায়ান টেন

দুশখাতে যদি ভারতের কোচিং স্টাফের টিমে আসেন, তা হলে কোন দায়িত্ব পাবেন? কারণ কেকেআরের সহকারী কোচ ছিলেন অভিষেক নায়ার। গম্ভীর তাঁকেই ভারতীয় টিমে সহকারী কোচ হিসেবে চাইছেন। তা হলে রায়ান কোন দায়িত্ব পাবেন? এখনও অবধি বোর্ড চূড়ান্ত করেনি গৌতমের প্রাক্তন নাইট সতীর্থকে ভারতীয় টিমের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে নেবে কিনা। যদি তাঁকে নেওয়ার গ্রিন সিগন্যাল আগে বোর্ডের তরফে, তা হলে অভিষেককে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। গৌতমের সঙ্গে রায়ান টেন দুশখাতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তাঁরা কেকেআরে একসঙ্গে খেলেছেন। পরবর্তীতে গৌতম কেকেআরের মেন্টর হওয়ার পর রায়ান টেন দুশখাতেকে ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কেকেআর নেয়। ফলে তাঁদের একটা আলাদা বন্ডিং রয়েছে। এ বার দেখার ভারতীয় টিমেও সেই বন্ডিং দেখা যায় কিনা।

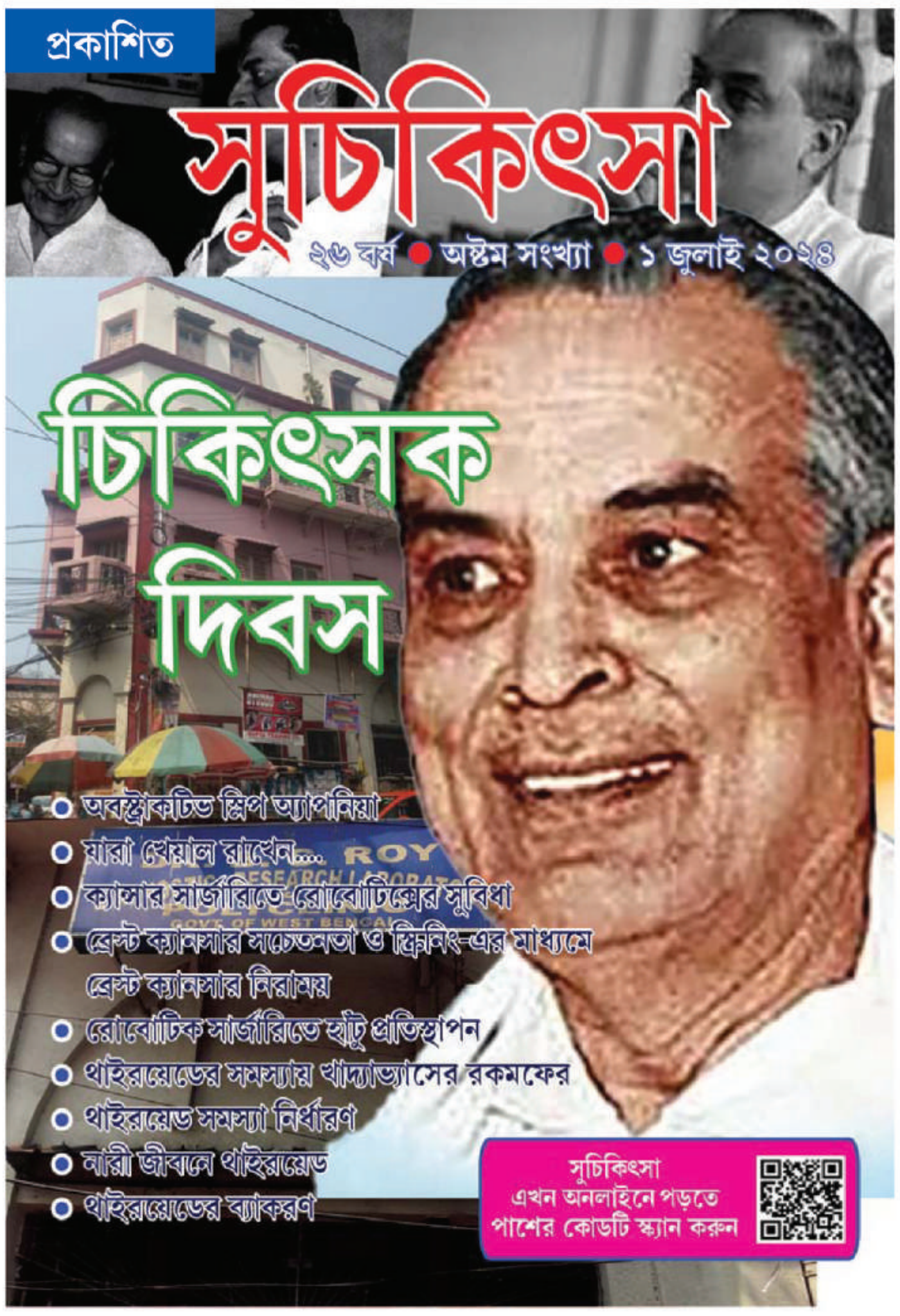

উরুগুয়েকে হারিয়ে ২৩ বছর পর কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়া

শার্লোট, ১১ জুলাইঃ শার্লোটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ১০ জনের কলম্বিয়া। ৩৯ মিনিটে কলম্বিয়ার হয়ে গোলটি করেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার জেফারসন লেরমা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন কলম্বিয়ান রাইটব্যাক দানিয়েল মুনোজ। এ জয়ে ২৩ বছর পর কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠল টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকা কলম্বিয়া। ভারতীয় সময় আগামী সোমবার সকাল সাড়ে ৫টায় মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে নেস্তর লরেঞ্জোর দল। কলম্বিয়া জয়সূচক গোলটি পেয়েছে কর্নার থেকে। অধিনায়ক হামেস রদ্রিগেজের কর্নার থেকে হেডে গোলটি করেন ক্রিস্টাল প্যালেস সেন্টারব্যাক লেরমা। ১৯৯৩ সালে আর্জেন্টিনার পর কোপা আমেরিকার এক আসরে হেডে ন্যূনতম ৫ গোল করল কলম্বিয়া। ১৯৯৩ কোপায় শিরোপা জয়ের পথে হেড থেকে ৬ গোল পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকার চলতি আসরে এ নিয়ে ৬টি গোল বানালেন রদ্রিগেজ। ১৯৭০ বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের পর লাতিন আমেরিকার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কোনো বড় টুর্নামেন্টে ৬টি গোল বানানোর কীর্তি গড়লেন সাও পাওলো অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। কোপা আমেরিকার এক আসরে সর্বোচ্চ গোল

বানানোর রেকর্ডও এখন রদ্রিগেজের। ২০২১ কোপায় আর্জেন্টিনাকে শিরোপা জেতানোর পথে ৫টি গোল বানিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সেই কীর্তি পেছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়লেন কলম্বিয়ান তারকা। কলম্বিয়া সর্বশেষ হেরেছে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর্জেন্টিনার কাছে। তারপর টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার দলীয় রেকর্ড গড়ল সর্বশেষ ২০০১ সালে কোপার ফাইনাল খেলা কলম্বিয়া। সেবার ঘরের মাঠ বোগোতায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে মেক্সিকোকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলম্বিয়াকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিলেন হুয়ান কার্লোস রামিরেজরা। তবে কলম্বিয়ার জন্য আজ ফাইনালে ওঠার কাজটা কঠিন করে ফেলেছিলেন মুনোজ। উরুগুয়ের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মানুয়েল উগার্তেকে কনুই মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তিনি। তখন প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের খেলা চলছিল। ম্যাচের বাকি সময়ে ১০ জন নিয়ে কলম্বিয়া ভালো লড়াই করেছে। মার্সেলো বিয়েলসার উরুগুয়ে হতাশ হতে পারে এই ভেবে যে দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলা কলম্বিয়ার বিপক্ষে তারা গোল করতে পারেনি। গোলের একাধিক সুযোগ পেয়েছিলেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার দারউইন নুনিয়েজ ও বদলি নামা লুইস সুয়ারেজ। একবার কলম্বিয়ার পোস্টেও বল মেরেছেন সুয়ারেজ। কলম্বিয়াও উরুগুয়ের ক্রসবারে বল মেরেছে। প্রায় ৭৫ হাজার আসনের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের বেশির ভাগই ছিলেন কলম্বিয়ার সমর্থক। বিপুল পরিমাণ সমর্থন পেয়ে প্রথমার্ধে চড়াও হয়েই খেলেছে কলম্বিয়া। দূরপাল্লার শটে উরুগুয়ে গোলকিপার সের্হিও রোচেতের পরীক্ষা নেন কলম্বিয়ার রিচার্দ রিওস। ৬২ মিনিটে কলম্বিয়া কোচ লরেঞ্জো অধিনায়ক রদ্রিগেজকে তুলে নেওয়ার পর উরুগুয়ে বেশ কয়েকটি আক্রমণের সুযোগ পেয়েছে। যোগ করা সময়ের ৮ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছে দুই দলই। বদলি নামা কলম্বিয়ান মিডফিল্ডার মাতেয়াস ইউরিব এ সময় বল পোস্টে মারেন। ম্যাচ শেষে হওয়ার পর মাঠের পাশে কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। নিরাপত্তাকর্মীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com